ধ্রুব ও প্রহ্লাদ।

প্রথম সংস্করণ

কলিকাতা।

৩৮।২ রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট
"মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে"
কে, পি, নাথ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
১৮৩২ শক

মূল্য ০ আনা।

ধ্রুব ও প্রহ্লাদ।

ধ্রুবের সরল ভক্তি

পৃথিবীতে জ্ঞান আর ভক্তি লইয়া অনেক সময় ধর্ম-রাজ্যে মহা দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়া থাকে, কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে অন্ধকারে প্রস্তর নিক্ষেপের ন্যায় প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের বিতণ্ডা যে একান্ত নিষ্ফল তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, কারণ উভয় পক্ষই জীবনের অপরীক্ষিত ও অননুভূত বিষয় লইয়া বৃথা বাগাড়ম্বর করিতেছে। সুনিপুণ ভক্তি কিংবা প্রকৃত জ্ঞান ইহা একই প্রকার। ফলতঃ মনুষ্য ধর্ম্মবিষয়ে যতটুকু স্বাভাবিক জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে, যদি ঐ জ্ঞান প্রত্যক্ষ জীবনগত হয় ও নির্ম্মল সরল ভক্তির অনুসরণ করে তবে তাহাই প্রত্যেকের পক্ষে প্রচুর হয়। দয়াময় ডাকিলে দেখা দেন এই জ্ঞানটি যদি জীবনের প্রত্যক্ষ ও সত্য কথা হয়, তবে আর ধর্ম্মরাজ্যে কিছুই অপ্রাপ্য অদৃশ্য থাকে না। ভক্তি বাস্তবিক অদৃশ্য ঈশ্বরকে স্পর্শ করে, এবং তাঁহার দয়া প্রত্যক্ষরূপে অনুভব করিতে বাধ্য হয়। বিবিধ তত্ত্বের বাগাড়ম্বর না শুনিলে তাহাতে তোমার ক্ষতি কি? বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিলে তাহাতেই বা তোমার ধর্ম্মের হানি কি? দয়াময় পাপীকে দয়া করেন, পতিতকে উদ্ধার করেন, ডাকিলে দেখা দেন, এই সত্য প্রাণের সহিত বিশ্বাস করিয়া জীবনের সার করিয়া, কাতর ও ব্যাকুল ভাবে সেই

দীনবন্ধুকে একবার ডাক দেখি কেমন না হৃদয় মন কৃতার্থ হয়, কেমন না সেই জীবনের দেবতাকে পাও? শুদ্ধ এইরূপ ব্যাকুল হইয়া কাতর ভাবে প্রার্থনা করিলে পতিতপাবন, ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না করিয়া থাকিতে পারেন না ধ্রুবের জীবন এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টান্তস্থল বলিয়া এক্ষণে তাঁহার আখ্যানটি সবিস্তার বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম

পুরাকালে স্বায়ম্ভুব মনুর প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে মহাবীর্য্যশালী দুই পুত্র ছিল তন্মধ্যে রাজা উত্তানপাদের দুই মহিষী, তাঁহাদের এক জনের নাম সুনীতি ও অপরের নাম সুরুচি সুনীতি অতি সুশীলা, সাধ্বী, বিনীত স্বভাবা ক্ষমাবতী, ধর্ম্মনিষ্ঠা, পতিপ্রাণা এবং অতিশয় ভক্তিমতী ছিলেন তাঁহার স্বভাবটি বড় দীন ও দুঃখসহিষ্ণু ছিল তাঁহার হৃদয় এ প্রকার কোমল ও নির্ম্মৎসর ছিল যে, কোনরূপ উচ্চ কথা বলিতে জানিত না অপরা মহিষী ইঁহার সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতি ধারণ করিতেন তিনি গর্ব্বিতা, উদ্ধত স্বভাবা, অতিক্রোধনা, এবং পরুষভাষিণী, অভিমানিনী, প্রগল্ভা, স্বার্থপরায়ণা ও হিংসাদ্বেষপূর্ণা ছিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার মন বিলাসাসক্ত নারীর ন্যায় পতিকে আত্মবশে রাখিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিত, সুতরাং দুর্ভাগ্যক্রমে তিনিই রাজার প্রেয়সী হইয়া উঠিলেন সচরাচর লঘুচিত্ত ব্যক্তিদিগের যেরূপ দুর্দ্দশা হয় এতন্নিবন্ধন রাজারও তাহাই ঘটিল দুই স্ত্রী হইলে যেরূপ মহানিষ্ট হইবার সম্ভাবনা তাহাই হইতে আরম্ভ হইল স্ত্রৈণ পুরুষেরা আপনার পুরুষত্ব বিসর্জ্জন দিয়া মনকে অতি নীচ করিয়া তোলে ; স্ত্রী তাহাদের চক্ষু হয়, স্ত্রীই তাহাদের বুদ্ধি বিবেচনা হয়, অন্যের সদ্‌গুণ থাকিলেও ভার্য্যার কুদৃষ্টি

বশতঃ তাহারা তাহা দেখিতেও পায় না, কারণ স্ত্রীর মতেই তাহাদের মত। এই নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র ব্যক্তিগণ প্রেয়সী ভার্য্যাকে সুখী করিবার জন্য তাঁহার অনুরোধে কোন অসৎকার্য্য করিতে কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হয় না। সুরুচি রাজার প্রিয়তমা বলিয়া পতির উপর আধিপত্য করিতে লাগিলেন। তিনি দুখিনী সুনীতির বিরুদ্ধে রাজাকে বলিতেও ত্রুটি করিতেন না। নির্ব্বোধ পার্থিব-সুখ-স্পৃহ সুরুচি সপত্নী স্বামীর প্রেম-ভাগিনী হইবে ইহা কি সহ্য করিতে পারে? সুতরাং সুনীতি সুরুচির বিষনয়নে পতিত হইলেন এবং সপত্নীর জন্য রাজার নিরতিশয় অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। অবশেষে নিষ্ঠুর অকৃতজ্ঞ রাজা সহসা প্রেয়সী পত্নীর কুমন্ত্রণায় হতভাগিনী অপরা মহিষীকে বনে নির্ব্বাসিত করিলেন। সাধুতার উপর রাজার অবশেষে ইহাই পুরস্কার হইল।

নরপতি উত্তানপাদ মহিষী সুরুচির গর্ভে উত্তম ও পত্নী সুনীতির উদরে ধ্রুব এই দুই পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। নির্ব্বাসনকালে যে দুর্ভাগিনী রাজপত্নী পুত্র সহ বনে গমন করেন নাই এ দেশীয়দের মধ্যে অনেকেই তাহা বিদিত থাকিতে পারেন। তিনি অরণ্যে মহর্ষিদিগের আশ্রমে ঈশ্বরপ্রসাদে রাজার ঔরসে ঐ হৃদয়-রতন পুত্র পাইয়াছিলেন। মহর্ষিরা অত্যন্ত দয়াশীল, সুতরাং সুনীতি পরিত্যক্তা হইলেও তজ্জন্য দুঃখ ব্যতীত অন্য কোন প্রকার বিশেষ কষ্ট পাইতেন না। মুনিগণ সন্তান নির্বিশেষে অতি স্নেহভরে তাঁহাকে যত্ন ও লালন পালন করিতেন। তাঁহারাই তাঁহার অবস্থিতির জন্য এক খানি পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। ঋষিপত্নীগণ তাঁহাকে মাতৃসম মমতা সহকারে

আদর ও যত্ন করিতেন মুনি তনয়ারাও তাঁহার প্রিয়তমা সহচরী হইয়া দুঃখ শোকের সময় সান্ত্বনা ও প্রবোধ দিতেন। কিন্তু সাধ্বী নারীর পক্ষে পতির অভাজন ও তৎকর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়া অত্যন্ত কষ্টকর সেই হৃদয়ের প্রজ্বলিত হুতাশনকে আর নির্ব্বাণ করিতে পারে? তিনি এত যন্ত্রণার সময় পুত্রের প্রফুল্লানন দর্শন করিয়া অনেক শোক সন্তাপ ভুলিয়া গেলেন বটে, কিন্তু তাহাতে কি সকল খেদ মেটে? সুনীতি এই জন্য সর্ব্বদা বিমর্ষ ও ম্লান থাকিতেন। তাঁহার শরীর দিন দিন ক্ষীণ ও বিবর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল তাঁহার মুখ হইতে হাস্য চলিয়া গেল, উদরে ভাল করিয়া অন্নও পড়িত না, ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি বিশ্রী কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল মধ্যে মধ্যে যখন শোকসাগর উদ্বেলিত হইত তখন বাষ্পাকুললোচনে বিলাপ করিতেন যদিও ঋষিকন্যারা এই বক্ষঃবিদারক ক্রন্দন শুনিয়া তৎকালে তাঁহার সন্তাপাশ্রু মোচন করিতে আসিতেন; কিন্তু কোথায় তাঁহারা নিবারণ করিবেন, না আরও দুঃখে ব্যাকুল হইয়া তাঁহার সহিত তাঁহারাও রোদন করিতেন। তিনি কাহারও সহিত বড় কথা বার্ত্তা কহিতেন না, কেবল প্রায় সর্ব্বদাই চিন্তান্বিতা ও অন্যমনস্কা থাকিতেন। তথাপি ধ্রুবকে অতি যত্নের সহিত পালন করাতে তাঁহার অনেক সময় এক প্রকার সুখে যাইত বলিতে হইবে ধ্রুব ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। ঋষিকুমারেরা সুনীতি তনয়কে আপনাদের বয়স্ক মধ্যে পরিগণিত করিয়া একত্র সর্ব্বদা ক্রীড়া করিত। ক্রীড়াস্থল হইতে ধ্রুবের আসিতে অল্প বিলম্ব দেখিলে তাঁহার জননী আলুলায়িতকেশা হইয়া ব্যাকুলভাবে ঘরের বাহির হইয়া বেড়াইতেন ফলতঃ

তাঁহার সংসার অরণ্য ও সুখ কেবল কল্পনা বলিয়াই প্রতীত হইত। কোন বেশ ভূষাতেও তাঁহার মন যাইত না। যে দিন হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন সেই দিন হইতে কবরী যে উন্মুক্ত হইয়াছিল তাহা আর কদাপি মস্তকোপরি উত্থিত হইত না। সাধ্বী পতিব্রতা কামিনীর পবিত্র ধর্ম্মই যেন সেই দিন হইতে নির্ম্মল কুন্তলা রূপে সুনীল কেশপাশকে স্বামীর চরণে অর্পণ করিল। যদিও তাঁহার সৌন্দর্য্যের প্রতি কিছু মাত্র দৃষ্টি ছিল না বটে, কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক রূপ এত অধিক ছিল যে, যেন পর্ণকুটীর রাজপ্রাসাদ ও বন দেবভবন বলিয়া বোধ হইত। এক এক দিন ধ্রুব গৃহে আসিয়া দেখিত যে জননী অবনত মস্তকে অশ্রুপূর্ণ লোচনে অস্ফুট স্বরে রোদন করিতেছেন, তিনি অমনি দৌড়িয়া নিকটে গিয়া, মা, কাঁদিচ্ কেন, আমাদের কি হইয়াছে? এইরূপ মধুর ভাষে সম্বোধন করিতেন। সুনীতি কিছুই উত্তর না করিয়া আপনার চেলাঞ্চলে অশ্রু মোচন করতঃ তৎক্ষণাৎ বালককে ক্রোড়ে লইতেন। শিশু জননীর দুঃখের কারণ কি বা বুঝিবে?

একদা সুনীতিতনয় ঋষিকুমারদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে গিয়াছিলেন। ঐ দিবস তাহারা সকলেই নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া আসিয়াছিল। ধ্রুবকে উদাস দেখিয়া সকলে কহিল, "না ভাই আজ তোমাকে নিয়ে আমরা খেলিব না, যদি নূতন কাপড় পর, তবে খেলিতে পাবে।" ধ্রুব অমনি এক দৌড় দিয়া মাতার নিকট বস্ত্রের জন্য আবদার করিতে লাগিলেন। সুনীতি পুত্রের এই সামান্য বাসনা পূর্ণ করিতে পারিলেন না বলিয়া তাহার বক্ষঃ বিদীর্ণ হইয়া গেল, এবং সকল দুঃখ তাঁহার মনকে একবারে

নূতনরূপে অধিকার করিল তিনি উচ্চ স্বরে কঁদিতে কাঁদিতে এই বলিয়া খেদ করিতে লাগিলেন, হা বিধাতঃ আজ রাজার পুত্র হয়ে কি না একটু চীরবসনের জন্য লাঞ্ছিত দীনবন্ধো আমার মত জগতে কি আর কেহ হতভাগিনী আছে ? বল দেখি কি সুখে এই দগ্ধ দেহ ধারণ করিয়া জীবিত রহিয়াছি যদি আমি মরির তবে এই পাপ জনিত ক্লেশ কে ভোগ করিবে দীননাথ আমার ক্রন্দন বা কে শুনিবে, আমার দুঃখই বা কে দেখিবে। জানিলাম আমার প্রাণ অত্যন্ত কঠিন প্রভো এখন তোমার চরণে যেন মতি থাকে " এইরূপে দুঃখিনী সুনীতি হৃদয়ের আক্ষেপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন তাঁহার রোদনধ্বনিতে অরণ্য প্রতিধ্বনিত হইয়া গেল ক্রন্দন রব শুনিয়া মুনিতনয়রা শীঘ্র আসিয়া দেখেন যে রাজপত্নী চিৎকার রবে পুত্রসহ কাঁদিতেছেন অনেকে তাঁহাকে অনুযোগ করিতে লাগিল, ভাল ! তুমি কি পুত্রকেও সান্ত্বনা করিতে জান না ? সুনীতি অনেক কষ্টে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া রাজকুমারকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন কিন্তু ধ্রুব কিছুতেই মানিল না অবশেষে তিনি আপনার মলিন চীরবসনাঞ্চল খণ্ড করিয়া এক খণ্ড দিলেন বালক সকল বিষয়েই অজ্ঞ ; ধ্রুব জানিতেন না যে পরিধেয় পরিধান করিতে হয়, সুতরাং ঐ বস্ত্রখণ্ড পাইয়া মস্তকে বন্ধন পূর্ব্বক আনন্দসহকারে নৃত্য করিতে করিতে যথায় বয়স্যগণ তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গীরা তাঁহাকে দেখিবামাত্র হাহা করিয়া হাসিতে লাগিল ও কি ! কাপড় বুঝি মাথায় বাঁধে ? আরে নির্ব্বোধ ও হয়েছে কি ? এই বলিয়া সকলে পরিহাস ও তিরস্কার করিতে লাগিল পরে কেহ কেহ ধ্রুবকে ডাকিয়া ঐ বস্ত্রটুকু পরাইতে লাগিল,

কিন্তু ইহা ত বাস্তবিক পরিধেয় বসন নয়, ছিন্নবাসের কিয়দংশ মাত্র, তাহাতে শোভা হইবে কেন? আবার তাহারা বলিয়া উঠিল, না ভাই উহাতে হইবে না, ভাল কাপড় না হইলে তোমার সহিত আমরা খেলা করিব না। অমনি তিনি মুখ চুণ করিয়া পুনর্ব্বার মাতার সন্নিধানে গমন করিলেন এবং বলিলেন, মা আমাকে ভাল কাপড় দেও, এ কাপড়ে আমার সঙ্গে তাহারা খেলিল না। জননী বলিলেন, "বাছা, আমি আর ভাল কোথায় পাব?" এই বলিয়া দুই চক্ষু হইতে বারিধারা নির্গত করিতে লাগিলেন "—হা তোমার কি আজ কাপড়ের ভাবনা। অত্যন্ত দুর্ভাগ্য, অদৃষ্টে নাই, তাই এত ক্লেশ।" এই বলিতে বলিতে দুঃখ ভরে অবনত হইয়া বিলাপ করিয়া উঠিলেন, হা দীননাথ! এই দেহে প্রাণ থাকিতে থাকিতে পুত্রের এইরূপ দুঃখ যন্ত্রণা দেখিতে হইল। না আর কত দিন এই ভাবে বিদগ্ধ হইব? এতে বুঝিলাম দুঃখের জন্যই আমার কেবল এ পৃথিবীতে জন্ম হইয়াছিল।" ফলতঃ দুঃখে তাঁহার হৃদয় খাক্ হইয়া গিয়াছিল। যখন শোকানল প্রজ্বলিত হইত তিনি পাগলিনীর ন্যায় কত প্রলাপ বাক্য কহিতেন। শিশুকে অনেক রকমে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু যখন মানিল না দেখিলেন, তখন আপনার দেহাচ্ছাদন হইতে একটু বড় করিয়া এক টুক্‌রা ছিঁড়িয়া দিয়া অবশিষ্ট বস্ত্রে এক প্রকার কোনমতে তাঁহার অঙ্গ আবরণ করিলেন। এবং পুনরায় সঙ্গিগণের নিকট গিয়া খেলাতে যোগ দিলেন এবং মিনতি করিয়া বলিলেন, ভাই আমি কাপড় কোথায় পাব? আমার মা বড় দুঃখী গরিব কাপড় কোথায় পাবে? বালক মা বই আর কিছুই জানিত না, পিতার নামও শুনে নাই, পিতা

কি, তিনি আছেন, কি না ? সব কিছুই বুঝিত না, সুতরাং সকল বিষয়েই মায়ের কথা বলিত। ধ্রুবের ঐ কথা শুনিয়া বয়স্যবর্গ কহিল, কেন তোমার ত পিতা আছেন ? তিনি যে রাজা, তোমার আবার বস্ত্রের অভাব ? তাঁহার তখন পিতৃজ্ঞান হইল। সে দিবস ক্রীড়া করিয়া গৃহে গিয়া দেখিলেন যে, আধিব্যাধি বিশীর্ণ জননী নিবিষ্টচিত্তে কপোল দেশে হস্তার্পণ করত গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন, এবং বিন্দু বিন্দু অশ্রু পতিত হওয়াতে বস্ত্রাদি অভিষিক্ত, মৃত্তিকাও আর্দ্র। তিনি পুত্রকে দেখিবামাত্র অমনি সে সব ভুলিয়া গেলেন। যতক্ষণ তাঁহার হৃদয়ের ধন ধ্রুব কাছে থাকিত, ততক্ষণ কোন ভাবনাই তাঁহার হৃদয়ের ক্লেশ যন্ত্রণা স্মরণ করাইয়া দিতে পারিত না। বস্তুতঃ পুত্রের চন্দ্রানন দেখিয়া, তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া ও তাহার মুখ চুম্বন করিয়া যেন তাঁহার উত্তপ্ত অঙ্গ শীতল হইয়া যাইত। অনেক ক্ষণ পরে ধ্রুব মাতার গলদেশ আলিঙ্গন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মা, আমার পিতা কি আছেন ? সুনীতি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া দরদরিত নয়নে কহিলেন, বাছা ! ও কথা আর জিজ্ঞাসা করিও না, তোমার তাহা শুনিয়া কাজ নাই, আমি নারকী পাতকী এই নিমিত্তই তাহার ফল ভোগ করিতেছি। তিনি ভ্রমক্রমেও কখন পতির নিন্দা করিতেন না। পতির দোষ থাকিলেও তদ্বিষয়ে অনুযোগও করিতেন না। কি আশ্চর্য্য পতিব্রতার পাতিব্রত ধর্ম্ম। যথার্থই সাধ্বী নারীকুলের ভূষণ স্বরূপ।

পর দিবস সুকুমারমতি বালক ঐরূপ বালচাপল্যসুলভ ক্রীড়া করিতে পুনর্ব্বার সহচর মুনিতনয়দিগের নিকট গমন করিলেন। সে দিবস সকলে পরামর্শ করিল, চল ভাই, ধ্রুব আমরা আজ

রাজার কাছে যাই ; এই বলিয়া সকলে একত্র পদব্রজে রাজভবনে গিয়া উপস্থিত হইল। দ্বারবান্ বালকদিগকে অতি সুকোমল, শান্ত প্রকৃতি, সরল বিনম্র ও সুন্দর-মূর্ত্তি দেখিয়া স্বাভাবিক স্নেহে আর্দ্র হইয়া গেল। অনন্তর জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে তাহারা ঋষিকুমার। দ্বাররক্ষকেরা প্রথমতঃ তাহাদিগকে দ্বার ছাড়িয়া দিতে অসম্মত হইল বটে, কিন্তু তাহাদের উপর অভূতপূর্ব্ব অনুরাগ সঞ্চার হওয়াতে আর কোন কথাই বলিতে পারিল না। বিশেষতঃ ধ্রুবের আকৃতি প্রকৃতিতে রাজার অনেক সৌসাদৃশ্য দেখিয়া তাহারা বিস্ময়াপন্ন হইল। তাহারা মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিল এ কখন ঋষিকুমার নহে, ইহার যে অঙ্গসৌষ্ঠব বিলক্ষণ আমাদের রাজার সদৃশ। ইহার উপর কেন বা আমাদের মনে এত মমতা জন্মিতেছে ? বালকেরা এই অবসরে অবাধে রাজসমক্ষে উপস্থিত হইল। রাজা সহসা মুনিতনয়দিগকে দেখিয়া বড় আনন্দিত ও আপ্যায়িত হইলেন, কিন্তু ধ্রুবের প্রিয়দর্শন সৌম্যমূর্ত্তি ও দিব্যকান্তি দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে অপত্য স্নেহ উদয় হইল। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! আকার বিষয়েও আমার সদৃশ, বর্ণ ও সৌন্দর্য্যও অনেকটা আমার মত, আবার মহিষীকে ঋষিদিগের সমীপবর্ত্তী বনে নির্ব্বাসিত করিয়াছি, নিশ্চয় আত্মজ বলিয়াই যে বিশ্বাস হইতেছে ? নতুবা কেনই বা ইহার প্রতি আমার বিশেষ স্নেহ মমতা জন্মিতেছে ? না, আমি মোহবশতঃ অন্যের সন্তানকে স্বীয় তনয় ভ্রমে মিথ্যা আশা ও কল্পনা করিতেছি। আপন পুত্র বলিয়াই বা কি প্রকারে নিশ্চয় করিতে পারি ? রাজ্ঞীর সহিত সেই অবধি তো আমার প্রায় সাক্ষাৎ হয় নাই। কি

আশ্চর্য্য! তাহাই যদি না হইবে মন কেন তবে চঞ্চল হয়? প্রেমরস কেন সঞ্চারিত হইতেছে, আনন্দাশ্রুই বা কেন নিষ্যন্দিত হইতেছে? এইরূপ তর্ক বিতর্ক করিতে করিতে পূর্ব্বের ব্যাপার সকল তাঁহার স্মরণপথে পতিত হইল। হা কি নিষ্ঠুর আমি! এক দিন আমি মৃগয়ার্থ ভ্রমণ করিয়াছিলাম, সেই নিবিড় অরণ্যে পরিশ্রান্ত ও পিপাসাতুর হইয়া বড় ক্লেশ পাইয়াছিলাম, আবার ঘন তিমির জলদোদয়কালে প্রবল বাত্যা সংহতি ও তড়িৎ সংশ্লিষ্ট মুষলধারাবৃষ্টিধারায় উদ্বেজিত হইয়া নিতান্ত নিরাশ্রয় অবস্থায় পড়িয়াছিলাম। সেই দুঃসময়ে আশ্রমস্থ পর্ণকুটীরে প্রিয়তমার সহিত আমার সাক্ষাৎ ও সম্মিলন হইয়াছিল। তখন তিনি আমাকে কত যত্ন ও সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। কি ভক্তির সহিত ব্যবহার করিয়াছিলেন। আমার কষ্ট যন্ত্রণা দূর করিবার জন্য প্রীতিভরে কতই না ব্যাকুল হইয়া চেষ্টা করিয়াছিলেন। কি অকৃতজ্ঞ আমি! নিশ্চয়ই আমার হৃদয় পাষাণসম। বিনাপরাধে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছি। আমিই ত তাঁহার দুঃখ শোকের কারণ। না জানি তিনিই বা আমাকে কিরূপ মনে করিতেছেন। আমার মত এ সংসারে পাতকী আর কে আছে? যাহা হইবার তা হইয়াছে, এখন অনুশোচনা করিয়াই বা কি করিব? ইটি নিশ্চয়ই আমার পুত্র তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তখন পুত্রস্নেহে বিগলিত হইয়া স্বীয় তনয়কে ক্রোড়ে করত স্পর্শসুখ অনুভব করিতে তাঁহার ইচ্ছা জন্মিল। এদিকে ধ্রুবও সমীপবর্ত্তী হইয়া সিংহাসনোপবিষ্ট পিতার ক্রোড়ে সুরুচি সুত ভ্রাতা উত্তমকে সমারূঢ় দেখিয়া তদীয় অঙ্কে আরোহণ করিতে অভিলাষ করিলেন। ভূপতি

পিতৃস্নেহে সমাগত উৎসঙ্গ রোহণে ইচ্ছুক দেখিয়া পুত্র ধ্রুবকে সস্নেহভাবে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু সেই অতি-গর্বিতা মহিষী স্বরুচিকে দূর হইতে নিরীক্ষণ করিয়া, তাহার সমক্ষে আর সন্তানকে ক্রোড়ে লইতে সমর্থ হইলেন না। সুরুচি অন্তঃপুর হইতে দেখিলেন যে যে ক্রোড়ে আমার উত্তম উপবিষ্ট সেই অঙ্কে সপত্নীতনয় আরোহণ করিতে সমুদ্যত। তৎক্ষণাৎ তিনি অতি কোপান্বিতা হইয়া তিরস্কার সূচক, মর্মভেদী অতি কঠোর বাক্যে বালক ধ্রুবকে বলিতে লাগিলেন, হে বৎস! তুমি অন্য স্ত্রীগর্ভজাত হইয়া কেন এ প্রকার বৃথা উচ্চ মনোরথ করিতেছ? বিশেষতঃ আমার উদরে জন্ম গ্রহণ না করিয়া এরূপ আশা করা তোমার পক্ষে অন্যায় হইতেছে। তুমি নিতান্ত অবিবেকী বালক। অতি দুর্লভ বিষয় অভিলাষ করিতেছ। সত্য তুমি রাজার পুত্র বটে কিন্তু আমি যে তোমাকে গর্ভে ধরি নাই। হে বালক! আমার পুত্রের ন্যায় কেন তোমার ঈদৃশ মিথ্যা দুরাকাঙ্ক্ষা অভিলাষ? তুমি কি জান না যে সুনীতির উদরে তোমার জন্ম? বিমাতার এই হৃদয়-ভেদী কর্কশ বাক্য ধ্রুবের হৃদয়কে তীক্ষ্ণ শরের ন্যায় বিদ্ধ করিল। তিনি ক্রোধ ও অভিমানে নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ পূর্বক স্বীয় জননীর উদ্দেশে গমন করিলেন।

এদিকে ঐ দিবস সুনীতি ধ্রুবের আগমন সময় অতীত দেখিয়া একবারে পাগলিনী প্রায় হইয়া গিয়াছিলেন। সকল বাটীই অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু কোথাও আর তাঁহার দেখা পাইলেন না। একবার গৃহ মধ্যে, একবার অঙ্গনে একবার বা দ্বারে, একবার নিকটস্থ প্রান্তরে, এইরূপ করিয়া ধ্রুবের জন্য

অত্যন্ত উতলা হইয়া ঘুরিলেন। এমন সময় ধ্রুবকে নিঃশ্বসিত স্ফুরিতাধরোষ্ঠ ও রোরুদ্যমান হইয়া আসিতে দেখিয়া অত্যন্ত ব্যস্তে তাহাকে স্বীয় ক্রোড়দেশে লইলেন, এবং ক্ষণকাল সান্ত্বনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস কেন তোমার এত কোপ ও অভিমান? কে তোমাকে অনাদর করিয়াছে? কেহ কি তোমার পিতাকে অবজ্ঞা করিয়াছে? ইহা শুনিয়া, সুরুচি গর্ব্বিতভাবে রাজার সমক্ষে যে সকল কঠোর বাক্য বলিয়াছিলেন, ধ্রুব তাহা আনুপূর্ব্বিক জননীকে কহিলেন। পুত্রের প্রমুখাৎ সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হৃদয়া ম্লান নয়না সুনীতি অতিদীন ও প্রবোধ বচনে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে বৎস, সুরুচি সত্য কথাই বলিয়াছে, কারণ তুমি নিতান্ত দুর্ভাগা। দেখ শত্রুরাও পুণ্যবান্‌দিগের সম্বন্ধে কোন কথা কহিতে সাহস করে না। এখন তোমার ক্ষোভ করা কদাপি উচিত নহে, যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছ সেইরূপ ফল ভোগ করিবে। যাহা করিয়াছ তাহাই বা তোমার কে অপহরণ করিতে পারে? এবং যে কার্য্য কর নাই তাহাই বা কে তোমাকে দিতে পারে? দেখ রাজাসন ছত্র, অশ্ব, গজ, হরি এ সকল যাহাকে দিয়াছেন সেই লাভ করিয়াছে অতএব ইহা জানিয়া ক্রোধ সম্বরণ কর। দেবপ্রসাদে সুরুচি রাজার অনুরাগ ভাজন হইয়াছে, আমার ন্যায় হতভাগিনী নারীগণ কেবল ভার্য্যা বলিয়াই উক্ত হইয়া থাকে। উত্তম তাঁহারই প্রসাদে সুরুচির পুত্র হইয়াছে। তুমি নিতান্ত দুর্ভাগা, তাই আমার গর্ভে সঞ্জাত হইয়াছ। পুত্র! তথাপি তোমার দুঃখ করা বিধেয় নহে, কারণ বুদ্ধিমান্ হইলে যাহার যাহা সে তাহাতেই পরিতুষ্ট হয়।

"যদি মা দুঃখমত্যর্থং সুরুচ্যা বচসা তব
তৎ পুণ্যোপচয়ে যত্নং কুরু সর্ব্বফলপ্রদে ।"

সুরুচির বাক্যে যদি তোমার অত্যন্তই দুঃখ হইয়া থাকে, তবে সেইরূপ ফল-প্রদ পুণ্য উপার্জ্জন কর।

"সুশীলো ভব ধর্ম্মাত্মা মৈত্রঃ প্রাণিহিতে রতঃ
যথাপঃ নিম্নপ্রবণাঃ পাত্রমায়ান্তি সম্পদঃ ।"

সুশীল ও ধর্ম্মনিষ্ঠ হও, সকলের বন্ধু ও সর্ব্বজীবে দয়াবান্ হও ; জল যেমন নিম্ন প্রদেশেই গমন করে, তদ্রূপ বিনম্র হৃদয়েই সকল সম্পদ আসিয়া উপস্থিত হয়।

ফলতঃ সুনীতি বিনয়, ক্ষমা ও নির্ভর গুণ বিলক্ষণ শিক্ষা করিয়াছিলেন, সপত্নীর বিরুদ্ধে কোন কথাই বলিলেন না, বরং আপনার নীচতা আরও অনুভব করিলেন। আপনার দুঃখের অবস্থাতে যে বিশ্বাসপূর্ব্বক পরম পিতার উপর দৃষ্টি রাখিয়া শান্ত হইতে পারে সেই ধন্য। জীবনের ইহাই সকলের প্রার্থনীয় অবস্থা। আমার যেরূপ অবস্থা হউক না কেন, কি পৃথিবীর প্রতিকূল বিষয়ে, কি দুঃখে, কি প্রলোভনে, কি নির্যাতনে সকলই অন্তরস্থ নিগূঢ় ধর্ম্মের অনুকূল হইবে। এক মাত্র আত্মার জীবন্ত বিশ্বাসই ইহা সম্পাদন করে।

ধ্রুব মাতার অমৃতময় সান্ত্বনাবাক্য আদ্যোপান্ত নিস্তব্ধভাবে তাবৎ আকর্ণন করিলেন ; কিন্তু তাঁহার বিমাতার বাক্যবাণে ছিন্ন ভিন্ন হৃদয় কিছুতেই শান্তি মানিল না। তাঁহার চিন্তাবেগ এক এক বার উদ্বেলিত এবং হৃদয় ক্ষণে ক্ষণে উদাস ভাবাপন্ন হইতে লাগিল। তাঁহার চিত্ত যেন কি করিবে কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। এইরূপে ক্রোধ এবং অভিমান ধ্রুবকে নিতান্ত

অভিভূত ও উন্মনা করিয়া তুলিল তিনি আর ভাল করিয়া কথা বলেন না, হাঁসেন না, আহার করেন না, খেলিতেও যান না; কেবল ভাবেন, আর মাঝে মঝে কাঁদেন এই চিন্তা হইতে বিরত করিবার জন্য সুনীতি তাঁহাকে কত বার অন্যমনস্ক করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুই ফল দর্শিল না। একদা ধ্রুব অশ্রু পূর্ণ লোচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, মা! আমরা যেন দুঃখী, কিন্তু আমাদের দুঃখ কি কেহ দূর করিতে পারেন না? জননী কহিলেন, সেই দুঃখ-নিবারণ হরি ভিন্ন আর কে আমাদের দুঃখ মোচন করিতে পারে বল? ধ্রুব জিজ্ঞাসা করিলেন, মা, তিনি কোথায়? সুনীতি বলিলেন, তিনি সর্ব্বত্র ধ্রুব পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, ম, কেমন করিয়া তাঁহাকে দেখা যায়? তিনি কহিলেন,

"তমেব বৎসাশ্রয়ভৃত্যবৎসলং,
মুমুক্ষুভির্ম্মৃগ্যপদাব্জপদ্ধতিম্।
অনন্যভাবে নিজধর্ম্মভাবিতে
মনস্যবস্থাপ্য ভজস্ব পুরুষং।"

"বৎস! যাঁহার চরণারবিন্দ মুমুক্ষুদিগের প্রার্থনীয় ও গতি, সেই ভক্তবৎসল হরির শরণাপন্ন হও, একাগ্র ও সংযত হৃদয়ে তাঁহাকে স্থাপন করিয়া সেই পুরুষের ভজনা কর।"

"নান্যৎততঃ পদ্মপলাশলোচনা-
দ্দুঃখচ্ছিদন্তে মৃগয়ামি কঞ্চন
যোমৃগ্যতে হস্তগৃহীতপদ্মযা
শ্রিয়েতরৈরঙ্গ বিমৃগ্যমানয়া"

সেই পদ্মপলাশলোচন হরি ভিন্ন আর কেহই দুঃখ মোচন করিতে পারে না। ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁহার অন্বেষণ করিয়া

থাকেন, আমি আর তাঁহার বিষয় কি বলিব। যে তাঁহাকে চায় সেই পায় ধ্রুব কহিলেন, মা, কোথায় তাঁহার দেখা পাইব? তিনি বলিলেন, "ব্যাকুল হইয়া পদ্মপলাশলোচন হরি বলিয়া যে তাঁহাকে ডাকে সেই তাঁহার দর্শন পায়" এই কথা বলিতে বলিতেই জননীর মনে বড় ভয় হইল কি জানি অভিমান-দগ্ধ সন্তান কি করিয়া বসে, এই মনে করিয়া সুনীতি পুনরায় বলিলেন, বাছা, কোন্ বন জঙ্গলে তিনি থাকেন, তথায় ব্যাঘ্র ভল্লুক; সেখানে কি কেহ যাইতে পারে? সে মনুষ্যের অগম্য স্থান। সুনীতি-সুত অনন্ত মস্তকে জননীর কথা গুলিন স্থিরভাবে শুনিলেন, কিন্তু তিনি যে একেবারে কঠোর সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বসিয়াছেন তাহা স্বপ্নেই বা কে জানিতে পারিবে? "পদ্মপলাশলোচন হরি' এই নাম শ্রবণ মাত্র অনন্যমনস্ক ধ্রুবের সেটি হৃদয়ের জপমালা হইয়া উঠিল; সকলের অজ্ঞাতসারে সমস্ত শক্তির সহিত তাঁহার কণ্ঠ এ নাম উচ্চারণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। বস্তুতঃ এই ভাবই পরিত্রাণের প্রথম সোপান দয়াময় সকল স্থানে, পাপী কাতর প্রাণে ডাকিলে তিনি দেখা দেন, এই বিশ্বাসই ধর্ম্ম জীবনের আরম্ভ ভ্রাতঃ তুমি বুদ্ধিতে তাঁহার তাবৎ স্বরূপ না জানিলে তাহাতেই বা কি? দয়াময় এই নামটি ধরিয়া ডাক, দেখ তিনি দর্শন দেন কি না? ঐ নামটিই তাঁহার আবির্ভাব ও প্রত্যক্ষ দর্শনের অবতারণায় আত্মার নিকট প্রথম প্রকাশ পায়, অবশিষ্ট তিনি স্বয়ং সাধকের সন্নিধানে প্রকাশ করেন অজ্ঞান অবোধ শিশু হইলেও যে সেই অদৃশ্য অনন্ত দয়াময়কে ভক্তির সহিত ডাকে, সেই উত্তর পায় ভক্তিতে তিনি সকলের নিকট আসেন ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, রাজা

প্রজা, দুর্ব্বল সরল, নর নারী, যুবক যুবতী, যে হউক না কেন, ব্যাকুল ও ভক্তিভবে তাঁহার শরণাপন্ন হইলে শরণাগত জনের তিনি পিয়ধন হন

ধ্রুব এইরূপে মনে মনে সাধন বিষয়ে সংকল্পকে দৃঢ় করিতে লাগিলেন প্রজ্বলিত দুঃখানল সমস্ত দিবস তাঁহার হৃদয়ে ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতে লাগিল বজনীতে সুনীতি পুত্রটিকে লইয়া শয়ন করিলেন, কিন্তু ধ্রুবের আব নিদ্রা নাই, তিনি ঘোর চিন্তাতে নিমগ্ন। জননীও বিষম অস্থির হইলেন, কোন মতেই বালকের নিদ্রাবেশ আকর্ষণে সমর্থ হইলেন না ধ্রুব ব্যস্তসমস্ত হইতেছেন, এ পাশ ও পাশ করিতেছেন, এবং কখন মনোভীষ্ট সাধন করিতে পারিবেন তাহাই ভাবিতেছেন অবশেষে তিনি কৌশলে ক্ষণকাল অচেতন হইলেন, ইহা দেখিয়া দুঃখিনী সুনীতি অবাধে নিদ্রাভিভূতা হইলেন অনন্তর অভিমানী বালক দেখিলেন এই বিলক্ষণ অবসর, এমন সুযোগেই প্রস্থান করা বিধেয়; এই বলিয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করতঃ জননীকে সাত বার প্রদক্ষিণ করিলেন। কি শোভাই তখন ধ্রুবের হইয়াছিল, কমনীয় কান্তি, বালক সুলভ কোমলতা, আবার অজস্রধাবে চক্ষু হইতে বারি বিনির্গত হইতেছে; এক দিকে অভিমান অপর দিকে ব্যাকুলতা, ভক্তি ও নির্ভর তাঁহার হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিয়াছে অবশেষে করযোড়ে অবনতশিরে মাতার চরণে প্রণাম করত পদধূলি মস্তকে লইয়া ধ্রুব নিদ্রিত জননীকে পরিত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, এবং কোথায় পদ্মপলাশলোচন হরি, এই বলিয়া মনে মনে সমস্ত হৃদয়ের সহিত ডাকিতে আরম্ভ করিলেন ঘোর গাঢ় তিমিরাবৃত নিশীথ সময়,

কেহ কোথায়ও নাই, সকলেই নিদ্রিত, চারিদিকে নিস্তব্ধ ও গম্ভীর ভাবে পরিপূর্ণ, ধ্রুব একাকী বাষ্পাকুলিত নেত্রে, দয়াময় হরি পদ্মপলাশলোচন কোথায়, তোমার সন্তানকে দেখা দেও, ইহা বলিতে বলিতে নির্ভীক চিত্তে নিবিড় অরণ্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন। এ ভাবে কাহার শরীর না রোমাঞ্চিত হয়? পাঠক, ঈশ্বরকে কেমন করিয়া চাহিতে হয় তাহা একবার দেখ। লক্ষ লক্ষ সুমধুর বাক্যে তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর তাহাও নিষ্ফল। এস প্রকৃত প্রার্থনা কি, তুমিও শিক্ষা কর, আমিও শিক্ষা করি।

এ দিকে সুনীতি নিদ্রোত্থিত হইয়া দেখেন যে, তাঁহার পার্শ্বস্থ শয্যায় ধ্রুব নাই, অমনি চমকিত ও ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার দিবসের কথা স্মরণ হইল। তিনি বিলাপ করিতে করিতে একেবারে ভগ্ন পাদপের ন্যায় সহসা ভূমিতে নিপতিত হইলেন। ক্ষণকাল অচৈতন্য ও স্পন্দহীন হইলেন, নিকটে কেহ নাই যে মুখে একটু জল দিয়া শুশ্রূষা করে। কোথায় গেলে আমার অঞ্চলের নিধি ধ্রুব! বাছা! আমি যে তোমার পানে চাহিয়া এত দিন দুঃখ শোকেতে জীবিত ছিলাম, নতুবা এত দিন আমি উদ্বন্ধনে প্রাণ পরিত্যাগ করিতাম। বল এখন আমি কি লইয়া থাকিব, শোক তাপের সময় কাহাকে দেখিয়া শান্ত হইব? তুমি যে আমার অন্ধের যষ্টি বাছা। আমায় যে অকূল পাথারে ভাসিয়ে গেলে। বাছা! মাতার সঙ্গে এত বাদ সাধিলে কেন? বাছা, বল দেখি, আর আমাকে মা বলিয়া কে ডাকিবে? আমি আর কাহাকে দেখিয়া শোক নিবারণ করিব? তোর কি শেষে এই মনে ছিল, আমাকে অনাথিনী একাকিনী করিয়া পলায়ন করিবি? তাহা কেন আমায় আগে

বল্লিনে? তাহা হইলে আমি আর এ পাপ দেহ রাখিতাম না, এইরূপে সুনীতি পাগলের মত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বিবিধ বিলাপ ধ্বনিতে রোদন করিতে লাগিলেন তাঁহার ক্রন্দনে যেন চতুর্দ্দিক ক্রন্দন করিয়া উঠিল আকাশ পর্য্যন্ত সে রোদনধ্বনি সমুত্থিত হইল

জননীর অবস্থা কি, ধ্রুবের মন হইতে সে সকল চিন্তা একবারে অন্তর্হিত হইয়াছে ফলতঃ সাধকগণের মনে যখন ঈশ্বরের বিরহ হয়, তখন জগৎ তাঁহাদের নিকট তৃণতুল্য, জীবন নিতান্ত অসার বলিয়া প্রতীত হয়, তাঁহারা আর কোন দিকে চাহেন না, তাঁহাদের দৃষ্টি সেই এক স্থানে নিয়ত স্থির থাকে

ধ্রুব সেই ঘোর রজনীতে নিস্তব্ধ ও গম্ভীর সময়ে একাকী বিবিধ হিংস্র প্রাণিপুঞ্জ পরিপূর্ণ অরণ্যানী মধ্যে চলিতে চলিতে উচ্চৈঃস্বরে সেই অনন্ত অন্তর্য্যামীর নিকট আত্ম-নিবেদন করিতে লাগিলেন কোথায় হে দীনবন্ধো! আমি যে বিমাতার বাক্য বাণ কিছুতেই হৃদয় হইতে অপনোদন করিতে পারিতেছি না, আমার দুঃখানলে প্রাণ দহিতেছে, একবার এসে এ দুঃখ নিবারণ কর ওহে কাতরশরণ দীননাথ আমি জননীর মুখে শুনিয়াছি, তুমি ডাকিলে দেখা দেও, তাই এখন তোমার নিকট ভিক্ষা করিতেছি দয়া করিয়া অজ্ঞান শিশুকে একবার দেখা দেও ফলতঃ তিনি, হরি কি, তাঁহার স্বরূপ কি প্রকার, এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন বায়ুভরে বৃক্ষসকল সঞ্চালিত হইতে লাগিল, তিনি অমনি মনে করিলেন বুঝি তাঁহার হরি আসিয়াছেন, অমনি তাঁহার হৃদয় বেগে পদ্মপলাশলোচন হরি বলিয়া ডাকিয়া উঠিল বায়ুর স্বনস্বনশব্দ শ্রবণে অমনি স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হওত

ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে করযোড়ে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন কোথায় করুণাময় শিশুর প্রতি কি সদয় হইলে? প্রভো, দুঃখীকে কি তোমার মনে পড়িল? আমাদের দুঃখ হরণ করিবার যে আর কেহ নাই, এস আমার দুঃখ দূর কর। এইরূপে সরল শিশু ব্যাকুল অন্তরে অবিচ্ছেদে হরিকে ডাকিতে লাগিলেন কিন্তু দয়াময়ের কৃপা না হইলে কে তাঁহার দর্শন পাইতে পারে? সাধকের উপযুক্ত সময় না হইলে দয়াময় তাঁহার নিকট প্রকাশিত হন না। ধ্রুবও নিরস্ত হইবার সন্তান নন যে, দুই একবার ডাকিয়া দেখা না পাইলে নিরাশ হইয়া গৃহে ফিরিয়া যাইবেন। এক মনে ঐকান্তিক কাতর হৃদয়ে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, কোথা হে দীনহীনের গতি পতিতপাবন, আমি দুঃখী বলিয়া কি তোমার দয়া হইল না! প্রভো, আমি ত আর গৃহে গমন করিব না, আমি ত এই অরণ্য ছাড়িয়া যাইব না, তুমি দেখা না দিলে আমি প্রাণত্যাগ করিব। ফলতঃ প্রাণান্ত স্বীকার করিয়া তাঁহার আশা দৃঢ় করিয়া না ধরিলে সাধকের কোন মনোরথ সিদ্ধ হইবার নহে। ধ্রুবের চীৎকারধ্বনিতে সমস্ত বন নিনাদিত হইয়া গেল, পশু পক্ষিগণ সচকিত হইল, হিংস্র জন্তুরাও মধুর কাতর স্বর শুনিয়া তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া দণ্ডায়মান হইল। ধ্রুব অবোধ শিশু, জগতের কোন বিষয় জানেন না, সুতরাং যাহাদিগকে দেখেন, তাহাদের সম্বোধন করেন, তুমিই কি আমার হরি? প্রভো, দয়া করিয়া দুঃখীর মনকে সান্ত্বন কর। এই বলিয়া তিনি দ্রুতবেগে রক্ত মাংস লোলুপ হিংস্র জন্তুসকলকে আলিঙ্গন করিতে যাইতে লাগিলেন। এই স্থলে চরিত্রমধ্যে এইরূপ লিখিত হইয়াছে, পশুগণ তাঁহাকে মারিবে কি, তাঁহার ঐরূপ অবস্থা ও

দুঃখার্ত্ত ভাব দেখিয়া তাহারা বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহার পানে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল তাঁহার ক্রন্দন দেখিয়া বস্তুতঃ যেন তাহাদেরও চক্ষু দিয়া বারিধারা বিনিঃসৃত হইতে লাগিল ব্রাহ্মেরাও দয়াময় নামে এইরূপে সংকীর্ত্তন করিয়া থাকেন, "শুষ্ক তরু মুঞ্জরল কি মধুর নাম, ঐ নামের গুণে বনের পশু তারাও কাঁদে কি মধুর নাম" আধ্যাত্মিক জগতে বাস্তবিকই কত অলৌকিক কার্য্য সম্পাদিত হয়, তাহা সাধারণ বুদ্ধির অগোচর পাপীরা যথার্থই যদি বিশ্বাস করিয়া দয়াময় বলিয়া ডাকে, তবে আর কে এ সংসার পার হইতে না পারে? কবে আমরাও এক এক বার সকলে ধ্রুব হইব এত দুঃখী যাহার কাতরতা দয়াময় অবিলম্বে তাহার কোন বিশেষ উপায় না করিয়া কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন?

অনন্তর নারদ মুনি দীক্ষা ও তত্ত্বজ্ঞাপনার্থ ধ্রুবের নিকট প্রেরিত হইলেন। যখন ভক্ত বালক নিমীলিতনয়নে একভাবে সেই পরমেশচিন্তনে নিমগ্ন ছিলেন, এমন সময় ঋষি তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন ক্ষণকাল পরে ধ্রুব নেত্র উন্মীলন করিয়া দেখেন যে, তাঁহার পশ্চাতে প্রশান্ত, বৃদ্ধ ও মহাতেজস্বী এক পুরুষ দণ্ডায়মান তিনি অতি ব্যস্ততার সহিত ভক্তিপূর্ব্বক চরণে প্রণাম করিয়া ঋষির সমক্ষে উপস্থিত হইবামাত্র নারদ মুনি তাঁহাকে কহিলেন, হে বালক, তুমি যাঁহার অভিলাষী হইয়াছ, আমি তিনি নহি এই বলিয়া তিনি ধ্রুবকে তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করিতে বিশেষরূপে চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার অবলম্বিত পথের অনেক প্রলোভন, যন্ত্রণা ও কঠোরতার বিষয় তাঁহার হৃদ্গত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন

"মুনয়ঃ পদবীং যস্য নিঃসঙ্গেনে ৽জন্মভিঃ
ন বিদুর্মৃগয়ান্তোঽপি তীব্রযোগসমাধিনা "

দেখ ঋষিগণ অনাসক্ত চিত্তে একাকী কঠোর যোগ সাধন দ্বারা অন্বেষণ করিয়া বহু জন্মে যাঁহার তত্ত্ব কিছুই অবগত হইতে পারেন নাই তুমি বালক হইয়া তাঁহাকে কেমন করিয়া লাভ করিবে

"যসা যদ্দৈববিহিতং স তেন সুখদুঃখয়োঃ
আত্মানং তোষয়ন্ দেহী তমসঃ পারমৃচ্ছতি "

বিশেষতঃ আরও বিবেচনা কর ঈশ্বর যাঁহাকে যাহা বিধান করিয়াছেন, সে যদি তাহার দ্বারাই সুখ দুঃখে, সম্পদ বিপদে আপনাকে সন্তুষ্ট রাখে তবেই তাহার মোক্ষপাপ্তি হয়

"গুণাধিকান্মুদং লিপ্সেদনুক্রোশং গুণাধমাৎ
মৈত্রীং সমানাদন্বিচ্ছেন্ন তাপৈরভিভূয়তে "

আরও দেখ গুণাধিক্যস্থলে আনন্দ লাভ করিবে কোন গুণ না থাকিলে তাহার প্রতি কৃপা করিবে, আর সমান অবস্থার লোক হইলে মিত্রতার অভিলাষী হইবে ; কিন্তু পরিতাপে অভিভূত হইবেক না, ক্ষোভ করা বিধেয় নহে

"অতো নিবর্ত্ততামেষ নির্ব্বন্ধস্তব নিষ্ফলঃ
যতিষ্যতি ভবান্ কালে শ্রেয়সাং সমুপস্থিতে "

অতএব ঈদৃশ কঠোর কর্ম্ম হইতে বিরত হও, তোমার এ প্রকার আগ্রহ নিষ্ফল, বৃদ্ধ বয়সে ইহার জন্য যত্নবান্ হইও

দেবর্ষি নারদের কথাতে ধ্রুব এক বিন্দুও বিচলিত হইলেন না, তাঁহার মনের উৎসাহ ও দৃঢ়তার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিল না, বরং আরও সে বিষয়ে তিনি দৃঢ়তর হইলেন ফলতঃ যে বাস্তবিক

ঈশ্বরকে চায়, যে প্রকৃতরূপে তাঁহার দ্বারের ভিখারী, দুঃসাধ্য ও দুর্লভ কঠোর সাধনের কথায় কি তাহার চিত্ত ভীত ও নিরস্ত হইতে পারে? যে হৃদয় দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছে, যে ব্যক্তি আমাকে সেই চরণ পাইতেই হইবে, যে কোন রূপেই হউক তাঁহার অন্বেষণ করিতেই হইবে, ঐ পথে রাশি রাশি বিঘ্ন বিপত্তি দেখিয়াও কেমন করিয়া সে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া আর পলায়ন করিতে পারে। দয়াময়ের ভক্তিরাজ্যের অপূর্ব্ব কৌশল; তিনি সাধকদিগের বিশ্বাস ও ব্যাকুলতা পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাদের সমক্ষে অনেক বিঘ্ন বাধা প্রতিবন্ধকস্বরূপে আনিয়া দেন। ঈদৃশ পরীক্ষাতে যে তাঁহার সহিত চতুরতা করিতে যায়, সে আপনার সঞ্চিত ধনও বিসর্জ্জন দেয়। কিন্তু যিনি তাঁহার যথার্থ প্রার্থী হন, তাঁহার পক্ষে এ সকল আবার বিশ্বাসপথের অনুকূল হইয়া দাঁড়ায়। এ স্থলে মহর্ষি ঈশার একটি গূঢ়তম উপদেশ আমাদের স্মরণ হইল, 'যাহার আছে তাহাকে দেওয়া হইবে, এবং যাহার নাই, তাহার যাহা আছে তাহাও লওয়া হইবে।' ঋষির বাক্যাবসানে ধ্রুব কহিলেন, ভগবন্ আপনি বলিতেছেন বটে, কিন্তু

"তথাপি মেঽবিনীতস্য ক্ষাত্রং ঘোরমুপেয়ুষঃ
সুরুচ্যা দুর্ব্বচো বাণৈর্ন ভিন্নে শ্রয়তে হৃদি।"

একে আমি দুর্ব্বিনীত ও ক্ষত্রিয়ের, ঘোর স্বভাবাপন্ন, তাহাতে আবার সুরুচির দুর্ব্বাক্য বাণে আমার হৃদয় ক্ষত বিক্ষত, সে হৃদয়ে আপনার কথা স্থান পাইতেছে না।

"সোঽয়ং শমো ভগবতা সুখদুঃখহতাত্মনাম্
দর্শিতঃ কৃপয়া পুংসাং; দুর্দ্দর্শোঽস্মদ্বিধৈস্তু যঃ।"

আমাদিগের ন্যায় ব্যক্তিগণের পক্ষে দুর্দ্দর্শ হইলেও ভগবান্

কৃপাপূর্ব্বক সুখদুঃখনিপীড়িত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে সেই শান্তি উপদেশ করিয়াছেন

"পদং ত্রিভুবনোৎকৃষ্টং জিগীষোঃ সাধুবর্ত্ম মে
ব্রহ্মন্মৎপিতৃভিব্রর্হ্মন্নন্যৈরপ্যনধিষ্ঠিতম্ ।"

হে ব্রহ্মন্, যাহা আমার পূর্ব্ব পুরুষেরাও প্রাপ্ত হন নাই, আমি সেই সর্ব্বলোকশ্রেষ্ঠ হরির চরণারবিন্দ লাভ করিতে বাঞ্ছা করি, এক্ষণে আপনি তদ্বিষয়ে ভাল পথ বলুন। তখন নারদ ধ্রুবের দৃঢ়তা দেখিয়া অত্যন্ত চমকিত হইলেন এবং এইরূপ বলিলেন, বৎস, আমি অত্যন্ত প্রীত ও প্রসন্ন হইলাম। যাহার জন্য তুমি এত লালায়িত হইয়াছ তদ্বিষয়ে শ্রবণ কর। এই বলিয়া তিনি কিঞ্চিৎ সদুপদেশ দিলেন। তোমার জননী যে পথের বিষয় বলিয়াছেন তাহাই প্রকৃত পথ জানিবে। এখন বিনীত হৃদয়ে সেই পুরুষের অর্চ্চনা কর।

"এবং কায়েন মনসা বচসা চ মনোগতম্
পরিচর্য্যমাণো ভগবান্ ভক্তিমৎপরিচর্য্যয়া ।"

এইরূপ কায়মনোবাক্যে ও ভক্তিসহকারে প্রভুর পরিচর্য্যা কর।

"পুংসামমায়িনাং সম্যক্ ভজতাং ভাববর্দ্ধনঃ ।"

তিনি মোহপাশ বিমুক্ত সাধকদিগের ভাব উদ্দীপন করেন।

"বিরক্তশ্চেন্দ্রিয়রতৌ ভক্তিযোগেন ভূয়সা।
তং নিরন্তরভাবেন ভজেতাদ্ধা বিমুক্তয়ে ।
স্ময়মানমভিধ্যায়েৎ সানুরাগাবলোকনম্
নিয়তেনৈকভূতেন মনসা বরদর্ষভম্
এবং ভগবতো রূপং সুভদ্রং ধ্যায়তো মনঃ
নিবৃত্ত্যা পরয়া তূর্ণং সম্পন্নং ন নিবর্ত্ততে

অতএব শান্ত সমাহিতচিত্তে ভূমিষ্ঠ ভক্তিযোগে মনন করত মুক্তির জন্য নিরন্তর তাঁহার উপাসনা কর সংযত ও একাগ্র মনে সেই বরদাতা প্রেমদৃষ্টিপূর্ণ পরমেশ্বরকে অবাক্ হইয়া দর্শন করিতে করিতে ধ্যান করিবে এইরূপে ঈশ্বরের মনোহর রূপ ধ্যান করত উৎকৃষ্ট বৈরাগ্য অবলম্বন করিলেই তোমার মনোরথ সফল হইবে তাহা না হইলে নিবৃত্ত হইবে না দেবর্ষি নারদ এই ভাবে সাধন ও উপাসনাবিষয়ে ধ্রুবকে অনেক উপদেশ দিলেন অনন্তর তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলেন, বৎস, তোমাকে দীক্ষিত হইতে হইবে, পরে তপস্যায় নিযুক্ত হইও অতএব অগ্রে স্নাত হও বালক ধ্রুব আচ্ছা বলিয়া অবগাহন করিতে গেলেন, কিন্তু তিনি স্নান করিতে জানেন না, সুতরাং জলে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। নারদ দেখিলেন, কি আশ্চর্য্য, কিছুই জানে না, অথচ তপস্যা করিতে আসিয়াছে তখন তিনি স্নান করাইয়া ও আপনার উত্তরীয় বস্ত্র পরিধান করাইয়া অঙ্গে হরিনামাঙ্কিত করিয়া দিলেন এবং "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়" এই বীজ মন্ত্রে তাঁহাকে দীক্ষিত করিলেন এইরূপে তাঁহার আদেশমতে দীক্ষিত ও উপদিষ্ট হইয়া ধ্রুব তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করত তপস্যার নিমিত্ত যমুনাতটবর্ত্তী মনোহর মধুবনে প্রস্থান করিলেন ঋষিও রাজসকাশে গমনার্থ উদ্যত হইলেন

এ দিকে রাজা উত্তানপাদ ইচ্ছা সত্ত্বেও সেই অঙ্কারোহণোৎসুক পুত্রকে অভিনন্দন না করাতে দুঃখ শোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়া গেলেন "রাজলক্ষ্মীমনাদৃত্য পুত্রমেবাবচিন্তয়ৎ," রাজ কার্য্য সমস্ত পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পুত্রের বিষয়ই কেবল চিন্তাকুল হইলেন তাঁহার ঐ ভাবনাতে শরীর বিবর্ণ, মুখ শুষ্ক হইয়া

গেল ; কখন অবিশ্রান্ত রোদন করেন, কখন বা স্তব্ধ ভাবে উপবিষ্ট থাকেন। এইরূপ অবস্থায় অতি কষ্টে তাঁহার দিন অবসান হইতে লাগিল। দেবর্ষি নারদ ধ্রুবকে পরিত্যাগ করিয়া রাজার এই পীড়িতান্তঃকরণ অবস্থায় তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া স্নেহ ও মঙ্গলসম্বলিত সম্ভাষণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজন্, আপনি এত চিন্তান্বিত কেন? আপনার মুখ কি জন্য শুষ্ক ও মলিন ভাব ধারণ করিয়াছে? রাজ্যের তো কোন অমঙ্গল ঘটে নাই? ধর্ম্মের তো কোন হানি হয় নাই? রাজা কহিলেন—

"সুতো মে বালক ব্রহ্মন্ স্ত্রৈণেনাকরুণাত্মনা।
নির্ব্বাসিতঃ পঞ্চবর্ষঃ সহ মাত্রা মহান্ কবিঃ।"

হে ভগবন্, আমি স্ত্রীর বশীভূত হইয়া পঞ্চমবর্ষীয় শিশু পুত্রকে ও তদীয় জননীকে অরণ্যে বিদায় দিয়া অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছি। তাহার দুঃখিনী মাতাকেও কতই না যাতনা দিলাম। হে ভগবন্ আমি নিশ্চয় স্ত্রীজিত ও মনুষ্যাধম, কারণ স্নেহে সমাগত ও ক্রোড়ে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছুক সেই বালককে আমি সমাদর করি নাই, অতএব দেখুন আমার মত মূর্খ ও দুরাচারী এ সংসারে আর কে আছে? তখন নারদ তাঁহাকে নিতান্ত শোকসন্তপ্ত দেখিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। মহারাজ, আপনি শান্ত হউন, আর খেদ করিবেন না, সেই সর্ব্বলোকপ্রতিপালক হরিই আপনার পুত্রের রক্ষা করিতেছেন। হে নৃপসত্তম, আপনার সে সামান্য পুত্র নহে, কারণ তাহার প্রভাব ও দেবভাব দেখিয়া জগতের সকলে এক বাক্যে তাহার যশ কীর্ত্তন করিতেছে। রাজন্ সম্রাট্দিগের অসাধ্য দুর্ল্লভ কর্ম্ম সাধন করিতে আপনার তনয় কৃতসংকল্প হইয়াছে।

সেই কুলপাবন সৎপুত্র আপনার মুখ উজ্জ্বল করিবে, বংশ পবিত্র করিবে। মহারাজ, আপনার পুত্র সিদ্ধমনোরথ হইয়া অচিরাৎ পুনঃপ্রত্যাবৃত্ত হইবে; চিন্তা করিবেন না এরূপে রাজা ঋষির পমুখাৎ ধ্রুবের তাবৎ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অনেক সুস্থির হইলেন

তদনন্তর মহর্ষি নারদ এক প্রকার রাজাকে প্রশান্ত করিয়া শোকাভিভূতা মুমূর্ষুপ্রায়া ধ্রুবজননী সুনীতির দুঃখ যন্ত্রণা বিদূরিত করিতে তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন মহিষী ঋষিকে আগত দেখিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম ও পূজার্হ ব্যবহার করিলেন, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে আত্মবিবরণ জানাইতে লাগিলেন ভগবন্, একেই আমি অভাগিনী তাহাতে আবার এই ক্লেশ, নারী হইয়া কি আমি সহ্য করিতে পারি? ধ্রুবকে পাইয়া মনে করিয়াছিলাম, যাহা হউক আমার সন্তাপের এক প্রকার অবসান হইল, কিন্তু সেও আমাকে অনাথিনী করিয়া দুঃখের পাথারে ভাসাইয়া চলিয়া গেল, আমার মত দুঃখিনী কি আর ত্রিজগতে আছে? স্বামী পুত্র সকল হইতে বঞ্চিত হইলাম অত্যন্ত কঠিন প্রাণ বলিয়া এখনও আমি জীবিত আছি, নতুবা কবে এযন্ত্রণার হস্ত হইতে মুক্ত হইতাম আর আমার পৃথিবীতে কোন সাধ নাই, কোন প্রত্যাশাও নাই, যাহা ছিল তাহার মূল পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়া গেল. বিধাতার উপরেও দোষ দিতে পারি না, কারণ তিনি আমাকে সকলই দিয়াছিলেন কিন্তু আমি আপনার দোষেই সকল হইতে বঞ্চিত হইলাম এই মাত্র জানিলাম যে পৃথিবীতে দুঃখ কেবল আমারি জন্য সৃষ্ট হইয়াছিল. এইরূপে তিনি মনের দুরপনেয় খেদ প্রকাশ করিতে

লাগিলেন, আর এক হস্তে চক্ষের জল মোচন করিতে লাগিলেন, অবশেষে তিনি যেন শোকে সংজ্ঞাবিহীন হইলেন অবিলম্বে চৈতন্য প্রাপ্ত হইলে দেবর্ষি বলিতে লাগিলেন, মহাশয় আর তুমি এ প্রকার দুর্বিষহ সন্তাপ করিও না, তোমার ধন শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে ধ্রুব এবার সকল দুঃখ ঘুচাইবে, আর কোন ক্লেশ থাকিবে না তুমি ধ্রুবকে পাইয়া স্বর্গীয় রত্ন প্রাপ্ত হইয়াছ অনতি বিলম্বেই দেখিবে যে, তোমার পুত্র কি অদ্ভুত কর্ম সাধন করিয়া তোমার নিকট আসিতেছে এইরূপে তাঁহাকে আশ্বস্ত ও শোকবিমুক্ত করিয়া ঋষি স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন

এ দিকে ধ্রুব অমিয় উৎসাহ ও প্রগাঢ় ব্যাকুলতা সহকারে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন তিনি কখন কপিথ, কখন বা বদরী ভক্ষণ, কখন বৃক্ষের গলিত পত্র আহার, কখন বা অনশন থাকিয়া আরাধনা ও ধ্যান করিতেছিলেন তিনি গুরুর মুখে শুনিয়াছিলেন যে দ্বাদশ বর্ষ কাল তাঁহাকে এই প্রকারে অর্চনা করিতে হইবে; তিনি তাহাতেই প্রস্তুত হইয়া বিষম তীব্র সাধন করিতেছিলেন। মন যখন নিশ্চয় জানে যে, আমাকে ঐ চরণ পাইতেই হইবে, উহা না পাওয়া আর মৃত্যু আমার পক্ষে এ উভয়েই সমান, তখন কষ্ট অথবা অসাধ্য সাধনের চিন্তা সাধকের চিত্তকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। আমরা কেমন অনায়াসে কত সময়ে অম্লানবদনে বলিতেছি, থাক্ আমার ধর্ম, থাকিল আমার ঈশ্বর লাভ, এত কষ্ট কে বহন করিবে? উহা আমার কর্ম নহে। আমরা আপনাদের সহজ ও সুখজনক উপায়ে ঈশ্বরকে পাইতে অভিলাষ করি, তাই এত দুর্দ্দশা ঘটে ঈশ্বরলাভ ও জীবন এক করিয়া ফেলিলে কে নরূপ কাঠিন্য বা বিভীষিকা

দেখিলেও দৃক্‌পাত করিতাম না, বরং, আরও নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে ও অকুতোভয়ে তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতাম যাহা হউক এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, দেবগণ ধ্রুবের অত্যাশ্চর্য্য দৃঢ়তর তপস্যা দেখিয়া অত্যন্ত শশব্যস্ত ও ভীত হইলেন সকলে মনে করিলেন বুঝি এবার আমাদের দেবত্ব ইন্দ্রত্ব বিলুপ্ত হইল তৎকালে পার্থিবসুখসম্ভোগই ধর্ম্মের প্রধান পুরস্কার এই রূপ সংস্কার ছিল, ইহা অদ্যাপি আমাদের হিন্দুসমাজে বিরাজ করিতেছে 'ধনং দেহি যশো দেহি" এইরূপ কামনা অদ্যাপি সাধারণ অর্চ্চনাদিতে প্রার্থনা রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এইরূপ অবস্থায় স্বার্থনাশভয়ে তাঁহারা আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না, তাহার প্রতিবিধানের কোন উপায় দেখিতেই হইল। অনন্তর তাঁহরা আপনাদিগের পরম দেবতার নিকট গমন করিয়া বলিতে লাগিলেন, প্রভো, আর আমাদের এসকলে কাজ নাই, আপনি আমাদিগকে যে সকল অধিকার দিয়াছিলেন, তাহা এই গ্রহণ করুন, শেষে আবার অবমানিত হইব? ইহা পরিত্যাগ করিয়া আমরা অগ্রেই আমাদের মান রক্ষা করি ধ্রুব যেরূপ তপস্যা করিতেছে তাহাতে কি আর আমাদের কিছু থাকিবে? এই রূপে তাঁহার নিকটে নিবেদন করিয়া সকলে একে একে বলিলেন, প্রভো, এই আমার প্রভুত্ব গ্রহণ করুন, কেহ বলিলেন এই আমার দেবত্ব গ্রহণ করুন, ইন্দ্র বলিলেন এই আমার ইন্দ্রত্ব গ্রহণ করুন। ইহা শুনিয়া সেই মহান্ পুরুষ তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোমরা চিন্তিত হইওনা, আমার ধ্রুব কি এ সকল চায়? সে এ সব তুচ্ছ জ্ঞান করে এ সকলের জন্য ব্যাকুল হইলে তাহার কি কিছু অপ্রাপ্য থাকিত? সে যাহা চায়

তাহা জগতের অতীত দেবদুর্লভ রত্ন। তাহার ব্যাকুলতা, ভিক্ষা ও ক্রন্দন দেখে আমিই ব্যতিব্যস্ত হইয়াছি তাহার জন্য আমাকে বিশেষ স্থান নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছে, আমি তাহার জন্য "ধ্রুবলোক" নামে একটি স্বতন্ত্র গৃহ প্রস্তুত করিব। বস্তুতঃ যাহার যত অধিক প্রেম ভক্তি, সাধন, আধ্যাত্মিক জগতে তাহার তত উচ্চ স্থান। ঈশাও বলিয়াছিলেন "আমার পিতার বাটীতে অনেক গৃহ" যথার্থই বটে যাহার যত পরিমাণে ঈশ্বরের সহিত যোগ সংস্থাপিত হয়, তাহার সেই পরিমাণে উচ্চ স্থান লাভ হয়। এই ধ্রুবলোক, অমরলোক কোথায়? হৃদয়ের চক্ষু খুলিয়া দেও, দেখিতে পাইবে যে আত্মার মধ্যে ঈশ্বরের চরণতলে ঐ গৃহ অতি সুন্দর ভাবে সুসজ্জিত এ স্থলে একটি রূপক আছে যে, যৎকালে নারায়ণ ধ্রুবলোক নির্ম্মাণ করিতেছিলেন, তখন গৃহ শোভিত করিবার জন্য আদেশ করিতেছিলেন, এই স্থানে সুন্দর পদার্থটী বিন্যস্ত কর, ঐ স্থানে ঐ মনোহর বস্তুটী দেও; কিন্তু বলিলেন, আমার ধ্রুব যে গৃহে বাস করিবে সেই গৃহের আমি অয়স্কান্ত মণি হইয়া থাকিব ইহাই সাধকের শেষ পুরস্কার বটে ভক্তের ভক্তি, প্রেম ও ব্যাকুলতাতে ঈশ্বর তাঁহার নিজস্ব ধন হন, তাঁহার বিশ্বাস সরলতা দেখিয়া তাঁহাকে বলেন, বৎস, আমি তোমারই হইলাম, তোমার ক্রন্দনে আমি সুস্থির থাকিতে পারি না, আমি দেখিলাম যে তুমি আর কিছুই চাহিলে না, ধন প্রাণ সকলই বিশ্বাস করিয়া আমাকে সমর্পণ করিলে। আমি আর তোমাকে দেখা না দিয়া কি প্রকারে থাকিতে পারি? ভক্তও যেমন আমার পিতা, আমার প্রভু বলিয়া প্রেমে ঈশ্বরের চরণ আলিঙ্গন করেন, দয়াময়ও সেইরূপ আমার পুত্র আমার ভক্ত

বলিয়া প্রেমভরে তাঁহাকে স্নেহ ও আদর করেন অনন্তর দেবতারাও সেই ত্রিভুবনপালক বিশ্বপতির নিকট ঐ রূপ উত্তর পাইয়া সুস্থির ভাবে নিরাপদে চলিয়া গেলেন তাঁহাদের যেমন মনের অবস্থা, ধ্রুবকেও সেই রূপ মনে করিয়াছিলেন। বিষয়ীরা মনে করে, সাধুরা পার্থিব সুখ সম্ভোগ করিবার জন্যই এত সাধন ভজন করেন, ইহার নিঃস্বার্থ ভাব তাহরা অল্প বুঝিতে সমর্থ হয়

এদিকে ধ্রুবেরও সাধন শেষ হইয়া আসিল। তিনি বিশ্ব প্রতিপালক হরির চরণ হৃদয়ে পাইবার নিমিত্ত উন্মত্ত হইয়া গিয়াছিলেন তাঁহার ধ্যানভঙ্গহেতু, হৃদয়পরীক্ষার নিমিত্ত কত যে বিভীষিকা প্রদর্শিত হইল, তিনি তৎপ্রতি ফিরেও একবার দৃক্‌পাত করিলেন না; তাঁহার চক্ষু এক দিকে নিবিষ্ট ও স্থির হইয়া রহিল তাঁহার ইচ্ছাও আর কোন দিকে গেল না, কেবল মাত্র ঐ এক বিষয়েই সম্বদ্ধ রহিল। তাঁহার হৃদয় হইতে তখন এই প্রকার প্রার্থনা বহির্গত হইল।

"মামতিবালকং মামিজনং,
দেহি পদাশ্রয়মবিদিতভজনম্।
ন মাতা নহীহ পিতা নবন্ধুর্মে ন চ ভ্রাতা,
ত্বং হি দীনজনত্রাতা ইতি বেদবচনম্"

হে দীনশরণ, এই অরণ্য মাঝে তুমি কোথায় আছ? তুমি এই বালককে একবার দেখা দাও। দয়াময়, এখনও কি তোমার দয়া হইবে না? ক্ষুধায় যে আমার প্রাণ যায় তৃষ্ণায় যে আমার কণ্ঠ শুষ্কপ্রায় হইল, দীনবন্ধো, বল এখনও কেন দর্শন দিতে বিলম্ব করিতেছ? যত বিলম্ব কর না কেন তুমি দেখা না দিলে

আর আমি ফিরিয়া যাইব না, এ প্রাণ আমি তোমার চরণে উৎসর্গ করিয়াছি ? এইরূপে হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশে প্রার্থনা হইতে লাগিল এ স্থলে কবির আর একটি উৎকৃষ্ট রূপক আছে যখন ধ্রুব জীর্ণ শীর্ণ কলেবরে অতি কাতর স্বরে প্রার্থনা ও ধ্যান করিতেছিলেন, তখন বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঠাকুর, লোকে না তোমায় দয়াময় বলে ? তোমার মত নিষ্ঠুর ত আর ত্রিভুবনে দেখি না আহা, একটি বালক অনাহারে শুষ্ক কণ্ঠে ও অজস্রধারে রোদন করিতে করিতে কয়েক বৎসর যাবৎ তোমাকে ডাকিতেছে, তুমি এখনও তাহাকে দেখা দিলে না ? শিশুর এত কষ্ট কি দেখা যায় ? তুমি তাহার নিকট না গিয়া কেমন করিয়া নিশ্চিন্ত আছ ? প্রভো, কে তোমাকে দয়াময় বলে ? বিষ্ণু ঈষৎ হাস্য করিয়া এই মাত্র উত্তর করিলেন যে পরে তুমি ইহা বুঝিতে পারিবে এই কথা বলিতে বলিতে লক্ষ্মীর হৃদয়ে স্নেহ ও বাৎসল্যে বিগলিত হইয়া গেল, এতাদৃশ দুঃখ দর্শনে তাঁহার স্তন ভেদ করিয়া দুগ্ধ প্রবলবেগে অজস্রধারে নিপতিত হইতে লাগিল আহা দয়াময়ের কি ভক্তবৎসলতা ! তাঁহার স্নেহ প্রেম এই প্রকারে বাস্তবিক শরণাগত কাতর ভক্তের হৃদয়ে বর্ষিত হয় কঠোর ভীষণ পাপ দূর করিবার জন্য তাঁহার দয়ার প্রণালী ও কার্য্যের চাতুর্য্য দেখিলে আপাততঃ নিষ্ঠুর বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু যে ব্যক্তি সে অবস্থাতেও বিশ্বাসভরে তাঁহার চরণতলে পড়িয়া থাকে, সে আবার শুভ দিনে পূর্ণিমার চন্দ্রমা অবলোকন করে ধ্রুব কতই ক্লেশ পাইতেছিলেন ; উদরে অন্ন নাই, কণ্ঠ শুষ্কপ্রায়, শরীর মলিন, আবার কত বিভীষিকা প্রলোভন সম্মুখে উপস্থিত হইতে লাগিল , তাঁহার তথাপি

এখনও জীবনের অভিলষিত ফললাভ হইল না, কিন্তু তাঁহার হৃদয় সেইরূপ কাতরতা ও ব্যাকুলতায় পরিপূর্ণ অবশেষে একান্ত মনে তিনি ধ্যান ধারণা ও প্রার্থনা করিতে করিতে একদা সেই ভুবনমোহন রাজরাজেশ্বর বিচিত্র রূপ হৃদয়ে দর্শন করিলেন। দয়াময়ের কৃপা তাঁহার উপর বর্ষিত হইল এত দিনের পর তাঁহার প্রসন্নতা জীবনে উপনীত হইল তিনি তাঁহার ভক্তি-প্রসবিনী জীবনদায়িনী প্রেমবর্দ্ধিনী অদৃশ্য আধ্যাত্মিক মূর্ত্তি সন্দর্শন করিবামাত্র মোহিত হইয়া গেলেন; আনন্দসাগর তাঁহার আত্মায় উথলিয়া উঠিল, তিনি নিমীলিত নয়নে সমাহিত চিত্তে ভক্তি ও বিশ্বাসে ঐ রূপ দেখিতে দেখিতে একেবারে স্তব্ধ ও বিহ্বল হইলেন, আর কোন দিকে ফিরেও চাহেন না, চক্ষুও খুলিতে পারেন না মনে মনে তাঁহার এই ভয় হইতে লাগিল, নেত্র উন্মীলন করিলে পাছে এই রূপ আর দেখিতে না পাই? সেই জন্য একাদিক্রমে স্তিমিতলোচন থাকিলেন পাপ ভাল বাসিলে প্রলোভনে মন যেমন সহজে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হইয়া যায়, ঈশ্বরদর্শনও তদ্রূপ, ইহা একবার দেখিলে হৃদয় আকৃষ্ট ও প্রলুব্ধ হয়; ভক্তের নিকট ইহাই প্রলোভন তিনি একেবারে তাঁহাতে আসক্ত ও বিগলিত হইয়া যান, বাস্তবিক আর কোন দিকে চাহিতে ইচ্ছা হয় না, কেবল ঐ সুধাপানে হৃদয় লালায়িত ও উন্মত্ত হয়।

"স বৈ ধিয়া যোগবিপাকতীব্রয়া
হৃৎপদ্মকোষে স্ফুরিতং তড়িৎপ্রভম্
তিরোহিতং সহসৈবোপলক্ষ্য
বহিঃস্থিতং তদবস্থং দদর্শ"

ধ্রুব দৃঢ়তর কঠোর যোগ সাধন করিয়া হৃৎপদ্ম সনে বিদ্যুতের ন্যায় তাঁহাকে প্রকাশিত দেখিয়া আবার ক্ষণ কাল পরে তাঁহাকে অন্তর্হিত দেখিয়া বাহিরেও সেইরূপ অবস্থা দর্শন করিলেন ক্ষণকাল ঐ অদ্ভুতপূর্ব্ব অবস্থায় সচকিত থাকিয়া অবশেষে স্তব করিতে করিতে এই ভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন

"যো হন্তঃ প্রবিশ্য মম বাচমিমাং প্রসুপ্তাং
সংজীবয়ত্যখিলশক্তিধরঃ স্বধান্না।
অন্যাংশ্চ হস্তচরণশ্রবণত্বগাদীন্
প্রাণান্নমো ভগবতে পুরুষায় তুভ্যম্ "

তুমি সর্ব্বশক্তিমান্ তুমি অন্তরে প্রবেশ করিয়া স্বীয় বলে আমার এই নির্জীব বাক্যকে সজীব করিতেছ এবং হস্ত চরণ শ্রবণ ত্বগাদি ইন্দ্রিয় ও প্রাণকে জীবিত ও রক্ষা করিতেছ, তোমাকে নমস্কার

"একস্ত্বমেব ভগবন্নিদমাত্মশক্ত্যা
মায়াখ্যয়োরুগুণয়া মহদাদ্যশেষম্
সৃষ্ট্বানুবিশ্য পুরুষস্তদসদ্গুণেষু
নানেব দারুষু বিভাবসুবদ্বিভাতি "

হে ভগবন্, তুমি অন্তর্য্যামী, তুমিই একা স্বীয় শক্তিতে এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থ সৃজন করিয়া সূর্য্যের ন্যায় অসৎ লোক-দিগের অন্তরেও প্রকাশিত হও

"ত্বং নিত্যমুক্তপরিশুদ্ধবিশুদ্ধ আত্মা
কূটস্থ আদিপুরুষো ভগবাংস্ত্র্যধীশঃ
যদ্বুদ্ধ্যবস্থিতিমখণ্ডিতয়া স্বদৃষ্ট্যা
দ্রষ্টাস্থিতাবধিমখো ব্যতিরিক্ত আস্সে॥"

তোমার প্রসাদে জীব নিত্যমুক্ত হয় তুমি পরিশুদ্ধ, তুমি সর্ব্বজ্ঞ, তুমি চৈতন্যস্বরূপ ও নির্ব্বিকার, তুমি আদি পুরুষ, ঐশ্বর্য্যের স্বামী ও ত্রিভুবনের অধীশ্বর কিন্তু তুমি পূর্ণ চিচ্ছক্তি দ্বারা আমার মানসিক অবস্থা দেখিতেছ, তোমা ব্যতীত আর এই তপস্যার ফলদাতা কে আছে

"তে ন স্মরন্ত্যতিতরাং প্রিয়মীশ মর্ত্ত্যং
যে চান্বদঃ সুতসুহৃদ্‌গৃহবিত্তদারাঃ
যে ত্বব্জনাভ ভবদীয়পদারবিন্দ-
সৌগন্ধ্যলুব্ধহৃদয়েষু কৃতপ্রসঙ্গাঃ "

হে প্রভো, যাহারা পুত্র বন্ধু বান্ধব গৃহ ধন ও স্ত্রীর প্রতি আসক্ত, তুমি অত্যন্ত প্রিয় হইলেও তোমাকে তাহারা স্মরণ করে না, কিন্তু তোমার প্রতি যাহাদের আসক্তি জন্মিয়াছে তাহারা তোমার পদারবিন্দের সৌরভে লুব্ধ হইয়াছে।

তখন দয়াময় ঈশ্বর তাঁহাকে বলিলেন,

ঔত্তানপাদে ভদ্রং তে তপসা পরিতোষিতঃ,
বরদোঽহমনুপ্রাপ্তো বরং বরয় সুব্রত
বাহ্যার্থনিরপেক্ষস্তে ময়ি চিত্তং যদাহিতং
তুষ্টোঽহং ভবতস্তেন তদ্ বৃণীষ্ব বরং পরম্

বৎস উত্তানপাদতনয়, তোমার মঙ্গল হউক, আমি তোমার তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া বরপ্রদানার্থ আসিয়াছি ভদ্র, বর প্রার্থনা কর বিশেষতঃ তুমি সমুদায় বাহ্য বস্তু হইতে মনকে বিনিবৃত্ত করিয়া আমাতেই কেবল সমাহিত করিয়াছ, এই জন্য আমি তোমার উপর সাতিশয় প্রীত হইয়াছি;—অতএব কোন উৎকৃষ্ট বর প্রার্থনা কর।

"শ্রুত্বা তদ্ গদিতং তস্য দেবদেবস্য বালকঃ।
উন্মীলিতাক্ষো দদৃশে ধ্যানদৃষ্টং হরিং পুর.
ভগবন্! যদি মে তোষং তপস পরমংগতঃ।
স্তোতুং তদহমিচ্ছামি বরমেতৎ প্রযচ্ছ মে।
ব্রহ্মাদ্যৈর্বেদবেদজ্ঞৈ, র্জ্ঞায়তে যস্য নো গতিঃ
তন্ত্বাং কথমহং দেব স্তোতুং শক্যামি বালকঃ
ত্বদ্ভক্তিপ্রবণং হ্যেতৎ পরমেশ্বর মে মনঃ
স্তোতুং প্রবৃত্তং ত্বৎপাদৌ তত্র প্রজ্ঞাং প্রযচ্ছ মে।
ভক্তিং মুহুঃ প্রবহতাং ত্বয়ি মে প্রসঙ্গঃ
ভূয়াদনন্ত মহতামমলাশয়ানাম্
যেনাঞ্জসোল্বণমুরু ব্যসনং ভবাব্ধিং
নেষ্যে ভবদ্গুণ কথামৃতপানমত্তঃ"

বালক ধ্রুব দেবদেবের সেই কথা শ্রবণ করিয়া উন্মীলিত নয়নে ধ্যানযোগে সেই হরিকে সম্মুখে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া বলিলেন, প্রভো আমার তপস্যায় যদি তুমি সম্পূর্ণ প্রীত হইয়া থাক তাহা হইলে যাহাতে আমি ইচ্ছানুরূপ তোমার স্তব করিতে পারি ঈদৃশ বর প্রদান কর। কারণ ব্রহ্মাদি দেবগণও বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরাও যে তোমার তত্ত্ব নিরূপণ করিতে সমর্থ হন নাই, আমি সামান্য বালক হইয়া তোমার স্তব করিতে কিরূপে সমর্থ হইব, অতএব হে পরমেশ্বর, আমার মন যাহাতে তোমার ভক্ত হইতে পারে ও তোমার শ্রীচরণ পূজা করিবার উপযুক্ত হয়, ঈদৃশ জ্ঞান আমাকে বিতরণ কর, তোমার প্রতি আমার ভক্তি উৎপন্ন হউক, এই আমার প্রার্থনা, কারণ যে ভক্তিবলে আমি তোমার গুণকথামৃত পানে প্রমত্ত হইয়া অনায়াসে ভবসাগর পার হইতে পারিব।

তখন দয়াময় ঈশ্বর সদয় হইয়া বলিলেন, বৎস, তুমি চক্ষু খুলিয়া আমাকে বাহিরেও দেখ তিনি বলিলেন, না প্রভো, পাছে আমি তোমাকে আর না দেখি, পাছে আমি তোমাকে এবার হারাই, যদি তুমি পলায়ন কর আমি অনেক দুঃখে তোমাকে পাইয়াছি, আর ছাড়িতে পারি না ধ্রুব নাকি অনেক দুঃখ যন্ত্রণার পর তাঁহাকে পাইয়াছেন, সুতরাং কিছুতেই আর ঐ কথায় ভুলিতে ও সম্মত হইতে চাহিলেন না নারদ দেখিলেন যে, ধ্রুবের দর্শন এখনও পূর্ণ ভাবে চরিতার্থ হইল না, হরিকে অন্তরে বাহিরে সমভাবে বিদ্যমান না দেখিলে প্রকৃত ধর্ম্ম ও যথার্থ ভক্তি লাভ করা যায় না এই জন্যই জীবন সহায় ঈশ্বরও ধ্রুবকে বাহির আপনার স্বরূপ দেখাইতে চাহিলেন। এ স্থলে একটী আখ্যায়িকা বিবৃত হইতেছে যখন ধ্রুব উন্মীলিত নেত্রে বাহিরে দর্শন করিতে অস্বীকৃত হইলেন, তখন মহর্ষি নারদ ধ্যানস্থিত হইয়া কহিলেন, প্রভো, আপনি একবার ঐ চরণ প্রত্যাহার করুন। হরি বলিলেন, আমার চরণ যে ভক্তের অধিকার, ইহা যে আমি একেবারে ভক্তকে দিয়া রাখিয়াছি, উহাতে তো আমার কোন অধিকার নাই ? প্রতি পাপীর সম্বন্ধে ঈশ্বরের এই অঙ্গীকার কি সান্ত্বনার কথা নহে ? এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও তবে কেন উপাসনার সময় আমরা বলি, কৈ প্রভো, তুমিত আমাকে শ্রীচরণ দিলে না তিনিত দিলেন, আমরা লইলাম না ইহাই কি সত্য নহে যে, আমরা তাঁহাকে হৃদয় হইতে দূর করিয়া দি ? বস্তুত এই তাঁহার অতুল দয়া যে পুত্রদিগকেই তাঁহার সমস্ত ধনের অধিকারী করিয়াছেন অনন্তর দয়াময় যখন দেখিলেন যে, তাঁহার সেবক ধ্রুব কিছুতেই নয়ন

খুলিল না, তখন তিনি আপনার রূপ লুকায়িত করিলেন। ধ্রুব আর ঐ জ্যোতির্ময় রূপ দেখিতে পাইলেন না, অন্ধকার দেখিয়া বড় কাতর হইলেন প্রভো, কোথায় গেলে এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন ক্ষণকাল পরে নেত্র বিস্ফারিত করিয়া দেখেন যে তিনি বাহিরেও বিরাজমান তখন আবার তাঁহার স্তব স্তুতি করিয়া প্রণাম করিলেন। দয়াময় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, বৎস তুমি কি চাহ? ধ্রুব কহিলেন প্রভো, আমি অন্য কিছুই চাহি না কেবল ডাকিলেই যেন আমি তোমার দর্শন পাই তিনি "তথাস্তু" বলিয়া তাঁহার সেবককে কৃতার্থ করিলেন।

ভক্তবৎসল ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন ধ্রুবের প্রার্থনা পূর্ণ হইল। কেমন তাঁহার আশ্চর্য্য যুক্তির প্রণালী তুমি কেবল সরল ভাবে হৃদয়ের সহিত তাঁহাকে চাও, তোমার আর কোন অভাব থাকিবে না তোমার ধর্ম্মের পথে যাহা কিছু অসুবিধা, অজ্ঞানতা, প্রলোভন আসিবে তিনি নিজেই তাহা স্বহস্তে দূর করিবেন, তাহাতে তোমার কোন চিন্তা করিতে হইবে না "অগ্রে ঈশ্বরের রাজ্য অন্বেষণ কর, পরে সকলই তোমাকে প্রদত্ত হইবে" তিনি পরিত্রাতা, ইহা সম্যক্ ভাবে হৃদয়ে অবগত হইতে পারিলে পুণ্য ও প্রেমে জীবন অভিষিক্ত হয় ধ্রুব সিদ্ধমনোরথ হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল, কি আমি ডাকিলেই তাঁহার দর্শন পাইব; যদি না পাই তবেত আমার সকলই বিফল? ভাল ডাকিয়াই বা কেন একবার দেখা যাউক না? এই বলিয়া তিনি বালস্বভাবসুলভ সরলতার বশবর্ত্তী হইয়া স্বীয় ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করিলেন. তাঁহার

জীবনের পতি তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া, বলিলেন, বৎস, কেন আমায় আবার ডাকিলে? বালক ধ্রুব বলিলেন প্রভো, আমার মনে সংশয় জন্মিল যে, পাছে আমি তোমার দেখা না পাই, তাই ডেকে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যদিও ঈশ্বরের আদেশে এরূপ সন্দেহ প্রার্থনীয় নয় অথাপি সাধকের সরল অবিশ্বাস ঈশ্বর স্বয়ং দূর করেন, ইহাও নিশ্চয় সত্য ধ্রুব আপনাকে সিদ্ধমনোরথ দেখিয়া তখন অটল বিশ্বাস ও ভক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া উজ্জ্বল মুখশ্রী পরিশোভিত দেহে গৃহাভিমুখে পদ সঞ্চালন করিলেন পথে যাইতে যাইতে আবার তাঁহার মনে হইল, আমার শোকাকুলা জননীকে আমি কি দিয়া সান্ত্বনা করি, আমি যাহা পাইয়াছি তাহা তো দেখাইবার নহে যে তাঁহাকে দেখাইব? তবে আমি কেমন করিয়া এখন ঘরে ফিরিয়া যাই? মাতা যখন জিজ্ঞাসা করিবেন, বৎস, কৈ কি পাইয়াছ, দেখি, তখন আমি কি বলিব এইরূপে চিন্তা করিয়া তিনি পুনরায় ঈশ্বরকে স্মরণ করিলেন সেই অখিলপতি তাঁহার হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস, আবার কেন আমায় ডাকিলে? ধ্রুব বলিলেন, দয়াময় আমার আর একটী ভিক্ষা আছে তাহা না পাইলে তো আমি জননীর নিকট যাইতে পারি না? আমায় তুমি দেখা দিলে বটে, কিন্তু আমার দুঃখিনী মাতা যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, কৈ বাছা কি পাইয়াছ, আমায় দেখাও দেখি, তখন তো আমি তাঁহাকে দেখাইতে পারিব না তাই দয়া করিয়া আমার জননীকে তোমার দেখা দিতে হইবে। এ কথা শুনিয়া তাঁহার জীবনের দেবতা বলিলেন, বৎস, দেখ, তাহা কেমন করিয়া

হইতে পারে, যে আমায় ডাকে, যে আমাকে ভক্তি করে, যে আমার জন্য কাতর হয়, সেই আমাকে দেখিতে পায়, অন্যে কেমন করিয়া দেখিবে বল দেখি? ধ্রুব বলিলেন, প্রভো, আমি তাহা জানি না, কিন্তু এইটি তোমাকে করিয়া দিতে হইবে নতুবা আমি গৃহে আর ফিরিয়া যাইব না। তখন দয়াময়, "তোমার ভিক্ষা সফল হইবে" এই বলিয়া তাঁহাকে শান্ত ও পরিতৃপ্ত করিলেন দয়াময় ঈশ্বর সুনীতিকে তাঁহার সাধারণ উপায়ের মধ্য দিয়া দর্শন দিবেন তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই যে চায় না তিনি তাহাকে চাওয়ান, যে কাঁদে না তিনি তাহাকে কাঁদান, যে ডাকে না তিনি তাহাকে ডাকান। এই বিষয়ে তিনি প্রত্যেকের সহায় হন। ধ্রুবের এই শেষ প্রার্থনা পূর্ণ হওয়া বিষয়ে আপাততঃ বাহিরের জ্ঞানে কুসংস্কার ও ঈশ্বর-বিরুদ্ধ ভাব বলিয়া প্রতীত হয় বটে; কিন্তু গূঢ়রূপে দেখিলে ইহার গূঢ়ভাব সুগম ও সুবোধ্য বলিয়া প্রতীত হইবে সুনীতি ডাকিবেন না, চাহিবেন না, পাপে নিমগ্ন থাকিবেন, তথাপি যে সেই অবস্থা সত্ত্বেও ঈশ্বর তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইবেন তাহা নহে অথচ তাঁহার ধর্ম্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠিত প্রণালীর মধ্য দিয়া তাঁহাকে দেখা দিবেন, এই ইহার সৌন্দর্য্য ও মধুরতা। সাধুর প্রার্থনায় অপরের যে মঙ্গল হয়, এক ভ্রাতার প্রার্থনায় যে অন্য ভ্রাতার উপকার হয়, তাহার কারণ তাঁহারা নহেন, কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বর

এক্ষণে ধ্রুবের সকল কামনা সিদ্ধ হওয়াতে তিনি আনন্দ-সাগরে ভাসিতে লাগিলেন, তিনি যেমন শোকার্ত্ত হইয়াছিলেন তেমনি সান্ত্বনা পাইলেন, যেমন ব্যাকুল হইয়াছিলেন তেমনি

পূর্ণ হইলেন। "শোকার্ত্তরা ধন্য, কারণ তাহারা সান্ত্বনা প্রাপ্ত হবে," 'ধর্ম্মের জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত আত্মারা ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই" ধ্রুব এতদিন "বালক ধ্রুব" ছিলেন, এখন তিনি "ভক্তধ্রুব' হইলেন এদিকে তাঁহার জনক ও দুই জননী ধ্রুবের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ব্যাকুল চিত্তে তাঁহাকে প্রত্যুদগমন পূর্ব্বক অভিনন্দন করিতে পথে বহির্গত হইলেন অনন্তর তিনি সর্ব্বপ্রথমে পিত্রালয়ে গমনার্থ মানস করিলেন পিতৃ-গৃহে প্রবেশ করিয়া হর্ষোৎফুল্ল লোচনে ও আনন্দাশ্রুতে ভাসমান হইয়া আগে বিমাতার চরণে প্রণাম করিলেন সহসা ধ্রুবের এই স্বর্গীয় নিঃস্বার্থ ও ক্ষমাশীল ব্যবহার দর্শনে নিজ দুষ্কর্ম্মজনিত সুরুচির হৃদয়ে শোকসাগর উথলিত হইয়া উঠিল। তিনি ক্ষণকাল লজ্জিত ও অবনত মস্তকে থাকিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, পরে কাঁদিতে কাঁদিতে ধ্রুবকে ক্রোড়ে করিয়া মুখচুম্বন করিলেন। ধ্রুব বলিলেন, মাতঃ আপনার জন্যই আমি সেই দেবদুর্ল্লভ চিরবাঞ্ছিত হরির চরণ পাইয়াছি, আপনি আমার যথার্থ উপকার করিয়াছেন সপত্নীতনয়ের এমন সুমধুর প্রশান্ত বাক্য শুনিয়া সুরুচি কহিলেন, বৎস, আমি নিতান্ত পাপীয়সী, আমার মত দুরাচারিণী দুর্ব্বৃত্ত আর কে আছে? আমি তোমাকে কত কষ্ট দিয়াছি, তোমাকে কত কটুকাটব্য কহিয়াছি, তোমার স্নীয় জননীকেই বা কত যন্ত্রণা দিলাম, চিরসুখে বঞ্চিত করিলাম মনে করিয়াছিলাম এ কলঙ্কিত মুখ আর কাহাকেও দেখাইব না, বৎস, আমার কি আর উদ্ধারের উপায় আছে? এইরূপ পাপীকে সেই তোমার দয়াময় হরি কি দয়া করিবেন? এই

বলিয়া তিনি নিতান্ত অভিভূতা হইলেন ধ্রুব তাঁহার অশ্রু মোচনপূর্ব্বক অনেক প্রকারে শান্ত করিয়া পরে পিতৃসন্নিধানে গমন করত তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন রাজা ধ্রুবকে একবার চাহিয়া দেখিবামাত্র স্তব্ধ হইলেন পরে আনন্দ ও শোকভরে গদগদ স্বরে বলিলেন, "কে আমার ধ্রুব, যে পাষাণ হৃদয়! জানিলাম যে তোর মায়া দয়া নাই, তুই কোন্ প্রাণে এমন প্রাণধন শিশু সন্তানকে দূর করিয়া দিয়াছিলি হায়, নরাধম পাপাত্মা আমি, তাই এইরূপ কুমতি হইয়াছিল? বৎস, তুমি তো আর আমার সামান্য পুত্র নহ, তোমার দ্বারা যে আমার কুল পবিত্র হইল, আমিও উদ্ধার হইব আমি নিরতিশয় নির্ম্মল স্নেহকে একবারে বিসর্জ্জন দিয়াছি" এইরূপে তিনি অনেক আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এ দিকে রাজা পূর্ব্বেই দেবর্ষি নারদের প্রমুখাৎ ধ্রুবের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দুঃখিনী মহিষী সুনীতিকে তপোবন হইতে আনয়ন করিতে লোক পাঠাইয়াছিলেন; তাহারা রাজমহিষীকে ধ্রুবের সংবাদ দিলে, সুনীতি ধ্রুবের আগমন শুনিয়া শোক, আনন্দ ও বিস্ময়ভাবে পরিপূর্ণ হইলেন; তিনি ঐ সংবাদ শ্রবণমাত্র পাগলিনীর প্রায়, সকল দুঃখ বিস্মৃত, ও ধ্রুবের জন্য ব্যাকুল হইলেন। রাজসদনে পদার্পণ করিয়াই রাজ্ঞী একেবারে উন্মত্তা হইয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন, "কৈ বাছা আমার ধ্রুব কোথায় আমার হারান ধন এসেছিস্! বাছা একবার কোলে আয়, আজ একবার মা বলে ডাক্, কোলে এসে আমার তাপিত হৃদয় শীতল কর" এই বলিয়া দৌড়িয়া তাঁহাকে স্বীয় অঙ্কে লইলেন। চিরকালের শোকাবেগ এবং ধ্রুবের দর্শনজনিত আনন্দ তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রে যুগপৎ

সমুত্থিত হইল তাঁহার নেত্র হইতে বাষ্পবারি দরদরিত ধারে বিগলিত হইতে লাগিল, এবং তনয়ের বারংবার মুখচুম্বনে তিনি অঙ্গ ও হৃদয় শীতল করিতে লাগিলেন কিছুতেই আর তাঁহার হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না অনন্তর অনেকক্ষণ পরে পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কৈ বাছা। আমার জন্য কি লইয়া আসিয়াছ? কৈ কি পাইয়াছ, আমাকে দেখাও দেখি?" তখন ধ্রুব জীবনের কথা জননীকে বলিলেন। সুনীতি চিরজীবনের জন্য কৃতার্থ হইলেন সুরুচি আত্মানুশোচনায় ক্লিষ্ট হইয়া, ধ্রুবের দ্বারা সংসারের সার পরমার্থ হরির চরণারবিন্দ লাভ করিয়া তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইলেন, এবং পুত্রের জীবনে তাঁহার মহিমা ও কৃপা দর্শন করিয়া নিজে পবিত্র ও কৃতার্থ হইলেন কুলপাবন সৎপুত্র বংশের ভূষণস্বরূপ, যে গৃহে একটি ভক্ত জন্ম গ্রহণ করে সেই গৃহ উজ্জ্বল ও পুণ্যালয় হয় অবশেষে পিতা পুত্রে, জননী সন্তানে, স্বামী ভার্য্যায় একত্রিত হইয়া হরির গুণ শ্রবণ মনন কীর্ত্তনে জীবন সফল করিলেন।

ভ্রাতৃগণ, এইরূপ করিয়া আমরাও কি দয়াময় পিতার জন্য ব্যাকুল হইব না? আমাদিগের প্রাণ কি তাঁহার জন্য কাঁদিয়া উঠিবে না, এস আমরা তাঁহাকে লইয়া গৃহে আসি, এস সকলকে তাহা বিতরণ করিয়া দি, আর পৃথিবীতে সার কোন্ পদার্থ আছে যাহা লইয়া চিরকাল সুখ লাভ করিতে পারি? দেখ সরল ভক্তিই ঈশ্বরলাভের একমাত্র উপায় ভক্তি সকলই আনিয়া দিতে পারে ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য যাহা আবশ্যক ভক্তি তাহা সকলই পূরণ করে। হায়! কবে আমরা এই ভক্তিতে জীবনের চিরবাঞ্ছিত ধন লাভ করিব। প্রকৃত ধর্ম্ম যদি গ্রহণ করিতে চাও

তবে এই সবল ভক্তিকে হৃদয়ে স্থান দেও ভক্তিতেই মুক্তি ভক্তিতেই জীবন, ভক্তিতেই ঈশ্বর দর্শন 'যার আছে ভক্তি সে পাবে মুক্তি, নাহি জাতি বিচার'

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

হরিনামমাত্রং কেবলং
তনুতে কলৌ সকলং ফলং।
দানেন কিং ধ্যানেন কিং
যোগেন কিং তন্নিষ্ফলং
নাস্তি সুখং সম্ভবতি প্রীতিঃ
সঞ্চরতি, অধমজনতারণং
হরের্নামৈব কেবলং॥

প্রহ্লাদ।

'পুরাণ' পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, পুরাকালে দক্ষ প্রজাপতির একাদশ কন্যা ছিল, তন্মধ্যে অদিতি ও দিতিই সুবিখ্যাতা। দিতির গর্ভে দানবদলের জন্ম হয় ও অদিতির গর্ভে দেবগণের উৎপত্তি হয় এই উভয়বিধ সন্তান সন্ততির মধ্যে প্রকৃতি, ভাব, ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার ও রীতি নীতি বিষয়ে এত পার্থক্য হইতে লাগিল যে, অবশেষে পরস্পর "সুরাসুর" এই বিপরীত নামে আখ্যাত হইলেন দেবগণ স্বভাবতঃ ধর্ম্মনিষ্ঠ, মৃদুস্বভাব, বিনয়ী, ক্ষমাশীল, দয়ালু ও পরোপকারী ছিলেন। অসুরেরা স্বভাবতঃ ধর্ম্মবিদ্বেষী উদ্ধতস্বভাব, গর্ব্বিত ক্রোধপরায়ণ, নিষ্ঠুর ও অনিষ্টকারী ছিল এই কারণেই পরস্পরের মধ্যে কখনও সদ্ভাব রক্ষিত হইত না অসুরেরা নিয়তই দেবগণের উপর অত্যাচার করিত তাঁহাদের ধর্ম্ম লোপ করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা পাইত এইরূপে নিজ সৎক্রিয়া অনুসারে দেবতারা দেবভাবসম্পন্ন হইলেন, দৈত্যেরা স্বীয় দুষ্ক্রিয়াবশতঃ আসুরিক ভাব প্রাপ্ত হইল পুরাণানুসারে দেবকুল ও অসুরকুলের জন্ম ও চরিত ঈদৃশ।

উপরি উক্ত দিতি প্রথমতঃ হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু নামে দুই পুত্র প্রসব করেন কাল সহকারে হিরণ্যাক্ষ অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত ও বলশালী হইয়া উঠিল সে নিয়তই দেবতাদিগের

সহিত বিবাদ বিসংবাদে প্রবৃত্ত হইত, কিসে তাঁহাদের মহানিষ্ট হয় নিয়তই এই চেষ্টায় বেড়াইত দেবগণ তাহার দৌরাত্ম্যে নিরতিশয় উৎপীড়িত থাকিতেন কখন বা তীক্ষ্ণতর প্রহার কখন বা ভয়ানক অত্যাচার কখন বা ঘোর বিভীষিকা প্রদর্শন প্রভৃতি আসুরিক ব্যবহার তাহার নিকট হইতে তাঁহারা সতত প্রাপ্ত হইতেন ফলতঃ তাহার অত্যাচারে দেবগণের ওষ্ঠাগত প্রাণ হইল, ক্রমে ইহ বড়ই অসহ্য হইয়া উঠিল কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্যে আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য; দুঃখের পর সুখ, অশান্তির পর শান্তি; কোথাও চিরকাল দুঃখ অশান্তি কিংবা চিরকাল সুখ শান্তি লক্ষিত হয় না আবহমান কাল ইহারা পর্য্যায়ক্রমেই মনুষ্যসমাজে গমনাগমন করিতেছে যাঁহার হস্তে প্রত্যেক জীবের প্রাণ, তাঁহারই হস্তে প্রতি জনের মৃত্যু কাল সহকারে বিধাতার সেই মৃত্যুর নিয়তিচক্রে পড়িয়া হিরণ্যাক্ষকে পৃথিবীর নিকট হইতে বিদায় লইতে হইল অত্যন্ত গ্রীষ্মের পর বৃষ্টি হইলে যেমন সুখানুভব হয়, দানবরাজের মৃত্যুতেও দেবতাদিগের মনে সেইরূপ হর্ষের সঞ্চার হইল, সকলের জয়ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল ব্যাপ্ত হইল তাঁহাদের অতি ম্লান মুখে প্রফুল্লতার উদয় হইল। কিন্তু হিরণ্যকশিপু একে দানবাধিপতি, তাহাতে আবার ভ্রাতার মৃত্যুজনিত উত্ত্যক্তহৃদয় হওয়াতে অতিশয় দেববিদ্বেষী হইয়া উঠিল বিশেষতঃ হিরণ্যাক্ষের মৃত্যুতে বিধাতার প্রতি তাহার কোপ অধিকতর হইল। ক্রমে দেবতাদিগের উপাস্য বিষ্ণুর প্রতি বিদ্বেষ হওয়ায় তাহার এক গুণ রাগ শত গুণ হইয়া দেবগণকে আক্রমণ করিল, অবশেষে বিষ্ণুর প্রতি হিংসা বিদ্বেষ এত বাড়িল যে, তাঁহার নাম শ্রবণ ও যাঁহারা তাঁহাকে পূজা করিতেন

তাঁহাদিগের দর্শন পর্য্যন্ত তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল ঐ দুর্বৃ ও দর্পে স্ফীত হইয়া মনে করিতে লাগিল, আমিই এই পৃথিবীর রাজা, আর কেহ ইহার অধিপতি বা প্রষ্টা নাই। এইরূপে অহঙ্কারের অবতার হইয়া স্বীয় বাহুবলে দেবগণকে অপমান ও নির্যাতন করিতে ত্রুটি করিত না ভ্রাতার পরলোকে রোষরুষ্ট হিরণ্যকশিপু, স্বামি বিয়োগবিধুরা ভ্রাতৃবধূ ও পুত্র শোকার্ত্তা জননীকে সান্ত্বনা করিয়া অক্ষত শরীরে দেবতাদিগের নিপাতের আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইল সে আপনাকে অজেয় অজর অমর এবং প্রতিপক্ষহীন অদ্বিতীয় রাজা করিতে অভিলাষ করিয়া মন্দরপর্ব্বতের কন্দর মধ্যে গিয়া বর্ষশত কাল অতিশয় কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইল কিছু দিন পরে তাহার তপঃ সিদ্ধি হইলে অব্জযোনির সকাশে প্রার্থনা করিল, "ভগবন্, আমি একেবারে অমর হইতে চাই, আমাকে এই বর প্রদান করুন" তিনি বলিলেন, "আমি তোমাকে ওরূপ বর দান করিতে পারি না, অন্য কিছু ভিক্ষা কর" তখন হিরণ্য অনন্যগতি দেখিয়া বলিল, "তবে এই করুন, অস্ত্রে কিংবা অনলে, মৃত্তিকায় কি বায়ুতে, নর কিংবা দেবহস্তে, দিবাস কি রজনীতে, কোন প্রকারেই আমার মৃত্যু না হয় তিনিও "তথাস্তু' বলিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিলেন এই ভয়ঙ্কর বর প্রাপ্ত হইয়া হিরণ্যের তেজ, সাহস, বল, অত্যাচার শত গুণ বাড়িল এদিকে দেবগণ দৈত্যরাজের প্রতাপে সর্ব্বদা সশঙ্কিত, তাঁহাদের বল বীর্য তাহার নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইল হিরণ্য ক্রোধান্ধ হইয়া সুরগণের উপর যৎপরোনাস্তি দুর্ব্যবহার করিতে লাগিল; তাঁহারা বড়ই উৎপীড়িত ও উত্ত্যক্ত হইলেন, এমন কি দানবাধিপতির অত্যা-

চারে একেবারে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু কি করেন কোন উপায়ান্তর না দেখিয়া অতিকষ্টে অগত্যা সব সহ্য করিয়া থাকিতে স্বীকৃত হইলেন। দৈত্যরাজের ইহাতেও মনস্কামনা পূর্ণ হইল না, তখন তাঁহাদের যজ্ঞ বিনষ্ট করিতে লাগিল। এরূপ দুঃসহ উৎপীড়ন কে অধিক দিন সহ্য করিতে পারে? অবশেষে দেবগণ সহ্য করিতে না পারিয়া সকলে পরামর্শ করিয়া জ্যোতির্ময় পুরুষের নিকট জানাইতে মনস্থ করিলেন। তখন সুরবর্গ একত্রিত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিলেন, তথায় সেই ভূমা মহান্ পুরুষ নিয়ত বিরাজমান। সকলে তাঁহার জ্যোতিতে চমকিত হইয়া অতি গম্ভীর ভাবে ভক্তিভরে অবনত মস্তকে করযোড়ে সেই পুরুষের স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই সর্ব্বাধিপ বিধাতা হরি প্রসন্ন হইয়া কৃপা দৃষ্টিতে সকলের প্রতি একবার চাহিয়া দেখিলেন। ক্ষণকাল পরে তাঁহাদের আগমন বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন দেবগণ কম্পিতহৃদয়ে অতি কাতর বচনে বলিতে লাগিলেন, প্রভো, আমরা যৎপরোনাস্তি ক্লেশে ক্লিষ্ট হইয়াছি, দৈত্যরাজ হিরণ্যের অত্যাচারে আমরা গতাসুপ্রায়, আমাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম পূজানুষ্ঠান প্রভৃতি সকলই বিলুপ্ত হইল, আর আমরা এক দণ্ডও তিষ্ঠিতে পারি না। আমাদিগকে রক্ষা করুন। তিনিও তাঁহাদের এইরূপ কাতোরক্তি শ্রবণ করিয়া "তথাস্তু" বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

এই আখ্যায়িকার গূঢ় তাৎপর্য্য অতি চমৎকার। পৃথিবীতে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, যখন অধর্ম্ম ধর্ম্মকে পরাস্ত করিতে উদ্যত হয়, অসত্য সত্যের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে আরম্ভ করে, তখনই ত্রিভুবনপালক অখিলনেতা

বিশেষ কৃপাহস্ত প্রসারিত হয়। তাঁহার ধর্ম্মরাজ্যের তিনি স্বয়ং নিয়ন্তা ও শান্তিসংস্থাপয়িতা, এই নিমিত্ত যখন কোন অশান্তি ও অনিয়ম ঐ রাজ্যে প্রবেশ করিতে থাকে, তখন তিনি তাহার বিশেষ প্রতিবিধান না করিয়া সুস্থির থাকিতে পারেন না। বিশেষতঃ সেই আধ্যাত্মিক রাজ্যে উপায় বিধান করিবার আয়োজনও অতি সুন্দর ও চমৎকার, অগ্রে কেহ আবার তাহা অবগত হইতেও পারে না। বস্তুতঃ দেব ভাবের উপর আসুরিক ভাবের আধিপত্য দেখিয়া দয়াময় ঈশ্বর স্বয়ং তাহা বিনাশ করিতে ও ধর্ম্মের জয় অধর্ম্মের পরাজয় করিতে প্রবৃত্ত হন।

এ দিকে হিরণ্য অনপত্যাবস্থার ক্লেশ বিলক্ষণ অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে মনে পুত্রলাভের স্পৃহা অত্যন্ত বলবতী হইল। এত ঐশ্বর্য্য, মান, সম্ভ্রম, আধিপত্য কে সম্ভোগ করিবে? কাহার মনে না এজন্য সন্তান লাভের অভিলাষ হয়? রাজা দেবপ্রসাদে কিছুদিন পরে হ্লাদ, অনুহ্লাদ, নিহ্লাদ ও প্রহ্লাদ নামে ক্রমে চারি পুত্র লাভ করিলেন। পঞ্জাব প্রদেশে মূলতান নগরীতে ভাগ্যশীলা মহিষী কয়াধুর গর্ভে প্রহ্লাদ জন্ম গ্রহণ করেন। এইরূপ তনয়রত্ন লাভে দৈত্যপুরী উৎসবপুরী হইল, চারিদিক্ আনন্দধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। রাজপ্রাসাদ নৃত্যগীতাদিতে আচ্ছাদিত হইল। একে একে সমস্ত পুত্রেরই পুংসবনাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে লাগিল। পুষ্পোদগমের ন্যায় শিশুগণ দিন দিন বলবীর্য্য ও পুষ্টি লাবণ্যে সুশোভিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে বালকবৃন্দ পঞ্চম বর্ষে উপনীত হইল। এই চারি পুত্রের মধ্যে প্রহ্লাদই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন ছিলেন। তখন রাজা মন্ত্রীকে আহ্বান করত কহিলেন, "দেখ মন্ত্রীবর,

বালকগণের বিদ্যারম্ভের বয়ঃক্রম উপস্থিত, আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে; এক জন সদ্গুরুর হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিতে হইবে। এই বলিয়া হিরণ্য কুলপুরোহিত শুক্রাচার্য্যের দুই পুত্র ষণ্ডামার্ককে আহ্বান করাইয়া পাঠাইলেন রাজা কর্ত্তৃক আহূত হইয়া অসুরগুরু ষণ্ডামার্ক রাজভবনে সমাগত হইলেন রাজার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজন্ কি নিমিত্ত আমাদিগকে ডাকিয়াছেন, আপনার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল ত?" হিরণ্য কহিলেন, "দেখুন, পুত্রদিগের বিদ্যারম্ভের সময় অতীত হইতে চলিল, অতএব আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে হ্লাদ, নিহ্লাদ, অনুহ্লাদ, প্রহ্লাদ, আমার এই পুত্রচতুষ্টয়কে আপনাদিগের হস্তে সমর্পণ করিতেছি, যাহাতে সংশিক্ষা হয় তদ্বিষয়ে মনোযোগী হউন" তাঁহারা "তথাস্তু' বলিয়া বালকদিগকে ডাকিলেন। তাহারা সকলে আহ্লাদ সহকারে ঋষিদিগের সমভিব্যাহারে গমন করিতে উদ্যত হইলেন বিদায় লইবার সময় প্রহ্লাদ জননীকে প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার চরণে অতি ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন মাতা কয়াধু পুত্রের ঈদৃশ ব্যবহারে চমৎকৃত হইয়া গেলেন, তখন তিনি তাহার বিনীত সুন্দর জ্যোতিঃপূর্ণ মুখ দেখিয়া অশ্রু আর সংবরণ করিতে পারিলেন না, মনে মনে কতই আশীর্ব্বাদ করিলেন প্রহ্লাদ তখন সমস্ত অন্তঃপুরবাসিনী রমণীদিগের প্রত্যেককে স্নেহসমন্বিত অমৃতময় বাক্য বলিয়া বিদায় হইতে লাগিলেন; পরে পিতার চরণে গলবস্ত্রে প্রণত হইয়া তাঁহার নিকট অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান রহিলেন। ক্রমে তিনি সকল গুরুজনের প্রতি যথাযোগ্য ব্যবহার করিয়া ঋষির সহিত যাত্রা

করিলেন ছিরণ্য ও আর আর সমস্ত লোকে প্রহ্লাদের এই অলৌকিক ভাব দেখিয়া বড়ই প্রীত ও সন্তুষ্ট হইলেন। বাল্যাবস্থা হইতেই প্রহ্লাদের আদর্শ জীবনের শুভ চিহ্ন সকল লক্ষিত হইতে লাগিল কি আশ্চর্য্য! এক পিতার সন্তান হইয়াও তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতৃগণ তাঁহার মত প্রকৃতি পায় নাই। তাহারা সকলেই নির্ব্বোধ ও সর্ব্বদা ক্রীড়াসক্ত ছিল। কিন্তু তিনি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত; হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন স্বর্গীয় ভাবে চালিত হইয়া অনেক সময় একা নির্জ্জনে বসিয়া থাকিতেন; কেহ বড় তখন বুঝিতে পারিত না।

প্রহ্লাদ ব্রহ্মজ্ঞ সুশীল সত্যপ্রতিজ্ঞ ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। তিনি আপনার ন্যায় সমুদায় প্রাণীর এক মাত্র প্রিয়সুহৃদ ছিলেন তিনি দাসের ন্যায় আর্য্যজনের চরণ সেবা করিতেন, পিতার সদৃশ দীন দুঃখীর প্রতি বাৎসল্য প্রকাশ করিতেন, সমবয়স্কদিগকে ভ্রাতৃতুল্য স্নেহ করিতেন ও গুরুজনদিগকে দেবতুল্য ভক্তি করিতেন বিপদে পড়িলে তাঁহার চিত্ত কখন বিচলিত হইত না, তিনি দৃষ্ট বা শ্রুত বস্তুতে নিস্পৃহ ছিলেন; কারণ ঐ সকলেতে তাঁহার অবস্তু জ্ঞান ছিল তাঁহার ইন্দ্রিয় প্রাণ শরীর ও বুদ্ধি সর্ব্বদা সংযত থাকিত এবং কাম প্রশান্ত থাকিত দেবগণ বিপক্ষ হইয়াও আপনাদের সভায় সাধুকথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকেই সাধু বলিয়া দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রদর্শন করিতেন ভগবান্ সর্ব্বাধিপতিতে তাঁহার স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল। সেই বালক প্রহ্লাদ বাল্যকালেই বাল্যক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাতে চিত্ত নিবেশ করত সর্ব্বদা বিহ্বল থাকিতেন। কি উপবেশনে কি পর্য্যটনে, কি ভোজনে, কি শয়নে, কি পানে

ও কি কথোপকথনে সকল বিষয়েই তাঁহার চিত্ত নিরন্তর পরমেশ্বরে নিবিষ্ট থাকাতে দৈহিক ভাবের পরতন্ত্র হইয়া তিনি কোন কর্ম্ম করিতেন না।

ঈশ্বরপ্রেমে নিমগ্ন হইয়া কখন তিনি রোদন করিতেন, কখন আহ্লাদে হাস্য করিতেন, কখন বা উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেন, কখন বা ঊর্দ্ধ কণ্ঠে শব্দ করিতেন বা নির্লজ্জ হইয়া নৃত্য করিতেন, কখন বা ভগবানের ভাবনায় নিবিষ্টচিত্ত হইয়া কখন তাঁহার অনুকরণ করিতেন, কখন বা ঈশ্বরলাভে পরমানন্দে রোমাঞ্চ-শরীরে নিস্তব্ধ হইয়া থাকিতেন; কখন বা তাঁহার ঈষন্মীলিত নয়নযুগল হইতে অবিচলিত প্রণয়নিবন্ধন আনন্দবারি নিপতিত হইত। প্রহ্লাদ নিকৃষ্ট সংসর্গে থাকিয়াও ভগবানের পাদপদ্ম সেবা করিয়া সুহৃগৃহে অপনার পরম নিবৃত্তি বিস্তার করিয়াছিলেন; তিনি নিয়ত দুঃখীর ও দীন ব্যক্তিদিগের মনে শান্তি বিধান করিতেন

সকলে পিতার আদেশে আদিষ্ট হইয়া আচার্য্য ষণ্ডামার্ক ঋষিদ্বয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহার আশ্রমে উপনীত হইলেন; অনন্তর এক শুভদিনে তাঁহাদের হাতে খড়ি হইল। তাঁহারা উভয়ে অগ্রে প্রথমবর্ণের ক বর্ণ লিখিয়া দিলেন; হ্লাদ প্রভৃতি সকলে অতি কষ্টে বক্র ভাবে তদুপরি লিখিতে লাগিল ষণ্ডা মার্ক কত বার হাত ধরিয়া দেখাইয়া দেন তবুও তাহারা পারে না। অবশেষে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া, "কুষ্মাণ্ড তোদের কিছু হবে না," এই বলিয়া গণ্ডদেশে দুই চপেটাঘাত দিলেন "প্রহ্লাদ! তুমি এস ত? ক, দেখ" তিনি নিকটে আসিয়া 'ক' দেখিবা-মাত্র তাঁহার হৃদয়স্থ আধ্যাত্মিক দেবতার ভাব জলন্তরূপে নেত্র

সমক্ষে প্রকাশিত হইল ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া অশ্রুপূর্ণ-লোচনে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, 'আজ আমার জীবন সার্থক হইল, হস্ত পবিত্র হইল, চক্ষু কৃতার্থ হইল, সেই পবিত্র নামের আদ্যক্ষর স্বহস্তে আজ লিখিতেছি, স্বচক্ষে দেখিতেছি।' এইরূপে তিনি ক্ষণকাল স্তম্ভিত ভাবে রহিলেন, নয়ন হইতে বিন্দু বিন্দু বারি বিনির্গত হইতে লাগিল ঋষির জিজ্ঞাসা করিলেন "একি কাঁদ কেন? কি জন্য এত ভয়? আমরা ত তোমাকে মারি নাই!" এইরূপ অনেক সান্ত্বনা বাক্য বলিতে লাগিলেন, মনে করিলেন বুঝি অত্যন্ত ভয় পাইয়াছে, ইহার প্রকৃত মর্ম্ম ত কিছুই অবগত নহেন, এ ভিন্ন আর তাঁহারা কি মনে করিতে পারেন? প্রহ্লাদ কিছুই উত্তর করেন না, তাঁহার কপোলযুগলে কেবল দরদরিত ধারা যণ্ডা-মার্ক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "অরে প্রহ্লাদ! তোর কি হইয়াছে বল্ না! এমন ছেলেত দেখি নাই, আদুরে গোপাল" তখন প্রহ্লাদ মৃদু মধুর স্বরে বলিলেন "গুরো গো! আমি সে জন্য কাঁদিতেছি না, আজ আমি আমার প্রভুর নামের আদ্যক্ষর লিখিতেছি, আমি ধন্য ও কৃতার্থ হইলাম, এ মানব, জন্ম সফল হইল" ইহা শুনিয়া ঋষিদেরত চক্ষু স্থির! "ও বাবা এ বলে কি! এই টুকু ছেলের এত জ্ঞান আমাদেরই সর্ব্বনাশ হইল রাজা একে দেবদ্বেষী হরিবিদ্বেষী তাহাতে আবার এরূপ কথা শুনিলে আমাদেরই অন্ন মারা যাইবে। ভাল! এখন লেখ দেখি" প্রহ্লাদ স্বীয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে বিনা সাহায্যে অল্প-ক্ষণের মধ্যে চতুস্ত্রিংশদ্ বর্ণের সমস্তই লিখিতে ও পড়িতে শিখিলেন এইরূপে তিনি বর্ণমালা প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে পরি-

সমাপ্ত করিলেন তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতারা সহাধ্যায়ী হইতে পারিল না মেধাশক্তির স্বল্পতা বশতঃ তাঁহার সঙ্গে পড়িতে পারিল না তাহাদিগের বুদ্ধিও প্রখর ছিল না, স্মরণশক্তিও উজ্জ্বল ছিল না; শিক্ষকেরা প্রতিনিয়ত তাহাদের উপর দৃষ্টি রাখিলেন এবং তাহাদিগকে সর্ব্বদা সঙ্গে রাখিতে লাগিলেন প্রহ্লাদ এদিকে বড় পড়িতেন না, অত্যন্ত মেধাবী ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া একবার দেখিলেই সকল বুঝিতে ও মুখস্থ করিতে সক্ষম হইতে লাগিলেন যখন ক্রীড়া করিতেন, তখনও তাঁহার ভক্তি ও উপাসনার ভাব প্রকাশ পাইত ধূলিখেলাতেও তিনি ধূলির নৈবেদ্য ও ধূলির পূজোপকরণ করিয়া মনে মনে অর্চ্চনা করিতেন কি আশ্চর্য্য ধর্ম্মভাবের প্রবলতা। ঐটি যে তাঁহার সমস্ত জীবনের নেতা, বাল্যাবস্থা হইতেই তাহার উদ্গম হইতেছে উহাই তাঁহার সকল প্রকৃতিকে আহ্লাদিত ও সতেজ করিয়াছিল

প্রহ্লাদ এমনি শান্ত ভাবে সহাধ্যায়ী বালকগণের সহিত ব্যবহার করিতেন যে, কেহ তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিত না এত তাঁহার স্বাভাবিক ভাব ও হৃদয়াকর্ষণী শক্তি ছিল যে, সকলেরই তাঁহার সহবাস ভাল লাগিত তিনিই তাঁহাদের সকল বিষয়ে প্রধান অগ্রণী ছিলেন প্রহ্লাদ অল্পে অল্পে ব্যাকরণাদিরও পাঠ সমাপন করিলেন।

এদিকে রাজা বৎসরান্ত হইল দেখিয়া মন্ত্রীকে বলিলেন, দেখ বালকদিগের কেমন পাঠাভ্যাস হইতেছে একবার পরীক্ষা করা বিধেয়, অতএব পুত্রদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া আসিতে কুলপুরোহিতের পুত্র মহাশয়দিগকে বলিয়া পাঠ ও মন্ত্রী "যে

আজ্ঞা' বলিয়া তথায় লোক প্রেরণ করিলেন। ষণ্ডা মার্ক পর দিবস রাজতনয়দিগকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার সমীপে সমাগত হইলেন রাজা তাঁহাদিগকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ছাত্রগণের অধ্যয়ন ভাল হইতেছে ত? ঋষির একে অধ্যাপক যাজনিক ব্রাহ্মণ, তাহাতে চিত্তমধ্যে রাজভয় প্রবল মনে মনে কহিতে লাগিলেন, (যে তোমার বানর ছেলে, নির্ব্বোধের একশেষ, কেবল একটী ছেলে ভাল, তাহাও আবার যে হরিভক্ত। তোমার ত চক্ষুর শূল; আমাদের সর্ব্বনাশ আর কি) অজ্ঞে আপনার পুত্র গুলির বড় সুবুদ্ধি এমন মেধা যেন ক্ষুরের ধার রাজা সকলকে ডাকিয়া একে একে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন প্রশ্ন শুনিয়া হ্লাদ, অনুহ্লাদ ও নিহ্লাদের গভীর চিন্তাপূর্ব্বক মস্তক কণ্ডুয়ন আরম্ভ হইল ও তাহারা পৃষ্ঠ বাক্যের বারংবার উচ্চারণেই প্রবৃত্ত হইল রাজার তদ্দর্শনে অসন্তোষ ও ক্রোধের পরিসীমা রহিল না, ষণ্ডা মার্কও সভামধ্যে অধোবদন হইলেন তখন রাজা ঋষিকে লক্ষ করিয়া 'আপনার এই অধ্যাপনা?' এই বলিয়া প্রহ্লাদের দিকে তাকাইয়া তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিয়া বসাইলেন প্রহ্লাদ নাকি তাঁহার অতি শিষ্ট বুদ্ধিমান্ পুত্র, রাজা যাহা জিজ্ঞাসা করেন, প্রহ্লাদ তাহাই উত্তর করেন। ইহা দেখিয়া রাজার মনে আর সন্তোষ ধরিল না প্রহ্লাদকে অত্যন্ত আশীর্ব্বাদ করিলেন; "বৎস যথার্থই ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে তুমি ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছ ভাল তত্ত্বশাস্ত্র কিরূপ শিক্ষা করিয়াছ?" বল দেখি, "সাধু কিমস্য মন্যামহে?"

"তৎসাধু মন্যেঽসুরবর্য্য দেহিনাং
সদা সমুদ্বিগ্নধিয়ামসদ্গ্রহাৎ।

হিত্বাত্মপাতং গৃহমন্ধকূপং
বনং গতো যদ্ধরিমাশ্রয়েত

প্রহ্লাদ বলিলেন, হে অসুরশ্রেষ্ঠ রাজন্, পাপপযুক্ত দেহি-গণের মন সর্ব্বদা সশঙ্কিত তাহাদিগের পক্ষে আত্মবিনাশক অন্ধকূপসদৃশ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করত হরির চরণাশ্রয় গ্রহণ করাই ভাল মনে করি ইহা শুনিবামাত্র হিরণ্য অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন "কি, আমি হরিবিদ্বেষী, তুই পুত্র হয়ে আমার সমক্ষে ঐ নাম মুখে উচ্চারণ করিস্ এত বড় স্পর্দ্ধা রে প্রহ্লাদ! আমিই সর্ব্বেশ্বর বল্ আর ভূমণ্ডলে কে প্রভু আছে? রে দুর্ব্বুদ্ধে! আমি দেখিতেছি শত্রুপক্ষেই তের সমধিক পক্ষপাত ও সমাদর, পরন্তু আমি এখনও তোকে অভয়দান করিতেছি ক্ষান্ত হ, সাতিশয় মূঢ়মতি হইয়া কি জন্য নষ্ট হইতেছিস?" প্রহ্লাদ বলিলেন

"ভয়ং ভয়ানামপহারিণি স্থিতে
মনস্যনন্তে মম কুত্র তিষ্ঠতি
যস্মিন্ স্মৃতে জন্মজরান্তকাদি-
ভয়ানি সর্ব্বাণ্যপযান্তি তাত

"পিতঃ, যাঁহাকে স্মরণ করিলে জন্ম জরা ও মৃত্যু প্রভৃতি সমু দায় ভয় নিরাকৃত হয়, সেই ভয়াপহারী অনন্ত ঈশ্বর হৃদয়ে অব-স্থিত থাকিতে আর ভয়ের সম্ভাবনা কি?" এ দিকে ষণ্ড মর্ক ঋষিরাত আর নাই, অবাক্ চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান, মনে মনে ভাবিতেছেন হতভাগ্য দানবের হস্তে পড়িয়া আমার দের বুঝি এবার প্রাণটা গেল তখন রাজা ঋষির প্রতি চাহিয়া "বিপক্ষোর্দ্দাতে বুদ্ধির্গৃহমাশিত্য শাসাতাং' গৃহে

প্রবেশ পূর্ব্বক বিপক্ষগণ ইহার বুঝি বুদ্ধি বিকৃত করিয়াছে, শাসন করিও যণ্ড রাজার এই কথা শুনিবামাত্র কিছু প্রফুল্ল হইয়া অতি ত্রস্ত ভাবে প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিন্তে বুদ্ধিরসৈরভিদ্যাতে?'' অন্য লোকে কি তোমার একপ কুমতি উৎপাদন করিয়াছে? প্রহ্লাদ বলিলেন, লোকে সংসারে মায়ায় মুগ্ধ হইয়া যে সকল কার্য্য করিয়া থাকে, আমি যে প্রভুর মায়ায় মোহিত হইয়া ঈদৃশী বুদ্ধিশালী হইয়াছি সেই ভগবান্‌কে বার বার নমস্কার করি

যথা ভ্রাম্যত্যয়োব্রহ্মন্ স্বয়মাকর্ষসন্নিধৌ
তথা মে ভিদ্যতে চেতশ্চক্রপাণের্যদৃচ্ছয়া।

হে ব্রহ্মন্, লৌহ যেমন চুম্বকের সন্নিকর্ষমাত্র আকৃষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ সংসারের অধিপতি পরমেশ্বরের ইচ্ছায় আমার চিত্ত ভগবানে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এ কথা শুনিয়া ঋষিরা অন্তরে চমকিত হইয়া গেলেন, কিন্তু বাহিরে রাগে পরিপূর্ণ হইলেন একে অধ্যাপক ব্রাহ্মণ, তাহাতে আবার শিষ্য দ্বারা ঈদৃশ অপমান, সুতরাং হুতাশনের ন্যায় বিশেষরূপ ক্রোধ তাঁহাদের মনকে উদ্দীপ্ত করিল তখন রাজাও অপর বালকদিগকে কহিলেন,

অনীয়তাং ভরে বেত্রমস্মাকময়শস্করঃ।
কুলাঙ্গারস্য দুর্ব্বুদ্ধেশ্চতুর্থোঽস্য দিতো দমঃ ''

"অরে বেত্র আনয়ন কর্‌ত, এ আমাদের যশে বিলোপী এই দুর্ব্বুদ্ধি কুলাঙ্গার প্রহ্লাদের প্রতি দণ্ডই বিধেয়," এই বলিয়া তিনি তাঁহার কোমল অঙ্গে বলপূর্ব্বক বেত্রাঘাত করিলেন আহ! বালস্বভাব, সুকুমারমতি, এ সব কিছুই জানে না, কেবল ঈশ্বর-

চরণ ও ভক্তিই তাঁহার জ্ঞান ধ্যান বল বুদ্ধি হইবে এইরূপ অভ্যাস পাইতেছে মাত্র, এবং সেই ভাব হইতেই তাঁহার কথা সকল আপনাপনি বিনিঃসৃত হইতেছে প্রহ্লাদ পিতাকর্তৃক বিষম কঠোর আঘাত পাইয়া চীৎকার রবে কাঁদিতে লাগিলেন। কি নিষ্ঠুর পিতা, হরিনাম এতই চক্ষুর শূল যে পুত্রকে একটু স্নেহ করিতে দিল না।

রাজা ক্ষণকাল পরে ঋষিকে ডাকিয়া কহিলেন, "দেখ! এবার ভাল করিয়া শিক্ষা দিও, আর যেন ও নাম শুনিতে না পাই; সাবধান, বিশেষ মনোযোগী হইবে" রাজার এই কথা শুনিয়া ঋষিবা সশিষ্য পুনর্ব্বার গৃহে চলিলেন প্রহ্লাদ অশ্রুপূর্ণলোচনে সকলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। সকলে কিছু দূরবর্ত্তী হইলে, তিনি যাঁহার জন্য এই কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করিলেন সেই অন্তর্য্যামী দয়াময়কে ডাকিতে লাগিলেন "প্রভো! তোমার শরণাপন্ন হইয়া আমার এই দুর্দ্দশা, কষ্ট, যন্ত্রণা, আমিত কিছুই করি নাই দীনবন্ধো! তুমি কোথায়, তুমি একবার দাসের দুঃখ দর্শন কর" তখন সেই ভক্তবৎসল দয়াময় তাঁহার ভক্তের এরূপ ক্রন্দন ও প্রার্থনা শুনিয়া অমনি তাঁহার অন্তরে সেই ভুবন-মোহন অপরূপ রূপে দর্শন দিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন "অরে প্রহ্লাদ, রাজাত তোমাকে মারে নাই, এই দেখ আমাকেই মারিয়াছে" এই বলিয়া তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে শীতল ও শান্ত করিলেন

এই আখ্যায়িকার এই স্থলে ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য প্রেম প্রদর্শিত হইয়াছে বাস্তবিক তিনি তাঁহার ভক্তের ক্লেশ দেখিতেও পারেন না, সহ্য করিতেও পারেন না, নিজে তিনি

সেবকের সকল দুঃখ আপনার করিয়া লন। ইহা প্রকৃত সত্যই বটে যে, ভক্তের অবমাননাতে ঈশ্বরের অবমাননা হয়। কিসের জন্য ভক্তের সমাদর? ঈশ্বরের জন্য কি নহে? ঈশ্বর ধর্ম্ম-রাজ্যের অতি সুন্দর নিগূঢ় ভাবকুসুম ভক্তের হৃদয় উদ্যানে প্রস্ফুটিত করেন তজ্জন্যই তাঁহাকে সচরাচর পৃথিবীতে অবমানিত হইতে ও কষ্ট ভোগ করিতে হয় ভক্তকে প্রেম ভক্তি করা আর ঈশ্বরাপরিত ভাব সকলকে হৃদয়ের প্রিয়রূপে জ্ঞান ও সমাদর করা একই তাঁহার চরণে প্রণাম করা আর ঐ স্বর্গীয় ভাবের নিকট অবনতহৃদয় ও কৃতজ্ঞ হওয়া সমান কিন্তু শরীরী ভক্ত গ্রহণ করা পাপ পৌত্তলিকতায় হৃদয় পরিপূর্ণ হইবে। বিশ্বাসরাজ্যের প্রধান কবি মহর্ষি ঈশাও এই ভাব বিশেষ করিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন, "যে আমাকে ঘৃণা করে সে আমার পিতাকে ঘৃণা করে" আহা! ভক্তিরাজ্য কি উদার; ইহা চিরকালই সমান ও চিরদিনই নূতন, এ স্থলে বাইবেল পুরাণ এক ও হিন্দু খ্রীষ্টিয়ান সমান; কিন্তু ঈদৃশ আধ্যাত্মিক জীবনের সুমধুর ভাবনিচয়ও পার্থিব সামান্য জ্ঞানে কুসংস্কারে পরিণত হয়, আবার শুষ্ক কঠোর জ্ঞানের নিকট অহঙ্কার বলিয়া পরিগণিত হয়। ঈশা অত্যুজ্জ্বল ভাবের মধ্যে দণ্ডায়মান হই-য়াই এ কথা বলিয়াছিলেন "যে আমাকে ঘৃণা করে সে আমার পিতাকে ঘৃণা করে" তিনি ইহার অর্থ কি লইতে বলিয়া-ছেন? ঐ স্বর্গীয় ঈশ্বরপ্রদত্ত ভাব, আপনাকে নহে ইহাতে তাঁহার অত্যন্ত বিনয়ই প্রকাশ পাইয়াছে, অহঙ্কারের লেশমাত্র নাই। পাঠকগণ, তোমরা হয় ত সঙ্কুচিত হইতেছ, মনে মনে সায় দিতে পারিতেছ না। যদি সাধারণ মনুষ্যকে সমাদর

ও প্রেম না করিলে ঈশ্বরের নিকট গমন করা না যায়, তবে তাঁহার ভক্তকে ভক্তি না করিলে যে ধর্ম্মের অত্যন্ত হানি হয় মনে করিও না যে, অথবা ভক্তকে অতি উচ্চ পদ দিতেছি এইরূপ ধর্ম্মের স্বাভাবিক পথ। ব্রাহ্মগণ, তোমরাও পৌত্তলিক তার ভয়ে ঐ ভক্তিকে বিসর্জ্জন দিও না সাধুহৃদয়স্থ ঈশ্বরের স্বর্গীয় বস্তুকে প্রেম ভক্তি করিবে, ইহা কি লজ্জার বিষয়, না আরও গৌরবেরই বিষয়?

প্রহ্লাদ এইরূপে হৃদয়ের অধিপতির নিকট আত্মদুঃখ নিবেদন করিয়া সান্ত্বনা পাইলেন যাঁহার নাম দুঃখনিবারণ, তাঁহার চরণ ধরিলে নিশ্চয়ই শান্তি অবশেষে সকলের সহিত তিনি একত্র হইয়া আশ্রমে উপনীত হইলেন দৈত্যরাজ পূর্ব্বেই পুরোহিত পুত্রদিগকে বলিয়া দিয়াছিলেন, "দেখ, কেন বিষ্ণুভক্ত যেন ইহার চিত্ত বক্র না করে" তাঁহারা তদনুসারে প্রহ্লাদকে বহুপ্রকার নানাবিধ তিরস্কার করিতে লাগিলেন "দেখ্ প্রহ্লাদ, তোর পিতা অত্যন্ত হরিনাম বিরোধী অতএব ঐ নাম আর উচ্চারণ করিস্ না, আমরা দরিদ্র ব্রাহ্মণ কিছু প্রত্যাশা করি, কেন আর তাহা হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিস্ বাপু জানি ঐ সত্য পথ, আমরা জয় নং মিথ্যা বলিবে, তাহাতে আর ক্ষতি কি? সাবধান ঐ নাম যেন রাজা আর শুনিতে না পান" প্রহ্লাদ অবনত মস্তকে সকল কথা শুনিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন উত্তর করিলেন না দৈত্যবালকেরা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং বলি-লেন, দেখ এখানে অনেক বালক ত অধ্যয়ন করিতেছে, তোমার এরূপ বুদ্ধিবিপর্য্যয় কিরূপে ঘটিল?

সএষ আত্মপরেত্যবুদ্ধিভি
র্দুরত্যয়ানুক্রমণো নিরূপ্যতে
মুহ্যন্তি যদ্বর্ত্মনি বেদবাদিনো
ব্রহ্মাদয়ো হ্যেষ ভিনত্তি মে মতিম

নির্ব্বোধেরা আপনার আত্মীয়পরবুদ্ধিভেদে তাঁহাকে নিরূপণ করিয়া থাকে এবং বেদবিৎ ব্রহ্মাদি দেবগণও যাঁহাকে জানিতে গিয়া মুগ্ধ হয়েন, তিনিই আমার এই বুদ্ধির বিপর্যায় করিয়াছেন

আচার্য্যপুত্র প্রহ্লাদের এ কথা শুনিয়া অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং নানা প্রকারে ভর্ৎসন ও ভয় প্রদর্শন করিয়া ধর্ম্মার্থকাম ত্রিবর্গোৎপাদক শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইলেন। অনন্তর আচার্য্যগুরু প্রহ্লাদ জ্ঞাতব্য উপায় চতুষ্টয় অবগত হইয়াছে জানিয়া তাঁহাকে রাজসদনে লইয়া যাইতে উদ্যত হইলেন

এ দিকে প্রহ্লাদ থাকেন থাকেন, আর অন্যমনস্ক হন ; অথচ আবার সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছাত্র কি প্রকার শিক্ষ হইতেছে তাহা জানিবার মানসে পুনরায় রাজা পুত্রগণকে পরীক্ষা করিবার জন্য মুনিবর যণ্ডামার্কদিগকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন পর দিবস ঋষিরা বালকবৃন্দ সহ রাজসমীপে যাত্রা করিলেন

প্রহ্লাদ সকলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন, আর অজ্ঞাতসারে অতি আকুল হইয়া এই বলিয়া কাঁদিতেছেন "প্রভো। তুমি ত মিথ্যার ঠাকুর নহ, তুমি যে সত্যের ঈশ্বর, আজ কেমন করিয়া আমি মিথ্যা কহিব, গুরুর অনুরোধে আমি কেমন করিয়া তোমাকে পরিত্যাগ করিব ?" কেমন সুন্দর সরল বিনীত ভাব। প্রহ্লাদ সশঙ্কিতমনে ক্ষুণ্ণ ভাবে বিনম্রহৃদয়ে গুরুর পশ্চাৎ ভাগে এইরূপে চলিতে লাগিলেন অনন্তর রাজসমক্ষে উপনীত হইলে

ঋষি হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন। হিরণ্যও ঋষিকে অভ্যর্থনা করিয়া পরে যথাসময়ে পুত্রদিগের পরীক্ষা লইতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রহ্লাদ ব্যতীত আর সকলের বিদ্যা তথৈবচ রাজা অন্যদিগকে আর বড় জিজ্ঞাসা করিলেন না, কেবল রত্নসদৃশ কনিষ্ঠ পুত্রকেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন তিনি তাঁহার নিকট হইতে সকল বিষয়েরই সদুত্তর পাইয়া যথেষ্ট প্রীতিলাভ করিলেন। অবশেষে প্রহ্লাদকে অতি আদরের সহিত ক্রোড়ে বসাইয়া এই গুরুতর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রহ্লাদ, বল ত, কিং কর্ত্তব্যং জীবানাম্?

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।"

প্রহ্লাদ বলিলেন, প্রভুর অর্চ্চনা, বন্দনা, দাস্য সখ্য ও তাঁহার নিকট প্রার্থনা প্রভৃতি মনুষ্যের এই নব লক্ষণযুক্ত ভক্তিই শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য ইহা শুনিয়া রাজা প্রহ্লাদকে স্বীয় অঙ্ক হইতে তৎক্ষণাৎ বলপূর্ব্বক দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তিনি ক্রোধে অন্ধীভূত, কিছুই দেখিতে পান না, অবশেষে প্রলাপের ন্যায় এইরূপ কটু কাটব্য কহিতে লাগিলেন, "পাপিষ্ঠ, আমি থাকিতে জগতে কি আর কাহারও অর্চ্চনা বন্দনা পাইবার অধিকার আছে? রে কুলাঙ্গার, তুই আজ অবধি আর আমার পুত্র নহিস্" ঋষিও ব্যস্ততা সহকারে আত্মদোষ ক্ষালনার্থ ক্রোধপূর্ণ ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কি জানি রাজা পাছে কি বলেন, এই ভয়ে প্রহ্লাদের বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

দৈত্যেয়চন্দনবনে জাতোঽয়ং কণ্টকদ্রুমঃ।
যস্য মূলোন্মূলপরশোঃ বিষ্ণোর্নালায়িতোঽর্ভকঃ

হে রাজন্, এই বালক দৈত্যবংশরূপ চন্দনবনে কণ্টকবৃক্ষ সঞ্জাত হইয়াছে, এবং চন্দন বৃক্ষের মূল ছেদনের কুঠাররূপ বিষ্ণুর দণ্ডসদৃশ হইয়া প্রকাশ পাইতেছে রাজা ক্রোধভরে বলিলেন, এ হতভাগ্য কোথা হইতে এ সব শিক্ষা করিল? ঋষি বলিলেন, 'ন মৎপ্রণীতং ন পরপ্রণীতং সুতো বদত্যেষ তবেন্দ্রশত্রো!" হে রাজেন্দ্র, এ বালক আমাকর্তৃকও এরূপ শিক্ষিত হয় নাই, অপর কর্তৃকও ঈদৃশ হয় নাই, আপনার পুত্র নিজ হইতেই এ প্রকার কথা বলিতেছে মহারাজ, ইহার নৈসর্গিক মতি ঈদৃশী।

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাং।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং
পুনঃ পুনশ্চর্বিতচর্বণানাম্

প্রহ্লাদ বলিলেন যে সকল ব্যক্তির চিত্ত গৃহে আবদ্ধ হয়, তাহাদিগের বুদ্ধি আপনা হইতেই হউক বা গুরু হইতেই হউক বা পরস্পর হইতেই হউক কোনরূপেই ঈশ্বরে অর্পিত হয় না, তাহাদের ইন্দ্রিয় সকল সর্ব্বদা অদান্ত থাকে এবং তাহারা এই ক্লেশময় সংসারে বার বার কেবল দুঃখই ভোগ করে যদিচ সেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বনিয়ন্তা অদ্বিতীয় পরমেশ্বর সকল প্রাণীতেই গূঢ়রূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তথাচ যত দিন মনুষ্যের শরীর বিষয়বিরাগী উচ্চ সাধুগণের পদধূলিতে অভিষিক্ত না হয়, তত দিন তাহার হৃদয় ঈশ্বরের চরণ স্পর্শ করিতে পারে না। পিতঃ,

ঐ চরণ স্পর্শ করিলেই ক্লেশময় সংসারবাসনা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়।

তখন রাজা এ কথা শুনিয়া আরও ক্লিষ্টমনা হইলেন, এবং কোমলাঙ্গ প্রহ্লাদের বক্ষে পদাঘাত করিয়া ভূমিসাৎ করিলেন

এ দিকে মহিষী কয়াধু অন্তঃপুর হইতে পুত্রকে রোরুদ্যমান ও ধূলিধূসরিত দেখিয়া নিরতিশয় দুঃখভরে আকুলিতচিত্তে প্রহ্লাদকে গৃহমধ্যে লইয়া গেলেন জননী নিজ অঞ্চলে তাঁহার চক্ষুর জল মোচন করিয়া ও গাত্রের ধূলি উন্মুক্ত করত আপনার ক্রোড়ে তাঁহাকে বসাইলেন বস্তুতঃ মাতার হৃদয় অত্যন্ত কোমল, পিতা অপেক্ষা জননী পুত্রের প্রতি অতিশয় স্নেহবতী হন কেন এ প্রকার হইয়া থাকে? এখানে ঈশ্বরের একটী নিগূঢ় প্রত্যক্ষ দয়ার ব্যাপার দৃষ্ট হইয়া থাকে জননীর সহিত সন্তানের যাদৃশ অতি নৈকট্য ও শারীরিক যোগ, পিতার সহিত তাদৃশ নহে। বিশেষতঃ পুত্রের সঙ্গে প্রসূতির রক্তশিরার সম্বন্ধ; মাতার পীড়ায় পুত্রের পীড়া, শিশুর আরোগ্যের জন্য জননীকেই ঔষধ সেবন করিতে হয় পৃথিবীতে এরূপ যোগ আর কোথায়? পুত্রের জন্য মাতার প্রাণ কাঁদিবে না ত আর কাহার প্রাণ কাঁদিবে? রাজা প্রহ্লাদের প্রতি নিষ্ঠুর কঠোর ব্যবহার করিলেন, কিন্তু মহিষী কি তাঁহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিলেন? এই জন্য কথিত হইয়াছে যে "মাতা পরমকো- গুরুঃ" পৃথিবী সম্বন্ধে জননীই সর্ব্বাপেক্ষা গুরু কয়াধু স্বীয় তনয়কে কতরূপে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন ও তাঁহার ক্ষত বিক্ষত অঙ্গে হাত বুলাইতে লাগিলেন। তিনি পুত্রের দুঃখে

সমূহ বিদ্যমানা হইয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে বলিলেন, বাছা, ও নাম শুনিলে রাজা যদি এতই কোপান্বিত হন, তবে না হয় নাই করিলে ? নাম বৈত নয়, রাজার সমক্ষে না ক'রে মনে মনে করিলেই হইতে পারে প্রহ্লাদ বলিলেন, মা, আমি যাহা পাইয়াছি তাহা প্রাণ থাকিতে কি করে ছাড়িতে পারি ? কয়াধু কহিলেন কৈ কি পাইয়াছ ? কোথায় তোমার হরি একবার আমায় দেখাও দেখি ? প্রহ্লাদ কহিলেন কেন মা, সম্মুখে যে আমার হরি কয়াধু কহিলেন কৈ রে বাছা ! আমি ত কিছুই দেখিতে পাই না, কেবল শূন্যই দেখিতেছি, আমার কাছে ত কেহই নাই ? প্রহ্লাদ বলিলেন, ঐ যে মা, আমার সম্মুখে তিনি দাঁড়াইয়া ; কিন্তু তাঁহার নিকট তবুও অন্ধকার। প্রকৃত ভক্তি ও বিশ্বাসের নিকট অন্তর্জগৎ বহির্জগতের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হয় এই নিমিত্ত ভক্ত যেখানে পূর্ণ দেখেন, অপর লোক তথায় কেবল শূন্যই দেখে ; বিশ্বাসী যথায় আলোক ও সুখ সম্ভোগ করেন, অবিশ্বাসী তথায় কেবল অন্ধকার নিরীক্ষণ করে ও দুঃখ পায় ! কয়াধু বাহিরের চক্ষু দিয়া সেই অরূপী অনন্ত হরিকে কি প্রকারে অবলোকন করিতে সমর্থ হইবেন ? যাহা হউক, মহিষী প্রহ্লাদের ভাব ভক্তিতে বিমোহিত হইয়া গেলেন এবং তদবধি তাঁহার মনে হরিভক্তি অঙ্কুরিত হইল।

প্রহ্লাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া হিরণ্যের ক্রোধ ক্ষণে ক্ষণে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং প্রহ্লাদের সুকোমল মুখারবিন্দও তাঁহার অন্তঃকরণকে বিষবৎ দগ্ধ করিতে লাগিল তখন তিনি ঋষিদিগকে পুনরায় ডাকিয়া বলিলেন, দেখ এবার যেন ইহার বুদ্ধির বিপর্য্যয় না ঘটে রাজার এই কথা শুনিয়া সকলে

আশ্রমে উপস্থিত হইলেন সহাধ্যায়ী বালকগণ সর্ব্বদা প্রহ্লাদের সহবাসে থাকিতে ভালবাসিত। পরে তাহারা সকলে জিজ্ঞাসা করিল, কিরূপে সেই তত্ত্ব লাভ করা যায়, তখন প্রহ্লাদ উপদেশ দিতে লাগিলেন

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্

প্রহ্লাদ বলিলেন, বয়স্যগণ, বাল্যকালেই প্রাজ্ঞদিগের সত্য ধর্ম্ম আচরণ করা কর্ত্তব্য কারণ এই মনুষ্য জন্ম দুর্লভ তাহাও আবার চিরদিন থাকে না

যথাহি পুরুষস্যেহ বিষ্ণোঃ পাদোপসর্পণম্
যদেষ সর্ব্বভূতানাং প্রিয় আত্মেশ্বরঃ সুহৃদ্

ইহলোকে সেই সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরের পাদপদ্মে চিত্ত সমর্পণ করাই কর্ত্তব্য, কারণ তিনিই সকলের প্রিয় পরমাত্মা ঈশ্বর ও একমাত্র সুহৃদ্

তৎপ্রয়াসো ন কর্ত্তব্যো যত আয়ুর্ব্যয়ঃ পরম্।
ন তথা বিন্দতে ক্ষেমং মুকুন্দচরণাম্বুজম্
ততো যতেত কুশলঃ ক্ষেমায় ভয়মাশ্রিতঃ
শরীরং পৌরুষং যাবন্নবিপদ্যেত পুষ্কলম্

যে ইন্দ্রিয়সুখে জীবন বিনষ্ট হয় তাহার জন্য প্রয়াস করা অকর্ত্তব্য বিশেষতঃ মুক্তিদাতা পরমেশ্বরের চরণ সেবায় যে সুখ লাভ করা যায় তাহা আর ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে পাওয়া যায় না অতএব এই মানব জন্ম পরিগ্রহ করিয়া যাবৎ এই শরীর সবল থাকে ও যাবৎ কালগ্রাসে পতিত না হয় তাবৎ সেই নিত্য সুখের জন্যই যত্নবান্ থাকা বিধেয়।

পুংসো বর্ষশতং বায়ুস্তদর্দ্ধঞ্চাজিতাত্মনঃ।
নিষ্ফলং যদসৌ রাত্র্যাং শেতেঽন্ধং প্রাপিতস্তমঃ

মনুষ্যের শতবর্ষ আয়ু কিন্তু অজিতাত্মা মনুষ্যের তাহার অর্দ্ধেক, যেহেতু সে ঘোরতর অন্ধকারে আবৃত থাকিয়া নিশা-ভাগে বৃথা শয়ন করিয়া থাকে।

মুগ্ধস্য বাল্যে কৈশোরে ক্রীড়তো যাতি বিংশতিঃ
জরয়া গ্রস্তদেহস্য যাত্যকল্পস্য বিংশতিঃ

সেই অর্দ্ধেক পরমায়ুর মধ্যেও আবার বাল্য ও যৌবন কালে মুগ্ধ হইয়া মনুষ্যের ক্রীড়া করিতে করিতেই বিংশতি বৎসর চলিয়া যায় আর বিংশতি বৎসর কেবল জরাজীর্ণ হইয়া অতিবাহিত হয়

দুরাপূরেণ কামেন মোহেনচ বলীয়সা
শেষং গৃহেষু সক্তস্য প্রমত্তস্যাপযাতি হি

আর যে দশ বৎসর রহিল তাহা লোকে দুরন্ত রিপু ও প্রবল মোহের বশীভূত হইয়া সংসারে মত্ত ও বিষয় বাসনায় ক্ষয় করে

কো গৃহেষু পুমান্ সক্তমাত্মানমজিতেন্দ্রিয়ঃ
স্নেহপাশৈর্দৃঢৈর্বদ্ধমুৎসহেত বিমোচিতুম্

বস্তুতঃ এক বার বিষয়াসক্ত হইলে আর নিস্তার নাই কোন্ অজিতেন্দ্রিয় সংসারাসক্ত ব্যক্তি দৃঢ় স্নেহপাশে বদ্ধ হইয়া আপ-নাকে উন্মোচন করিতে উৎসাহিত হইয়াছে?

কোঽন্বর্থতৃষ্ণাং বিসৃজেত প্রাণেভ্যোঽপি য ঈপ্সিতঃ
যং ক্রীণাত্যসুভিঃ প্রেষ্ঠৈস্তস্করঃ সেবকো বণিক্

বয়স্যগণ, কোন্ ব্যক্তিই বা অর্থ তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিয়াছে?

ইহা দুষ্পরিহার্য্যঃ। বিষয়ীরা স্বীয় প্রাণ অপেক্ষাও এই অর্থকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া আদর করে তস্কর সেবক ও বণিক ইহারা প্রাণ হানি স্বীকার করিয়াও অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে

কথংপ্রিয়ায়া অনুকম্পিতায়াঃ
সঙ্গং রহস্যং রুচিরাংশ্চ মন্ত্রান্
সুহৃৎসু চ স্নেহহসিতং শিশূনাং
কলাক্ষরাণামনুরক্তচিত্তঃ

যে প্রেমাস্পদ ভার্য্যার সহিত আমোদ প্রমোদ ও মধুরালাপে একবার নিমগ্ন হইয়াছে সে কিরূপে তাহা পরিত্যাগ করিবে? যে এক বার বন্ধু বান্ধবদিগের স্নেহপাশে নিবদ্ধ হইয়াছে, সে তাহা কোনরূপে ছেদন করিতে পারে না, এবং বালকগণের মধুরাস্ফুট বাক্যে যাহার চিত্ত একবার অনুরক্ত হইয়াছে সে তাহা কোন ক্রমেই ভুলিতে পারে না।

পুত্রান্ স্মরংস্তাদুহিতৄর্হৃদয্যা
ভ্রাতৄন্ স্বসৃর্বা পিতরৌচ দীনৌ
গৃহান্মনোজ্ঞোরুপরিচ্ছদাংশ্চ
বৃত্তীস্তকুল্যাঃ পশুভৃত্যবর্গান্।

আরও পুত্র, শ্বশুরালয়স্থ রূপবতী কন্যা, ভ্রাতা ভগ্নী ও দীন পিতামাতা সুন্দররূপে সুসজ্জিত গৃহাদি, কুলপরম্পরাগত বৃত্তি পশু ও ভৃত্যবর্গকে স্মরণ করিয়া কে তাহা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়?

কুটুম্বপোষায় বিয়ন্নিজায়ু
র্নবুধ্যতেঽর্থঃ বিহতং প্রমত্তঃ
সর্ব্বত্র তাপত্রয়দুঃখিতাত্মা
নির্বিদ্যতে ন স্বকুটুম্বরামঃ।

বিষয়াসক্ত লোকে এতদূর প্রমত্ত হইয়া উঠে যে, আত্মীয়দিগকে পোষণ করিতে করিতে আপনার পরমায়ু ক্ষয় হইতেছে ও পুরুষার্থ বিনষ্ট হইতেছে তাহাও বুঝিতে পারে না তাহারা তাপত্রয়ে নিতান্ত দুঃখিতান্তঃকরণ হইয়াও তাহাতে দুঃখ বোধ করে না, কেবল কুটুম্বপোষণেই সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকে

বিত্তেষু নিত্যাভিনিবিষ্টচেতা
বিদ্বাংশ্চ দোষং পরবিত্তহর্ত্তুঃ।
প্রেত্যেহ চাথাপ্যজিতেন্দ্রিয়স্ত-
দশান্তকামো হরতে কুটুম্বী।

অজিতেন্দ্রিয় আত্মীয়গণও এতাদৃশ ধনাভিলাষী যে পরস্ব অপহরণে ইহ পরলোকে দণ্ড পাইবে জানিয়াও লোভ সংবরণ করিতে পারে না

বিদ্বানপীত্থং দনুজাঃ কুটুম্বং
পুষ্ণন্ স্বলোকায় ন কল্পতে বৈ
যঃ স্বীয়পারক্যবিভিন্নভাবৈ
স্তমঃ প্রপদ্যেত যথা বিমূঢ়

হে দৈত্যনন্দনগণ, বিদ্বান্ ব্যক্তিও কুটুম্বগণের প্রতি আসক্ত হইলে পরলোকার্থ চিন্তা করিতে সমর্থ হয় না, প্রত্যুত মূঢ়ের ন্যায় অন্ধকারেই প্রবেশ করে, কারণ ইহা আমার ইহা পরের, এইরূপ বিভিন্ন ভাবনায় তাহার হৃদয় আচ্ছন্ন

ততো বিদূরাৎ পরিহৃত্য দৈত্যা
দৈত্যেষু সঙ্গং বিষয়াত্মকেষু
উপেত নারায়ণমাদিদেবং
স মুক্ত সঙ্গৈরিষিতোঽপবর্গঃ।

হে ভ্রাতৃগণ, অতএব তোমরা এক্ষণেই বিষয়াসক্ত অসুরগণের সহবাস পরিত্যাগ করিয়া আদিদেব পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হও, কারণ তিনিই মুক্ত, মুনিগণ আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক একান্ত চিত্তে তাঁহাকেই প্রার্থনা করিয়া থাকেন

নহ্যচ্যুতং প্রীণয়তো বহ্বায়াসোঽসুরাত্মজাঃ
আত্মত্বাৎ সর্ব্বভূতানাং সিদ্ধত্বাদিহ সর্ব্বতঃ

হে অসুরতনয়গণ, সেই অবিনাশী পরমেশ্বরকে প্রীতি করিতে বহু প্রয়াসের প্রয়োজন নাই, কারণ তিনি সর্ব্বভূতের আত্মা এবং সর্ব্বত্র বর্ত্তমান

তস্মাৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু দয়াং কুরুত সৌহৃদম্।
ভাবমাসুরমুন্মুচ্য যয়া তুষ্যত্যধোক্ষজঃ

অতএব তোমরা আসুরিকভাব পরিত্যাগ করিয়া সকল প্রাণীকেই দয়া কর, সকলের প্রতি মিত্র ব্যবহার কর, তাহা হইলেই পরমেশ্বর প্রসন্ন হইবেন।

তুষ্টে তত্র কিমলভ্যমনন্ত আদ্যে
কিং তৈর্গুণব্যতিকরাদিহ যে স্বসিদ্ধাঃ।
ধর্ম্মাদয়ঃ কিমগুণেন চ কাঙ্ক্ষিতেন
সারং জুষাং চরণয়োরুপগায়তাং নঃ

সেই অনন্ত আদিদেব পরমেশ্বর সন্তুষ্ট হইলে কিছুই অলভ্য থাকে না, সকলই করতলন্যস্ত বলিয়া বোধ হয়। বিশেষত, গুণের ব্যতিকর হেতু বিনা যত্নে সিদ্ধ ধর্ম্মাদিরই বা কি প্রয়োজন, আর মোক্ষ কামনাই বা কি জন্য? আমরা নিরন্তর হরিগুণ গান করিতেছি, সতত তাঁহার চরণারবিন্দের সুধা পান করিতেছি।

ধর্ম্মার্থকাম ইতি যোঽভিহিতস্ত্রিবর্গ
ঈক্ষা ত্রয়ীনয়দমৌ বিবিধা চ বার্ত্তা।
মন্যে তদেতদখিলং নিগমস্য সত্যং
স্বাত্মার্পণং স্বসুহৃদঃ পরমস্য পুংসঃ

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গ, আত্মবিদ্যা ও তর্ক শাস্ত্র, নীতি, দণ্ডবিধি এবং বিবিধ বার্ত্তাশাস্ত্র, এ সমুদয়ই নিগমপতিপাদ্য ইহা আমি স্বীকার করি, কিন্তু ঐ সকল ত্রৈগুণ্য বেদে উক্ত হইয়াছে। অতএব অন্তর্য্যামী পরমেশ্বরে যে আত্মসমর্পণ তাহাই সত্য।

জ্ঞানং তদেতদমলং দুরবাপমাহ
নারায়ণো নরসখঃ কিল নারদায়
একান্তিনাং ভগবতস্তদকিঞ্চনানাং
পাদারবিন্দরজসা প্লুতদেহিনাং স্যাৎ

পূর্ব্বে মানবসখা নারায়ণ দেবর্ষি নারদকে এই দুর্লভ বিশুদ্ধ জ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন। তোমরা মনে করিও না যে মাদৃশ অকিঞ্চিৎকর লোক কিরূপে এই দুরবগাহ্য জ্ঞান লাভ করিবে যাঁহারা ভগবানের একান্ত ভক্ত তাঁহাদের চরণধূলিতে যাহাদের দেহ আপ্লুত হইয়াছে, তাহারা অকিঞ্চন হইলেও এই জ্ঞানলাভের অধিকারী হয়।

আমিও পূর্ব্বে সেই দেবদর্শন নারদের প্রমুখাৎ এই নির্ম্মল ভাগবত ধর্ম্ম ও নির্ম্মলতত্ত্ব শ্রবণ করিয়াছিলাম

অনন্তর দৈত্য বালকেরা অশ্রুতপূর্ব্ব উপদেশ পূর্ণ এই সমস্ত বাক্য শুনিয়া বিস্মিত হইয়া কহিতে লাগিল, প্রহ্লাদ, এই দুই গুরু পুত্র ষণ্ডা মার্ক ভিন্ন অন্য কোন গুরু তুমিও জান

না অপরাও জানি না, কারণ আমরা সকলেই শিশু প্রথমাবধি এই দুই গুরুকেই আমাদের নিয়ন্তা দেখিতেছি কিন্তু অন্তঃপুরচর বালকের কিরূপেই বা মহৎ সঙ্গ সম্ভবে অতএব হে সৌম্য, এ বিষয়ে আমাদিগের অতিশয় সংশয় জন্মিয়াছে যদি কোন বিশ্বাসের কারণ থাকে, বল

হে বয়স্যগণ, যদি তোমাদের আমার উপদেশের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিয়া থাকে, তবে আমার ন্যায় তোমাদের ও স্ত্রীগণের ও অপরাপর বালকদিগকে শ্রদ্ধা হইতে অহঙ্কার-বিনাশিনী বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে

তস্মাদ্ভবদ্ভিঃ কর্ত্তব্যং কর্ম্মণাং ত্রিগুণাত্মনাম্
বীজনির্হরণং যোগঃ প্রবাহোপরমো ধিয়ঃ

অতএব তোমরা ত্রিগুণাত্মক কর্ম্মের বীজস্বরূপ ও অজ্ঞানের বিনাশক যোগ অনুষ্ঠান কর

তত্রোপায়সহস্রাণামযং ভগবতোদিতঃ
যদীশ্বরে ভগবতি যথা যৈরঞ্জসা রতিঃ

সহস্র প্রকার উপায় মধ্যে এইটি সাক্ষাৎ ভগবানের আদিষ্ট, যে উপায়ে ভগবান্ ঈশ্বরের প্রতি সরল ভাবে রতি (অনুরাগ) জন্মে

গুরুশুশ্রূষয়া ভক্ত্যা সর্ব্বলাভার্পণেন চ
সঙ্গেন সাধুভক্তানামীশ্বরারাধনেন চ
শ্রদ্ধয়া তৎকথায়াঞ্চ কীর্ত্তনৈ র্গুণকর্ম্মণাম্ ।
তৎপাদাম্বুরুহধ্যানাত্তল্লিঙ্গেক্ষার্হণাদিভিঃ ।
হরিঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু ভগবানাস্ত ঈশ্বরঃ ।
ইতি ভূতানি মনসা কামৈস্তৈঃ সাধুমানয়েৎ

এবং নির্জিতষড়্‌বর্গৈঃ ক্রিয়তে ভক্তিরীশ্বরে
বাসুদেবে ভগবতি যয়া সংলভতে রতিঃ

গুরুসেবা, গুরুভক্তি এবং তাঁহাকে লব্ধ বস্তু দান সাধু সঙ্গ ঈশ্বরের আরাধনা তৎকথায় শ্রদ্ধা, ঈশ্বরের গুণকীর্তন ও তাঁহার মহিমা বর্ণন, তাঁহার পাদারবিন্দ ধ্যান দর্শন ও অর্চনাদি ও সমুদায় প্রাণীর মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার এবং সকল মনুষ্যকেই সাধু বলিয়া জ্ঞান করিবে এই সমস্ত কর্ম দ্বারা ষড়রিপু জয় করিয়া ঈশ্বরকে ভক্তি করিবে, এবং সেই ভক্তি হইতেই ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ জন্মে

তদা পুমান্ মুক্তসমস্তবন্ধনঃ
তদ্ভাবভাবানুকৃতাশয়াকৃতিঃ।
নির্দগ্ধবীজানুশয়ো মহীয়সা
ভক্তিপ্রয়োগেণ সমেত্যধোক্ষজম্

তৎকালে মনুষ্য সমুদায় সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হয় ঈশ্বরের চেষ্টাদি ভাবনা দ্বারা ভক্তের শরীর মন তাঁহারই অনুকারী হইয়া উঠে তখন ভক্তিযোগপ্রভাবে অজ্ঞান ও বাসনা বিনষ্ট হওয়াতে তিনি সেই পরম পুরুষকে লাভ করেন

অধোক্ষজালম্ভমিহাশুভাত্মনঃ
শরীরিণঃ সংসৃতিচক্রশাতনম্
তদ্ব্রহ্মনির্বাণসুখং বিদুর্বুধা
স্ততো ভজধ্বং হৃদয়ে হৃদীশ্বরম্

ভ্রাতৃগণ, ঈশ্বরে আত্মসমর্পণই ব গদ্বেষ দিতে কল্পিত মনুষ্যগণের সংসারচ্ছেদনের একমাত্র উপায় ব্রহ্মজ্ঞেরা উহা-কেই পরমকে নির্বাণ মোক্ষ ও নিত্য সুখ স্বরূপ বলিয়া

বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব তোমরা হৃদয়ে সেই হৃদয়েশ্বরের পূজা কর

কোঽতিপ্রয়াসোঽসুরবালকা হরে-
রুপাসনে স্বে হৃদি ছিদ্রবৎ সতঃ।
স্বস্যাত্মনঃ সখ্যুরশেষদেহিনাং
সামান্যতঃ কিং বিষয়োপপাদনৈঃ

হে অসুরবালকগণ, যিনি হৃদয়ে আকাশের ন্যায় বিরাজমান রহিয়াছেন তাঁহার উপাসনাতে আর অতি প্রয়াস কি প্রয়োজন? তিনি আত্মার সখা, অতএব মানবগণের সামান্য বিষয়োপার্জ্জনের আর প্রয়োজন কি?

রায়ঃ কলত্রং পশবঃ সুতাদয়ো
গৃহামহীকুঞ্জরকোষভূতয়ঃ
সর্ব্বেঽর্থকামাঃ ক্ষণভঙ্গুরায়ুষঃ
কুর্ব্বন্তি মর্ত্ত্যস্য কিয়ৎপ্রিয়ঞ্চলাঃ

দেহ, ধন, কলত্র, পশু, সন্তানাদি, গৃহ, পৃথিবী, হস্তী, ধনাগার, ঐশ্বর্য্য, আর সমুদায় অর্থ ও কামনার বিষয় এ সকলই অতি চঞ্চল, মনুষ্যের জীবনও ক্ষণভঙ্গুর অতএব ইহার দ্বারা মনুষ্যের কি ইষ্টই বা সংসাধিত হইবে?

এবং হি লোকাঃ ক্রতুভিঃ কৃতা অমী
ক্ষয়িষ্ণবঃ সাতিশয়া ন নির্ম্মলাঃ।
তস্মাদদৃষ্টশ্রুতদূষণং পরং
ভক্ত্যোক্তয়েশং ভজতাত্মলব্ধয়ে

স্বর্গাদি লোকও অভিলাষ করা উত্তম নহে, কারণ তাহা পবিত্র নয়। অতএব তোমরা ঈশ্বরলাভার্থ ভক্তিযোগসহকারে

সেই সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বরের উপাসনা কর, তাহাতে কোন প্রকার দোষ দৃষ্ট বা শ্রুত হওয়া যায় নাই।

তস্মাদর্থাশ্চ কামাশ্চ ধর্ম্মাশ্চ যদপাশ্রয়াঃ
ভজতানীহয়াত্মানমনীহং হরিমীশ্বরম্

অতএব ধর্ম্ম, অর্থ, কাম যাঁহার অধীন, সেই মানবীয় চেষ্টা-বিহীন আত্মস্বরূপ পরমেশ্বরের ভজনা কর।

দেবোঽসুরো মনুষ্যো বা যক্ষো গন্ধর্ব্ব এব বা।
ভজন্মুকুন্দচরণং স্বস্তিমান্ স্যা দ্যথা বয়ম্

বন্ধুগণ, দেবতা অসুর মনুষ্য যক্ষ বা গন্ধর্ব্ব সকলেই মুক্তি-দাতা পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়া আমাদিগের ন্যায় কল্যাণ-ভাজন হইতে পারে

নালং দ্বিজত্বং দেবত্বমৃষিত্বং বাসুরাত্মজাঃ।
প্রীণনায় মুকুন্দস্য ন বৃত্তং ন বহুজ্ঞতা
ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ
প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনম্।
ততো হরৌ ভগবতি ভক্তিং কুরুত দানবাঃ।
আত্মোপম্যেন সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতাত্মনীশ্বরে॥

ব্রাহ্মণত্ব, কি দেবত্ব, কি ঋষিত্ব, কি বহুদর্শিত, এ সকল কিছুই ঈশ্বরের প্রীতি জন্মাইতে পারে না, এবং দান, কি তপস্যা, কি যজ্ঞ, কি শুদ্ধাচার, কিম্বা ব্রত, ইহাও তাঁহার প্রীতিকর নহে কেবল নির্ম্মল ভক্তিযোগেই তাঁহাকে প্রীতি করা যায়। ভক্তি বিনা আর তাবতই বিড়ম্বনামাত্র। অতএব ভ্রাতৃগণ সর্ব্বত্র আপনার ন্যায় জ্ঞান করিয়া সর্ব্বভূতের আত্মা পরমেশ্বরে ভক্তি কর।

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসঃ স্বার্থঃ পরঃ স্মৃতঃ।
একান্তভক্তির্গোবিন্দে যৎ সর্বত্র তদীক্ষণম্

ভগবানের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি রাখিয়া সর্বত্র তাঁহার রূপ দর্শন করাই ইহলোকে মনুষ্যের পরম স্বার্থ

এ দিকে দৈত্যপুত্রেরা প্রহ্লাদের নির্মল উপদেশ সমস্ত শ্রবণ করিয়া পূর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞান করত তাহাই গ্রহণ করিল গুরুর নিকট যাহা শিখিয়াছিল তৎসমুদয় বিস্মৃত হইয়া গেল। অনন্তর আচার্য্যপুত্র আসিয়া দেখিলেন যে, সকল বালকেরই বুদ্ধি হরিপদে স্থিরীকৃত হইয়াছে তিনি ইহা দেখিবামাত্র সাতিশয় ভীত হইয়া দ্রুতবেগে প্রহ্লাদসহ রাজসন্নিধানে গিয়া আনুপূর্বিক তাবৎ বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন দৈত্যরাজ শ্রবণমাত্রই ক্রোধ অগ্নীভূত হইয়া উঠিল। অতিশয় রোষপরবশ হইয়া অধরোষ্ঠ ঘন কাঁপিতে লাগিল। পাপাত্মা নিতান্ত কঠোর বাক্যে প্রহ্লাদকে তিরস্কার করিয়া সংহার করিতে উদ্যত হইল তখন কোপের অনর্হ পরম শান্ত প্রহ্লাদ করযোড়ে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন নিষ্ঠুরস্বভাব সেই দানবরাজ পদাহত সর্পের ন্যায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক সরোষ চক্ষুর ভ্রুকুটী বিস্তার করিয়া প্রহ্লাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, অরে দুর্বিনীত, অরে মন্দাত্মন্, তুই দৈত্যকুল বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিস্। তুই নিতান্ত অধম আমার শাসন উল্লঙ্ঘনপূর্বক এখন মৌনাবলম্বন করিয়া রহিয়াছিস্, থাক্ তোকে এখনই যমালয়ে প্রেরণ করি জানিস্ না, আমি ক্রোধ করিলে ত্রিলোক পর্য্যন্ত ভয়ে কম্পিত হয়, তুই আমার আজ্ঞা নির্ভীকের ন্যায় লঙ্ঘন করিয়াছিস্, তোর কি ক্ষমতা।

তিনি মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া এক বারে সিদ্ধান্ত করিলেন যে এরূপ পুত্রের মুখ দর্শন করা কদাপি বিধেয় নহে, ঈদৃশ সন্তান সম্পূর্ণ বধ্য। রাজার প্রতাপে ও অর্থের প্রলোভনে সকলকেই অগত্যা রাজনিয়মে ও রাজার মতে মত দিতে হইল। মনুষ্য যখন অত্যন্ত নীচপ্রকৃতি হয়, তখন অর্থের জন্য তাহার আর কিছুই অসাধ্য থাকে না। তখন রাজা দ্বারবানদিগকে ডাকাইয়া এই আদেশ করিলেন, তোমরা উহার শিরশ্ছেদন করিয়া আমার নিকট আনয়ন কর। সরল নির্দোষ সুকুমারমতি শিশু-সন্তানের বধ হেতু রাজপরিবারস্থ জনগণ ও কর্মচারিসমূহের মনে এক বার শোকাবেগ উথলিয়া উঠিল বটে, কিন্তু রাজভয়ে তাহা বিমর্দিত হইয়া রহিল। দ্বারবানেরা কি করে, ক্রীতদাসের কোন ক্ষমতা নাই, অগত্যা প্রহ্লাদকে হস্তবন্ধন পূর্ব্বক বধ করিতে লইয়া গেল। সকলেই স্তম্ভিত, কেমন করিয়া সজীব মনুষ্যের প্রাণ অনায়াসে বিনাশ করিব এই মনে করিয়া ক্ষণ কাল নিস্তব্ধ ভাবে দণ্ডায়মান রহিল। পরে কেহ বলিল, অরে প্রহ্লাদ ঐ নাম তুই পরিত্যাগ কর। কেহ কহিল আমরা আজ একটা কুকুরের মুণ্ড কাটিয়া রাজাকে রক্ত দেখাই। অপর একজন কহিয়া উঠিল তাহা নহে, উহাকে ছাড়িয়া দিয়া আমরা অন্যদিকে চলিয়া যাই, এরূপ নিষ্ঠুর কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু উহাদের মধ্যে কেহ সুজন কেহ দুর্জন, সকল প্রকারেরই লোক ছিল; সুতরাং সকলে সম্মত হইল না।

অবশেষে তাহাদের মধ্যে এক জন প্রহ্লাদকে ডাকিয়া কহিল, এক্ষণে আমরা তোমার প্রাণ বধ করি। প্রহ্লাদ অতি দীন ভাবে বলিলেন, তবে ক্ষণ কাল অপেক্ষা কর। এই বলিয়া তিনি

তাঁহার আরাধ্য দেবতাকে ডাকিতে লাগিলেন। দরদরিত ধারে নয়নে অশ্রু বহিতেছে, আপনার উপর এক টুকুও বিশ্বাস নাই, মুখ দরিদ্র ও ম্লানভাব। আর কাহাকেও জানেন না কেবল দীনবন্ধু ভরসা। "দয়াময় আমিত এক্ষণে চলিলাম, যেন ঐ চরণ দেখিতে পাই, আমার রক্ষাকর্ত্তা কেবল তুমি, প্রভো, তোমার নামে এত কষ্ট যন্ত্রণা।" এইরূপে তিনি প্রার্থনা করিয়া দ্বারবান্‌কে কহিলেন, "এক্ষণে আমাকে যাহা করিতে হয় কর।" পরে এক জন কর্ত্তৃক তাঁহার গলদেশে অস্ত্র পতিত হইলেও তিনি মৃত হইলেন না। যাহা হউক ইহার বাহিরের ভাব ত্যাগ করিয়া অন্তর্দেশে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিশ্বাসরাজ্যে কত অত্যাশ্চর্য্য ও অদৃশ্য ব্যাপার সকল সংঘটিত হইয়া থাকে, যাহা চিরকাল মনুষ্যবুদ্ধির অতীত। এ দিকে দ্বারবানের অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল, আর কি করিবে প্রহ্লাদকে লইয়া তাহারা রাজসমীপে উপস্থিত। রাজা দেখিয়াই, "একি, এখনও উহাকে বিনষ্ট করিস্‌নি?" এই বলিয়া কিঞ্চিৎ অধোবদনে অমাত্যদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহারা কহিল মহারাজ, "এ কি প্রকার বালক, অস্ত্রেতেও ইহার মৃত্যু হইল না?" ইহা শুনিয়া এক জন সুবুদ্ধি মন্ত্রী অমনি রাজাকে পরামর্শ দিলেন, "মহারাজ, মত্ত মাতঙ্গের পদতলে উহাকে নিক্ষেপ করুন তাহা হইলে নিশ্চয় পঞ্চত্বপ্রাপ্তি, আর দেখিতে হইবে না।" রাজা "তাহাই কর" এই বলিয়া ভৃত্যদিগকে আদেশ করিলেন। তাহারা পুনরায় ঐরূপ প্রহ্লাদকে লইয়া গিয়া এক ক্ষিপ্ত হস্তীর পদতলে নিক্ষেপ করিল। কিন্তু এই মত্ত বারণ না মারিয়া নিজ কর দ্বারা স্বীয় পৃষ্ঠোপরি তাঁহাকে

উপবেশন করাইল সকলে এই অদ্ভুত ব্যাপারে সচকিত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল, বুঝি ইহাতে কোন দৈব ব্যাপার আছে, নতুবা এ মরে না কেন? কি করে, আবার রাজার নিকট লইয়া গিয়া কহিল, "মহারাজ এ ছেলের মৃত্যু নাই" রাজা বিষণ্ণ ও আশ্চর্য্য হইয়া মন্ত্রিবর্গের দিকে দৃষ্টিপাত করত বলিলেন, "কৈ তোমরা যে কিছু বিশেষ উপায় করিতেছ না?" তাহাতে এক জন কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিল, "উহাতে কি কিছু হয়? মহারাজ, ওকি সামান্য বালক যে আপনি সহজে মারিবেন? আমি যাহা বলি তাহা করুন দেখি উহা সম্পূর্ণ ভাবে ইহাকে এক উত্তপ্ত তৈল কটাহে নিক্ষেপ করুন সে আর বাঁচিতে কহিতে হইবে না তখনই বিনাশ।" রাজা তৎক্ষণাৎ দূতদিগকে আদেশ করিলেন তাহারা সকলে রাজার মতে কার্য্য করিয়া প্রহ্লাদকে কহিল, "তোমাকে ইহার মধ্যে পড়িতে হইবে" তিনি বলিলেন "তবে আমাকে একবার সেই দীননাথকে ডাকিতে দেও" এই বলিয়া প্রহ্লাদ অতি কাতর ভাবে তাঁহার চরণে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন "প্রভো, এবার আর তোমার দাস রক্ষা হইল না, এক বার এ দুঃখের সময় আমাকে কৃপানয়নে দেখ নাথ, আমার যে প্রাণ যায়, এক বার এ বিপদে তোমার এই অধম পাপী ঐ চরণ দর্শন করিয়া মৃত হউক।" ফলতঃ সরল সাত্ত্বিক প্রার্থনা ও ঈশ্বরে একান্ত নির্ভর ভিন্ন কে ধর্ম্মের দুর্গম পথে অগ্রসর হইতে পারে? আপনার সমস্ত জীবন সেই অনন্ত শক্তি দয়াময় ঈশ্বরের হস্তে অর্পণ করিলে আত্মা বিপদে আর মুহ্যমান হয় না; সর্ব্বদর্শী ঈশ্বর যখন দেখেন যে, আমার ভক্ত ধন প্রাণ সকলই যে আমাকে দিয়াছে, আমি

উহাকে আমার স্বর্গের সমস্ত সম্পত্তি দান করি, আহা ও আমাকে বই অবগত কিছুই জানে না এই ভাবে বাস্তবিক তিনি সেই বিশ্বাসীর সহায় হন তাঁহার ইচ্ছাই ভক্তের বল বুদ্ধি সুখ সম্পত্তি, এই জন্য সাধক আপনাকে আর কোন বিষয়ে নেত্রান করিয়া কেবল ঈশ্বরের সাহায্যই ভিক্ষা করেন, সকল প্রকার বিপদে উদ্ধার পাইয়া বিশ্বাসের অত্যচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া সেই মহান্ পুরুষের স্বর্গাতীত সৌম্য মূর্ত্তি দর্শন করেন প্রহ্লাদ এবারেও সংরক্ষিত হইলেন এ স্থলে মহাকবি ব্যাস কর্ত্তৃক এক মনোহর ভাব বর্ণিত হইয়াছে যৎকালে প্রহ্লাদ ঈশ্বর অশ্রুপূর্ণলোচনে প্রার্থনা করিতেছিলেন দয়াময় ঈশ্বর, তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য সেই উত্তপ্ত তৈলকটাহের মধ্যে প্রহ্লাদকে ক্রোড়ে করিয়া আচ্ছাদন করিয়া রাখিলেন

রাজা যখন শুনিলেন যে, প্রহ্লাদের মৃত্যু হয় নাই, তখন তিনি একবারে বিস্মিত হইয়া রহিলেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে অনুতাপের অদ্ভুত ভাবের সঞ্চার হইল এক জন মন্ত্রী কহিলেন, "মহারাজ, দেখিতেছেন কি? ইহ দৈব ঘটনা, এরূপ পুত্রের বধ স্পৃহনীয় নহে, উহাকে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ" রাজা ক্রোধভরে বলিয়া উঠিলেন, তাহা কদাপি হইতে পারে না অপর কোন মন্ত্রী কহিলেন, "ভূপতে আমি এক সদুপায় বলিতেছি, তাহাই করুন দেখি" রাজা বলিলেন, কি বল দেখি" তিনি ব্যক্ত করিলেন, "এইবার উহাকে প্রজ্বলিত হুতাশনের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া দিলে আর কিছুই করিতে হইবে না, আর পুনরায় আপনাকেও উহার মুখ দেখিতে হইবে না" রাজা প্রহ্লাদের বিনাশে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন, সুতরাং যে যাহা বলিতেছে

তাহাই শুনিতেছেন অবশেষে তিনি ভৃত্যদিগকে তাহাই করিতে আদেশ দিলেন তদনন্তর কয়াধু ইহা শুনিতে পাইয়া অতি বিষণ্ণ বদনে কাতর হৃদয়ে দাসীদিগকে কহিলেন 'অরে! আমার প্রহ্লাদকে একবার আনিয়া দে আমি জন্মের মত সেই চন্দ্রানন দেখিয়া নিই ' দাসীরা তৎক্ষণাৎ রাজপুত্রকে মহিষীর সমক্ষে আনিয়া উপস্থিত করিল কয়াধু পুত্রের বদন নিরীক্ষণ করিবামাত্র গদ্‌ গদ্‌ স্বরে অস্ফুট বাক্যে বিগলিত-নয়নে পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া বার বার মুখচুম্বন করত কহিতে লাগিলেন, 'বাছা, এবার আর তোমার বাঁচিবার কোন সম্ভাবনা দেখি না কিন্তু তোমার হরি বড় দয়াল, আমি জানিয়াছি যে তাঁহার নামের অনন্ত মহিমা তুমি যাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছ বস্তুতঃ তিনি তোমার সম্বল ও সহায় হইয়াছেন, তাঁহাকে আজ বিপদভঞ্জন বলিয়া ডাকিও, দেখিবে তোমার আর কোন বিপদ থাকিবে না "

প্রহ্লাদ অধোবদনে ভক্তিপূর্বক মাতৃকথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার অন্তশ্চক্ষুঃ অপর দিকে এক ভাবে স্থির হইয়া রহিল অন্তরে হৃদয়স্থ প্রভুর চরণ স্মরণ করিয়া তিনি নিয়ত মনের কথা তাঁহাকে বলিতেন, তাই তাহার ঐরূপ স্থির ভাব দৃষ্ট হইত

অতঃপরে দ্বারবানেরা রাজা কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া প্রহ্লাদকে লইয়া গেল এবং মহা অগ্নিকুণ্ড তথায় নিক্ষিপ্ত করিল দীনবন্ধু তাঁহার একমাত্র সম্বল, তিনি তাঁহাকে ডাকা ব্যতীত আর কিছুই জানিতেন না, তখন মাতৃকথা স্মরণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "কোথায় বিপদভঞ্জন, এই অগ্নিকুণ্ডে আমার যে প্রাণ যায়, একবার দেখা দিয়া

এ বিপদ হইতে আমাকে রক্ষা কর। প্রভো, আমি তোমা বই ত, আর কিছুই জানি না।" এই বলিয়াই জলন্ত অনলে ঝম্প প্রদান করিলেন। একান্ত বিশ্বাসের সহিত প্রার্থনা না করিলে বাস্তবিক আত্মা জীবন্ত ও অলন্তভাবে বিপদের সম্মুখীন হইতে পারে না। বালকের ন্যায় নির্দ্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক সাধুতা ভিন্ন কিছুই হয় না প্রহ্লাদ এই ভয়ঙ্কর বিপদ হইতেও সেবার উত্তীর্ণ হইলেন ব্যাস এ স্থলে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, যখন ভক্ত প্রহ্লাদ ঐরূপে কাতর ভাবে প্রার্থনা করিতেছিলেন তখন ভক্তবৎসল তাঁহার দুঃখ দূর করিবার জন্য অগ্নির মধ্যে বিরাজমান থাকিয়া তাহার শক্তি প্রত্যাহার করিলেন। দ্বার-বানগণ প্রহ্লাদকে অমৃত দেখিয়া মনে মনে কহিতে লাগিল ভাল ইহারই বা কারণ কি? সকল প্রকার উপায় ইহার নিকট বিফল হইয়া যাইতেছে, কি আশ্চর্য্য। পুনরায় এই সংবাদ রাজ-সমীপে বিজ্ঞাপিত হইল। রাজা ও কর্ম্মচারিগণ তাহা শুনিয়া সকলেই নীরব রহিলেন। হিরণ্য মন্ত্রীদিগকে ডাকিয়া কহিলেন, "দেখ ইহার কি মৃত্যু নাই? একি অমরত্ব লাভ করিয়াছে?" তাঁহারা বলিলেন, "মহারাজ, প্রহ্লাদ কি আপনার সামান্য পুত্র, যে আপনি উহার প্রাণ বিনাশ করিবেন? উহাকে পরিত্যাগ করাই আপনার শ্রেয়ঃ। সকলেই প্রহ্লাদের ধর্ম্মভাব, বিশ্বাস ও ঈশ্বরে আত্মসমর্পণের বল দেখিয়া বিস্মিত ও পরাস্ত হইয়া গিয়াছে, কেবল অর্থলিপ্সায় রাজার পক্ষে দুই একটী কথা বলে, সুতরাং তখন আর কি করে, দুই এক জন কহিল, "রাজন্, অনেক প্রকার ত দেখা গেল, কিন্তু একটি অবশিষ্ট আছে।" রাজা কহিলেন, "কি বল দেখি। তাঁহারা বলিলেন, ভূপাল, এই

বার প্রহ্লাদকে গরলমিশ্রিত অন্ন ভোজন করান, তাহা হইলে এক প্রকার নিশ্চয় মৃত্যু ” রাজা উপায়টিকে সঙ্গত মনে করিয়া এই বলিয়া অন্তঃপুরে ধাত্রী ও দাসীদিগকে কহিয়া দিলেন যে, “আজ প্রহ্লাদকে যখন অন্ন ব্যঞ্জন দিবে, তখন বিষমিশ্রিত করিয়া তাহা ভোজন করাইবে ” নারীগণের হৃদয় স্বভাবতঃ অত্যন্ত কোমল, ভয়ে তখন কিছু বলিল না বটে, কিন্তু নির্জ্জনে গিয়া অবিরল ধারায় বিলাপ করিতে লাগিল। অবশেষে মহিষীর নিকট এই ভয়ঙ্কর সংবাদ দিল রাণী শুনিয়াই একেবারে মূর্চ্ছিতা হইলেন তাহারা সকলে বড় বিপদ্‌গ্রস্ত হইল, কি নিষ্ঠুর দুরন্ত কথাই শুনাইলাম, এইরূপ খেদ করিতে করিতে মুখে জল দিয়া বাতাস করিয়া তাঁহাকে সুস্থ ও সচেতন করিল কয়াধু নিরতিশয় খিদ্যমান হইয়, হায় আমি এমন পতির হাতেও পড়িয়াছিলাম, যাহার জন্য আমার ধর্ম্ম কর্ম্ম ও পুত্র সকলই গেল, আর আমার বাঁচিয়া সুখ কি?” এই বলিয় অত্যন্ত আক্ষেপ করিতে লাগিলেন তখন সহচরীগণ অনেক প্রকারে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। এমন সময় রজনী উপস্থিত মহিষী প্রহ্লাদকে ডাকিয়া কহিলেন, “বৎস, একবার ক্রোড়ে এস, আমার তাপিত অঙ্গ শীতল কর। বাছা, আজ যে জন্মের মত তোমাকে বিদায় দিব।” এইরূপে শোকাতুরা কয়াধু অনেক হৃদয়ের দুঃখ শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন অবশেষে প্রহ্লাদের খাইবার সময় হইল দেখিয়া তাঁহার নিকট স্বতন্ত্র গৃহে প্রস্তুত বিষাক্ত অন্ন আনীত হইল। দাসীরা দ্বারাদি সকলই বন্ধ করিয়া দিল; অন্তঃপুরবাসিনী সকলেই মনে করিল, এত দিন বাঁচিয়াছে বটে, কিন্তু অদ্য আর জীব-

নের আশা নাই। প্রহ্লাদ অন্ন সম্মুখে করিয়া দুই চক্ষু অশ্রুধারে কাঁদিতে লাগিলেন। প্রভু তোমাকে না দিয়া আমি আহার করিব না। তুমি তো ... করিয়া ভোজন করাও? তোমার মুখে যে অন্ন উঠে না, এ বিষযুক্ত অন্ন ত তোমাকে দিতে পারিব না।" ফলতঃ ভক্ত যে অহরহ দিনে করেন তাহার মধ্যেও তিনি কেবল ভক্তিসুধা পান করেন। তাঁহার ঐ স্বর্গীয় সামগ্রী আহার পান। তিনি হৃদয়ের সহিত কৃতজ্ঞতা দান করেন। প্রহ্লাদও সেই কৃতজ্ঞতা দান করিতেছিলেন। এই স্থলে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে বিষ অমৃতরূপ ধারণ করিল এবং প্রহ্লাদ অনায়াসে ভোজন করিলেন। তিনি এইরূপে আহার করিয়া রজনীতে অনায়াসে নিদ্রা গেলেন। প্রাতে উত্থিত হইয়া সকলেই মনে করিল প্রহ্লাদ কি আর এখনও আছে? হলাহলের যে বল, অন্নের সহিত মিশিত হইবা মাত্রই প্রাণবিয়োগ। অনন্তর প্রভাত হইলে প্রহ্লাদও সুপ্তোত্থিত হইয়া দ্বার উদ্ঘাটন করত সেই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সকলে দেখিয়া অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

স্ত্রীলোকের মন স্বভাবতঃই ভাবযুক্ত, সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল প্রহ্লাদ কি সামান্য ভক্ত! ও যে হরি দেবতাকে পাইয়া সিদ্ধ হইয়াছে কাহার সাধ্য উহাকে বিনাশ করিতে পারে? দয়াময় যাহার সহায় তাহার কি মরণ আছে?

এদিকে রাজা শুনিলেন যে, বিষপানে পুত্রের কিঞ্চিন্মাত্র অঙ্গ বৈকল্য হয় নাই। তখন এই বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইলেন যে বুঝি ইহার মৃত্যু অসম্ভব। কি আশ্চর্য্য সকলই ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। আবার মন্ত্রীদিগকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন, প্রহ্লাদ

যে এখনও জীবিত রহিয়াছে, কৈ মরে নাই ত ?” “মহারাজ, তবে উহার মৃত্যু নাই” অত্যন্ত উৎসাহের সহিত সকলে এই কথা বলিয়া উঠিল। রাজার মনে বড় ঘৃণা হইল, ধিক্ এ জীবনে অবশেষে একটি সামান্য বালকের প্রাণ বিনাশ করিতে পারা গেল না। এই সময়ে এক মন্ত্রী কহিল, “মহারাজ, অনেকত করিলেন, সকলই বিফল হইল, এবার অত্যুচ্চ পর্ব্বত শিখর হইতে উহাকে নিপাতিত করুন দেখি।” রাজা পুনর্ব্বার আশাম্বিত হইয়া দ্বারপালদিগকে ঐরূপ করিতে আদেশ দিলেন। তাহারা নির্দ্দোষ প্রহ্লাদকে লইয়া গিয়া গিরিশিখর হইতে তাঁহাকে নিক্ষেপ করিল, কিন্তু তাহাতে মৃত্যু হওয়া দূরে থাকুক তাঁহার অঙ্গে কোন স্থানে আঘাতও লাগিল না। প্রহ্লাদের ভাবদর্শনে দ্বারবান্‌দিগের মনে ক্রমে অজ্ঞাতসারে বিশ্বাসের সঞ্চার হইতে লাগিল। সকলেই পরস্পর এইরূপ কহিতে লাগিল, হরি সহায় হইলে কেহ কিছু করিতে পারে না। অতঃপর রাজসমীপে সংবাদ জানাইল।

দ্বারবান্‌গণের মুখে ঐ বিবরণ তাবৎ শ্রবণ করিয়া রাজা একেবারে হতাশ হইলেন। ভাল ! ও যদি ঐ নাম পরিত্যাগ করে তবেত আর আমাকে এরূপ ক্লেশ পাইতে হয় না, এই প্রকার মনে মনে নানা আন্দোলন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া রাজা অমাত্যদিগকে কহিলেন, “দেখ অমাত্যগণ, আমার প্রহ্লাদ যদি ঐ নাম মুখে না আনে, উচ্চারণ না করে, তবে আর এই নিষ্ঠুর কার্য্য করিতে হয় না ; অতএব ঐ হরিনাম উহাকে পরিত্যাগ করাও।” বদ্ধকর নির্ভীকচিত্ত প্রহ্লাদ রাজসভায় নীত হইলেন, অমাত্যবর্গ ও পুরোহিতগণ প্রহ্লাদের প্রতি চাহিয়া

বলিলেন, "অবে প্রহ্লাদ, তুমি ক্ষুদ্র বালক, পিতার অনভিমত কার্য্য কদাপি করিও না, ঐ নাম একেবারে পরিত্যাগ কর।" তিনি অতি বিনীত ও মধুর ভাবে জীবনের দেবতার প্রতি চাহিয়া অশ্রু বিগলিতবারি-নয়নে উত্তর প্রদান করিলেন, "আমি কাহার নাম পরিত্যাগ করিব? যিনি আমার জীবন তাঁহাকে ছাড়িয়া কি আমি এক মুহূর্ত্ত বাঁচিতে পারি, ও কথা আমাকে বলিলে কি হইবে।" প্রহ্লাদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া ও তাঁহার বাক্য শ্রবণে সকলে অন্তরে অন্তরে মুগ্ধ হইয়া গেলেন ফলতঃ তাঁহার হৃদয়স্থ প্রিয়তম দেবতার বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা বলিলে, তিনি কেবল কাঁদিতেন, কঠোর ভাবে কোন উত্তর দিতেন না, অথচ তাহাতেই সকলে পরাস্ত হইয়া যাইত অমাত্যগণ সকলেই বাহ্যে অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক বলিতে লাগিল "মহারাজ, এ নিতান্ত অবাধ্য পুত্র, ইহার মুখ দর্শন করা বাস্তবিক উচিত নহে, কাহারও কথ শুনে না, মোটে বর্গই মানে না" হিরণ্য কহিলেন, "তবে এখন কি কর্ত্তব্য, আর কোন উপায় আছে কি না?" সকলে অনেক চিন্তিয়া কহিল, হঁ একটি অবশিষ্ট আছে, গলদেশে এক প্রকাণ্ড শিলাখণ্ডবন্ধনপূর্ব্বক প্রহ্লাদকে সাগরতরঙ্গে নিক্ষেপ করিলে আরত জীবিত না দেখি না" তৎক্ষণাৎ দ্বারবানদিগের প্রতি ঐরূপ করিবার রাজার আদেশ হইল এ দিকে জননী সর্ব্বদা কেবল প্রহ্লাদের জন্য ভাবেন আবার ঐ ভয়ানক দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া বড়ই আকুল ও কাতর হইলেন। প্রহ্লাদকে তাহারা লইয়া যাইবার পূর্ব্বে তখন তিনি একবার নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "বাছা আর ত তোমার ও মুখ দেখিতে পাইব না, হা! বিধাতঃ, দুখিনী করিবার জন্যই কি এই অভাগিনীকে

এমন পুত্র দিয়াছিলে তোমার হরিই তোমাকে রক্ষা করিবেন। তুমি যেমন করিয়া ডাকিতে শিখিয়াছ সেইরূপ করিয়া তাঁহাকে ডাকিবে তাহা হইলে তোমার কোন বিপদ নাই আমি নিশ্চয়ই বুঝিয়াছি, দেখ সেই নামের এমনি গুণ যে জলেও শিলা ভাসে, ঐ প্রভুর নামের গুণে অসম্ভব সম্ভব হয়" এইরূপে তিনি পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া বিপদ হইতে উদ্ধারের উপায় বলিতে লাগিলেন প্রহ্লাদের আসিতে বিলম্ব দেখিয়া দাববানগণ অন্তঃপুরে সংবাদ পাঠাইল। তিনি ভক্তিপূর্ব্বক মাতৃচরণে প্রণাম করিয়া বিদায় লইয়া বাহিরে আসিলেন তাহারা তাঁহাকে অনেক তিরস্কার ও কটুকাটব্য কহিতে লাগিল। কেহবা দুই একটা কশাঘাত দিতেও ত্রুটি করিল না অবশেষে সমুদ্রের উপকূলে লইয়া গিয়া তাঁহার গলদেশে এক বৃহৎ উপলখণ্ড বন্ধন করিয়া দিল তিনি ব্যাকুল হৃদয়ে হরিনাম স্মরণ করিয়া সাগরে ঝম্প প্রদান করিলেন। প্রহ্লাদ জলমগ্ন না হইয়া ভাসমান হইলেন।

দ্বারপালেরা প্রহ্লাদের বিশ্বাস, ভক্তি ও ধর্ম্মবল দর্শনে ভিতরে ভিতরে বিগলিত ও প্রশান্ত হইয়া আসিতেছিল। প্রহ্লাদের জীবনগত স্বর্গীয় ব্যাপারে তাহাদের নীচ কলুষিত হৃদয়ে এক পবিত্র আলোক যেন প্রকাশিত হইতে লাগিল, সুতরাং তখন তাহারা সম্পূর্ণভাবে প্রহ্লাদের মহত্ত্ব একেবারে স্বীকার করিয়া ফেলিল, এবং তাহারা তাঁহার গ্রীবাদেশের বন্ধন খুলিয়া দিয়া ভক্তিপূর্ব্বক করযোড়ে জিজ্ঞাসা করিল, 'মহারাজ, হরিনামে কি হইতে পারে?" প্রহ্লাদ বলিলেন, 'ঐ নামের এমনি মাহাত্ম্য যে সকল অসম্ভব ব্যাপারই সংসিদ্ধ হয় ঐ নামের গুণে

আগুনে পোড়ে না, জলে ডোবে না, মারিলে লাগে না, জলে শিলা ভাসে।" তাহারা কহিল, "আমরা কেমন করিয়া তাঁহাকে পাইব?" তিনি বলিলেন "বিশ্বাস করিয়া ভক্তিভরে তাঁহাকে ডাকিলেই দেখা পাইবে।" তাহারা অজ্ঞান সরল লোক, নামের গুণ পরীক্ষা করিবার জন্য পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিল, দেখিল যে লাগে না, তখন আরও কিঞ্চিৎ সাহসী হইয়া সাগরে ঝম্প প্রদান করিল, দেখিল যে ডুবিল না। তখন প্রহ্লাদের কথা সত্য দেখিয়া সকলে নিতান্ত বিনীত ও নির্ভয় হইয়া রাজকর্ম্ম পরিত্যাগ করত প্রহ্লাদের অনুগত শিষ্য হইল। আর তাহাদের হরি ভিন্ন কথা নাই। জীবনের একেবারে পরিবর্ত্তন, অহঙ্কার, মূর্খতাজনিত অনুদার ও লঘু ভাব, ও ধনস্পৃহার উপর বিষম আঘাত পড়িল। কেবল সেই নাম কীর্ত্তন, সেই চরণ দর্শন, সেই মধুর নাম শ্রবণ ও সেই পদসেবনেই চিত্ত প্রধাবিত হইল। এত দিনের পর প্রহ্লাদের বিশ্বাসরাজ্যে জয় হইতে আরম্ভ হইল। ধর্ম্মের জয়, সত্যের জয়, হরিনামের জয়, প্রহ্লাদের জীবনে তাহাই প্রকাশ পাইতে লাগিল। তখন প্রহ্লাদ ঐ মধুর নামে উন্মত্ত হইয়া "হরিবোল" এইরূপে কীর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রে চলিতে লাগিলেন, দ্বারবানগণও হরি ভক্তিতে বিগলিত হইয়া বদনভরে ঐ নামের ধ্বনি উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল; এই স্বর্গীয় দৃশ্য দিক্ সকলকে পূর্ণ ও শোভান্বিত করিল। যথার্থই দয়াময় তাঁহার ভক্তের হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া সত্যের জয়, ধর্ম্মের জয় ও পবিত্রতার জয় বিস্তার করিবার জন্য ও দুঃখীকে শান্তি ও পাপীকে পরিত্রাণ দিবার নিমিত্ত ভক্তদিগকে তাঁহার সেনা করিয়া নিযুক্ত

করেন ও তাঁহাদের জীবন পৃথিবীতে তাঁহার দয়ার স্তম্ভস্বরূপে পাপী তাপীর সম্মুখে সংস্থাপন করেন

তখন প্রহ্লাদের সেই অটল বিশ্বাস দেখিয়া তাহার প্রিয় দেবতা বলিলেন ;

ময়ি ভক্তিস্তবাস্ত্যেব ভূয়োপ্যেবং ভবিষ্যতি
বরস্তু মত্তঃ প্রহ্লাদ ব্রিয়তাং যস্তেঽভিলষিতঃ।

"প্রহ্লাদ, আমার প্রতি তোমার অচলা নিষ্কপট ভক্তি দেখিতেছি, ইহা ভবিষ্যতেও এইরূপ থাকিবে, তজ্জন্য আমি তোমার প্রতি বড় প্রসন্ন হইয়াছি একণে তোমার যাহা অভিলাষ হয়, বর প্রার্থনা কর।" প্রহ্লাদ বলিলেন,

ময়ি দ্বেষানুবন্ধোঽভূৎ সংস্তুতাবুদ্যতে তব
মৎপিতুস্তৎকৃতং পাপং দেব তস্য প্রণশ্যতু

"প্রভো, আমি তোমার সেবক হওয়াতে পিতা আমার প্রতি বিদ্বেষ ভাব প্রদর্শন করিয়া যে পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছেন, তুমি অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার সেই সকল পাপ ক্ষমা কর হে দেব, তিনি যে আমার প্রতি অস্ত্র চালন করিয়াছিলেন, আমায় যে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছেন তিনি যে আমাকে বিষপান করাইয়াছেন ও সাগরগর্ভে জলসাৎ করিয়াছেন এবং অন্যান্য যত প্রকার অসদ্ব্যবহার অদ্যাবধি করিয়াছেন, সেই অপকর্ম্ম-জনিত তাঁহার যত মহাপাতক হইয়াছে তুমি তাহা প্রসন্ন হইয়া ক্ষমা কর" ইহা শুনিয়া তাঁহার প্রিয় দেবতা বলিলেন, "প্রহ্লাদ, তুমি যাহা প্রার্থনা করিতেছ আমার প্রসাদে তাহার সমুদায়ই সিদ্ধ হইবে। আমি তোমায় অন্য বর দিতে অভিলাষ করি, প্রার্থনা কর।"

প্রহ্লাদ বলিলেন।

কৃতকৃত্যোঽস্মি ভগবন্ বরেণানেন যৎ ত্বয়ি।
ভবিত্রী ত্বৎপ্রসাদেন ভক্তিরব্যভিচারিণী
ধর্ম্মার্থকামৈঃ কিং তস্য মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা
সমস্ত জগতাং মূলে যস্য ভক্তিঃ স্থিরা ত্বয়ি

"প্রভো, তোমার ঐ কথাতেই আমি কৃতার্থ হইয়াছি যদি তুমি অন্য বর প্রদান করিতে অভিলাষী হও, তবে এই বর প্রদান কর, যেন তোমার প্রতি আমার অচলা ভক্তি থাকে কদাপি বিচলিত না হয় প্রভো, তুমিই জগতের মূল, তোমার প্রতি যাহার ভক্তি আছে তাহার আর ধর্ম্মার্থকামে কি প্রয়োজন? কারণ মুক্তিও তাহার হস্তগত"

প্রহ্লাদের কি আশ্চর্য্য ক্ষমা ও পিতৃভক্তি বাস্তবিক ভক্তের জীবন ক্ষমার ভূষণস্বরূপ এই নিমিত্ত ঈশা আপনার জীবনে এই ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে "যাহারা অত্যাচার করে তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর; যাহারা অভিসম্পাত দেয় তাহাদের জন্য প্রার্থনা কর ও যাহারা ঘৃণা করে তাহাদিগকে প্রেম কর" প্রহ্লাদও নিজ জীবনে তাহাই প্রদর্শন করিলেন

প্রহ্লাদ প্রথমে ইহা মনে করিয়া বাহির হইলেন যে, অগ্রে অধ্যাপকের আশ্রমে যাইতে হইবে হরিভক্তিতে দৈত্যাদনব পাপী তাপী সকলেই প্লাবিত হইয়া যাউক, এইরূপ স্থির করিয়া ঋষির আশ্রমাভিমুখে যাইতে লাগিলেন আর কোন দিকে দৃষ্টি নাই, ভক্তিবেগে প্রমত্ত, "হরিবোল" বই আর মুখে কথা নাই ক্রমে নিকটে উপস্থিত হওয়াতে সহাধ্যায়ী দৈত্যবালক সকল গম্ভীর কোলাহল শব্দ শুনিয়া আশ্রমের বাহিরে আসিল। তিনি

পূর্ব্বে অধ্যয়নের সময় তাহাদিগকে সময়ে সময়ে তত্ত্ববিষয়ে ও মুক্তির প্রকৃত পথবিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেন। তখন তাহারা প্রহ্লাদকে তদবস্থায় দেখিয়া সকলে অবাক্ হইয়া গেল অবশেষে হ্লাদ অনুহ্লাদ প্রভৃতি সকলে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি যে হরিনাম কিছুতেই ছাড়িবে না, হরি বলিলে কি হয়?" তিনি বলিলেন, "হরি বলিলে পড়া মুখস্থ হয়" সকলে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিল, তাহাতে এ অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার পুনর্ব্বার প্রহ্লাদকে সকলে জিজ্ঞাসা করিল, হরিনামে আর কি হয়?' তিনি কহিলেন, যাহা চাও তাহাই মেলে" বালকগণ ইহা শুনিয়া এবং প্রহ্লাদের ভাবে উন্মত্ত হইয়া ও পুস্তকাদি বাঁধিয়া করতালি সহ মধুর স্বরে "হরিবোল' বলিতে বলিতে প্রহ্লাদের সহগামী হইল আমরা এই চারিত্রের কবিত্ব সকল পরিত্যাগ করিয়া কেবল নিগূঢ় আধ্যাত্মিক ভাব গ্রহণ করিলে বিশ্বাসকে কল্পতরু বলিয়া প্রতীতি করিতে পারি "সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্, যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতি" যিনি অন্বেষণ করিয়া সেই পরমাত্মার দর্শন লাভ করেন, তিনি সকল লোক প্রাপ্ত হয়েন ও তাঁহার সকল কামনা পরিসমাপ্ত হয় বস্তুতঃ তাঁহাকে পাইলে সকল পরিতৃপ্তি ও সাংসারিক তাবৎ সুখের পরিসমাপ্তি হয় অনন্তর প্রহ্লাদ বলেন 'হরিবোল," দৈত্যগণ বলে "হরিবোল," বালকবৃন্দ বলে 'হরিবোল," দ্বারবান্গণও বলে "হরিবোল," এইরূপ চতুর্দ্দিক হরিধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইল এই স্বর্গীয় কোলাহল শুনিয়া ষণ্ডামর্কপত্নী গৃহের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যে, ছেলেরা বুড়েরা সকলে হরিবোল বলিতেছে। এই অলৌকিক দৃশ্য অবলোকন

করিয়া তিনি ভক্তিতে বিগলিত হইয়া গেলেন নারীর মন এরূপ কঠোর নহে যে, ঈদৃশ অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়াও বিগলিত হইবে না, তৎক্ষণাৎ তাঁহার হৃদয়ে যেন কোথা হইতে এক অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইল ঋষিভার্য্যা তখন অতি ব্যাকুল হইয়া বিনীত ভাবে কহিলেন, "অরে প্রহ্লাদ, হরি বলিলে কি হয়?" তিনি বলিলেন, "বিন জল, আগুন ও পাবশ্রমে আপনি রক্ষন হয়" তিনি বলিলেন, "অরে বাছা, ইহা কি সত্য?" ইহা বলিয় সেই জপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ক্ষণকাল পরে তিনিও প্রফুল্ল ও উৎসাহিত বদনে হরিনামের মধুর স্বর উচ্চারণ করিতে করিতে আশ্রম হইতে প্রাঙ্গণের মধ্যে আসিলেন এমন সময় ঋষিও আশ্রমে উপস্থিত, কিন্তু সহসা আসিয়া দেখিলেন যে, তুমুল ব্যাপার এ কি প্রহ্লাদ মরে নাই, এখনও জীবিত দেখেন যে বালকগণ, দ্বারবানেরা, দৈত্যেরা ও প্রহ্লাদ সকলেই হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতেছে শেষে বলিয়া উঠিলেন আরে মর। আবার ব্রাহ্মণীও যে হরি বলে তদ্দর্শনে একেবারে ক্রোধে অন্ধ ও অস্থির হইয়া গেলেন অবশেষে বিষম বিপদ মনে করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে একেবারে রাজার নিকট সংবাদ দিতে চলিলেন, এবং রাজ সমীপে উপস্থিত হইলে অত্যন্ত ব্যস্ততা সহকারে বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ, দেখুন গিয়া প্রহ্লাদ কি করিল সে কি মরিবার ছেলে সে সব মজালে; সকলেই ভজিয়াছে, আর কি কেহ বাকী থাকিবে?" ইত্যবসরে ওদিকে প্রহ্লাদকে সঙ্গে করিয়া হরিনামোন্মত্ত ব্যক্তি সকল মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় গগনকে বিকম্পিত করিয়া ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিতে করিতে নগরাভিমুখে আসিতে লাগিল দানবদল হরিধ্বনি করিতেছে, বালক-

বৃন্দ হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতেছে, দ্বারবানগণ হরিবোলের বোল তুলিয়াছে, ব্রাহ্মণীও কোমল হৃদয়ে হরিনাম করিতে করিতে আসিতেছেন এবং প্রহ্লাদও পাগলের হরি হরি করিতেছেন। সমীপাগত হইলে রাজাকে দর্শনমাত্র সকলে একেবারে মহা-কোলাহল করিয়া উঠিল, দ্বারবানেরা পর্য্যন্ত বিশ্বাসের সহিত ও নির্ভয়ে বলিতে আরম্ভ করিল, মহারাজ, আগুনে পোড়ে না হরিবোল, জলেতে ডোবে না হরিবোল, মারিলে লাগে না, হরিবোল, মহারাজ, তুমিও বল, হরিবোল এইরূপে রাজার কর্ণ হরিনামে পূর্ণ হইয়া গেল রাজা এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়া স্থিরলোচনে সেই দিকে দৃষ্টি-পাত করিতে লাগিলেন, এবং ভাবিলেন, কি হইল ? প্রহ্লাদ মরা দূরে থাকুক, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকে আবার অনুগত করিল ? তখন ক্রোধে একেবারে জ্বলন্ত অনলের মত হইয়া উঠিলেন ওদিকে প্রহ্লাদ নির্ভয়, বীর বিজয়ী, সাহসপূর্ণ ও ভক্তিবিশ্বাসে উন্মত্ত। রাজা হরিনামের ধ্বনি শুনিয়া সিংহরবে বলিয়া উঠি-লেন "রে দুর্ব্বৃত্ত তুই যে এত মত্ত হইয়াছিস, তোর হরি কোথায় ?" প্রহ্লাদ শান্ত ভাবে উত্তর করিলেন, 'তিনি যে সর্ব্বত্র " রাজা কহিলেন, "এই সম্মুখস্থ স্ফটিকস্তম্ভেও নাকি ?" প্রহ্লাদ দৃঢ়-স্বরে বলিলেন, 'হাঁ নিশ্চয় " রাজা ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, "কই দেখি তোর হরি কেমন ? ঐ স্তম্ভে " আধ্যাত্মিকাসুর রে, তৎক্ষণাৎ প্রহ্লাদের দেবতা নৃসিংহবেশে সেই স্তম্ভ হইতে বিনির্গত হইয়া হিরণ্যকে বিনাশ করিলেন। এই অলঙ্কারের মধ্যে একটি নিগূঢ় ভাব দেখিতে পাওয়া যায় এত দিনের পর ভক্ত প্রহ্লাদের বিশ্বাসের সম্পূর্ণ জয় হইল।

ব্রাহ্মগণ, আর কত দিন সেই জীবন্ত বিশ্বাস উপার্জ্জনে আমরা উদাসীন থাকিব ; যাহা "অদৃশ্য পদার্থের প্রমাণ ও প্রত্যা শিত বিষয়ের সারাংশ", ঈদৃশ বিশ্বাস না পাইলে আমরা তাঁহার দর্শন পাইব না ও পরিত্রাণের বিশেষ আস্বাদন অনুভব করিতে পারিব না "যতো ধর্ম্মস্ততোজয়ঃ," এই পুরাতন কথার অমূল্য ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া দেখ ধর্ম্মের জয় হইবেই হইবে, স্বর্গের জয় ঈশ্বরের জয়, ইহা প্রত্যক্ষ ব্যাপার ঈশ্বরকে বিশ্বাস কর, নিশ্চয় জানিবে আনন্দধামে গিয়া স্বর্গের মুকুট পরিধান করিবে তোমার আর কিছুই অপ্রাপ্য থাকিবে না ঈশ্বরের নিমিত্ত "ধর্ম্মযুদ্ধে মৃতোবাপি তেন লোকত্রয়ং জিতম্" ধর্ম্মযুদ্ধে মৃত হইলেও তিন লোক পরাজিত হয় পার্থিব মৃত্যুতে জীবন তোমার ইহা অপেক্ষা আর লাভের বিষয় কি হইতে পারে ! ভ্রাতঃ, পিতার মধুর নামামৃত পান কর বিশ্বাসে তাঁহার চরণ দর্শন কর, ভক্তিতে সে চরণ স্পর্শ কর, আর তোমার কিছুই ভাবনা থাকিবে না। "এ সংসারের মাঝে 'দয়াল' নাম বিনা আর কি ধন আছে" ?

"পিব রে হরিনামামৃতরসং রসমেব হি মধুরসম্
রসনে, রসসদনে কুরু রে ক্ষণমনলসম্
কথমিক্ষুং পরিবাঞ্ছসি চূতংবা পনসং,
দধিদুগ্ধঘৃতমপেব ত্যজ রে খলু বিরসম্ ।"
